THE

LIFE OF PETER THE GREAT.

COMPILED BY

BEPRODOSS BANERGEE.

TEACHER OF THE CHITTAGONG GOVERNMENT SCHOOL

রুশিয়াধিপতি পিটরের জীবনবৃত্তান্ত।

চট্টগ্রাম গবর্ণমেণ্ট ইস্কুলের শিক্ষক

শ্রীবিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রণীত।

CALCUTTA:

PRINTED AT THE "SUCHARU PRESS," BY LALLCHAND BISWAS & CO.,
NO. 13, BAHIR MIRZAPORE, CHASA DHOBA PARA,

[illegible].

[মূল্য ।০ আনা মাত্র]

ভূমিকা।

ইহা [illegible] অস্মদ্দেশীয় প্রাচীন পণ্ডিতেরা [illegible] শাস্ত্র আলোচনা করিয়া ইতিবৃত্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই, সংস্কৃত ভাষায় এই একটি মাত্র বিষয়াভাব। এক্ষণে সেই কার্য্য আমাদিগের উপরে পড়িয়াছে। দিন২ যত সভ্যতার উন্নতি হইতেছে ততই ইতিবৃত্ত এবং বিজ্ঞান শাস্ত্রের আদর হইতেছে। এক্ষণে পুরাণাদি সর্ব্বসাধারণ জনগণের পক্ষে প্রিয় বোধ হয় না, কারণ প্রাচীন পণ্ডিতেরা সকল বিষয় এমত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে, সহস্র চেষ্টা করিলেও সকল [illegible] শিখিবার উপায় নাই। কিন্তু যত কাল গত হইতেছে ততই নূতন অদ্ভুত পূর্ব্ব ঘটনা ঘটিতেছে। ইতিহাসবেত্তারা [illegible] [illegible] পারেন না আমার পরিশ্রমের শেষ হইল। প্রত্যেক মাসে প্রত্যেক ঘটিকায় যে সকল বিষয় ঘটিতেছে, সে সমুদায়ের বৃত্তান্ত লিখিলে বৃহদাকার পুস্তক হইয়া উঠে। বিজ্ঞানেরও তদ্রূপ অবস্থা, প্রতিদিনই নূতন আবিষ্ক্রিয়া হইতেছে, অদ্য যাহা বিশ্বাস [illegible] কল্য সে সংস্কার দূর হইবে। ইদানিন্তন পণ্ডিতেরা অনিবার চেষ্টা দ্বারা নিরন্তর নব২ বিষয় প্রকাশ করত মনুষ্যদিগের [illegible] ভাগ্যোন্নতি করিতেছেন। এই দুই শাস্ত্র বর্ত্তমান সভ্যতার প্রধান কারণ। এক জন পণ্ডিত কহিয়াছেন যে, দৃষ্টান্ত দ্বারা যত বুঝা যায়, এমত আর কিছুতেই পারা যায় না। এমত দৃষ্টান্ত স্বরূপ নীতি শাস্ত্র ইতিবৃত্ত ও জীবন চরিত বিনা আর কি হইতে পারে?

আমাদিগের ভাষায় ইতিবৃত্ত প্রায় নাই। পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই অভাব পূরণ করিবার আশা দিয়াও সকলকে নিরাশ করিয়াছেন। এক্ষণে বঙ্গ ভাষার যে শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে সে, সমুদায়ের কারণ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কহিতে হইবে। কিন্তু আক্ষে-পের বিষয় নানা বিষয়ে ব্যাপৃত, সুতরাং অবসর বিরহ হইয়া তিনি স্বদেশীয় দিগের অভিলোষিত জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না আমি বঙ্গভাষা লিখিত ইতিবৃত্তের সংখ্যা বৃদ্ধি কর-

নাশয়ে এই পুস্তক লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহা সর্ব্বসাধারণের মনো-রম্য করিবার কোন চেষ্টা পাইতে ত্রুটি করি নাই। ইহা সকলের প্রিয় বা অপ্রিয় হইবে তাহা ভবিষ্যৎ কালে নির্ভর করে। যদ্যাপি আমি এই জন্যে সর্ব্বসাধারণের প্রশংসার পাত্র হই তাহা হইলে গর্ব্ব করিতে পারিব যে আমাদ্বারা আমাদিগের ভাষা লিখিত গ্রন্থের সংখ্যা বৃদ্ধি হইল। যদি আমার এমত ভাগ্য না হয় তাহা হইলে অবশ্যই কোন মহাত্মা লেখনি ধারণ করিয়া আমার ভ্রম সংশোধন করিবেন। তাহা হইলেও আমি গর্ব্ব করিতে পারিব, কারণ ঐ মহাত্মার নিদ্রাগত মনোবৃত্তি আমা দ্বারাই জাগরিত হইবে। পুস্তক ভাল হইলে ত কথাই নাই, মন্দ হইলেও আমি সর্ব্বসাধারণের অপ্রিয় পাত্র কখনই হইতে পারি না কারণ আমার অভিপ্রায় ভাল তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, আমার পরম বন্ধু শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র বসু মহাশয় কোন অংশে আমার বিশেষ সহতা করিয়াছেন। ইতি

শ্রীবিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

চট্টগ্রাম।
১০ই আষাঢ় সন ১২৬৬.

রুশিয়াধিপতি

পিটরের জীবন বৃত্তান্ত।

রুশিয়া রাজ্যের এক্ষণে যেরূপ সৌভাগ্য ও ক্ষমতার বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা দর্শনে হঠাৎ বোধ হয়, যে, বহুকালাবধি ইহার নৃপতিরা অতিশয় যত্ন ও কৌশল দ্বারা ইহার ঈদৃশী শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন। কিন্তু ইহার ইতিহাস পাঠ করিলে এই সংস্কার দূর হয়, দুই শত বৎসর পূর্ব্বে এই রাজ্য অতিশয় ক্ষুদ্র ছিল এবং ইহার ভূপতিরা নিতান্ত অসভ্য ছিলেন। আমরা যে মহাত্মার জীবন বৃত্তান্ত লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম, তিনিই ক্ষুদ্র রাজ্যকে বিস্তীর্ণ, অসভ্যদিগকে সভ্য, এবং সাহসহীন প্রজাদিগকে রণ-বিশারদ করিয়াছেন। এই মহাবীরের নাম পিটর, ইনি ১৬৭২ খৃঃ অব্দে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েন।

পিটরের পিতা আলেক্‌সিস্ অত্যন্ত প্রজাহিতৈষী রাজা ছিলেন। তখন রুশিয়ানেরা নিতান্ত অসভ্যাবস্থায় কাল যাপন করিত, শিল্প কর্ম্ম কিছুই জানিত না এবং যদি বিদেশীয় কোন ব্যক্তি তাহাদিগের মনের অজ্ঞতা তিমির দূর করিবার চেষ্টা পাইত, তাহা হইলে তাহার নিকট শিক্ষা লওয়া দূরে থাকুক বরং তাহার প্রতি সকলে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিত। আলেক্‌সিস্ অতিশয় পরিশ্রম ও দৃঢ়তা সহকারে প্রজাদিগের মধ্যে সভ্য জাতিদিগের রীতি নীতি প্রচলিত করিতে চেষ্টা পান। কিন্তু বিশেষরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। যে সকল কঠিন কর্ম্ম আছে, তন্মধ্যে চিরাগত

কুসংস্কার লোকদিগের মন হইতে দূর করাই প্রধান। এই কর্ম্ম হঠাৎ করাতে হয় না, ক্রমশঃ তর্ক দ্বারা তাহাদিগের ভ্রম দর্শাইয়া তবে সত্যতার পথে আনিতে হয়। যাহাহউক, যে কর্ম্ম দ্বারা পিটর চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, তাহার স্থত্রপাত আলেক্সিস্ হইতেই হয়।

রাজা আলেক্সিস্ দুইটী বিবাহ করেন। পিটর দ্বিতীয় রাজ্ঞীর গর্ভজাত। তাঁহার মাতা সামান্য বংশোদ্ভবা ছিলেন, আলেক্সিস্ তাঁহার অনুপম সৌন্দর্য্য দর্শনে বিকলচিত্ত হইয়া তাঁহার পাণি গ্রহণ করেন। এক দিবস স্বীয় মন্ত্রি মাটবিয়ক্ফের বাটীতে গমন করাতে, মন্ত্রি মহিলা আপন একমাত্র পুত্র ও নাটেলিয়া নাম্নী একটী যুবতীর সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে গমন করেন; রাজা ঐ যুবতীর লোকাতীত লাবণ্য মাধুরী দর্শন করিয়া স্তব্ধ হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ অনন্যমনা হইয়া তাঁহার মুখচন্দ্র সতৃষ্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে মন্ত্রী আগমন করিলে কহিলেন, আমি পূর্ব্বে জানিতাম যে তোমার সন্তানের মধ্যে কেবল একটী পুত্র আছে। মাটবিয়ক্ উত্তর করিলেন মহারাজ! যথার্থ আজ্ঞা করিয়াছেন, যে কন্যাটীকে সম্মুখে দেখিতেছেন, এ আমার পরমাত্মীয় কিরিলা নারিস্কিনের দুহিতা, আমার গৃহিণী উহাকে বিদ্যাশিক্ষা করাইবার নিমিত্তে এই বাটীতে আনয়ন করিয়াছে, আমি ভরসা করি যে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে উহাকে স্থপাত্রে প্রদান করিব। মন্ত্রিপত্নী ও অন্যান্য সকলে গৃহ হইতে অপসারিত হইলে আলেক্সিস্ কহিলেন কন্যার উপযুক্ত পতি অন্বেষণ না কর কেন? মাটবিয়ক্ প্রত্যুত্তর করিলেন, মহারাজ! কন্যা গুণবতী ও রূপবতী

বটে, কিন্তু তাহার ধন নাই, সুতরাং কিরূপ ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তির সহিত বিবাহ দিই। রাজা সে দিবস বিদায় লইয়া বাটীতে প্রস্থান করিলেন।

কিছু দিন পরে আলেকসিস মন্ত্রীকে কহিলেন, আমি সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। মাটবিয়ফ এই অসম্ভাবিত কথা শ্রবণে কহিলেন, মহারাজ! রাজসভায় থাকা সাতিশয় কঠিন কর্ম্ম, এই স্থলে কেহই নিঃসপত্ন কালযাপন করিতে পারে না। অদ্য যাঁহাকে সর্ব্বোচ্চ পদ প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়, হয় তো, কল্য তাঁহাকে আর কেহ গ্রাহ্যও করে না। বলিতে কি, অধিরাজ আমাকে যৎকিঞ্চিৎ স্নেহ করেন, তাহাতেই এখনি অনেকে আমার শত্রু হইয়া উঠিয়াছেন। এ অবস্থায় যদি প্রস্তাবিত কৃপা প্রদর্শন হয়, তবে আর আমার রাজসভায় থাকা হইবে না। অনন্তর রাজাকে নিতান্ত প্রণয়োন্মুখ দেখাতে মাটবিয়ফ পুনর্ব্বার কহিলেন, মহারাজ যদি একান্তই বিরত না হন, তবে ঈদৃশ উপায় অবলম্বন করিতে হয়, আমাদিগের দেশের প্রথানুসারে তাবৎ ভদ্রবংশীয় অপরিণীতা যুবতীদিগকে রাজবাটীতে আনয়ন করুন, তন্মধ্য হইতে নাটেলিয়াকে মনোনীতা করিয়া লইলে গুপ্ত কথা আর কেহই জানিতে পারিবে না। আলেক্‌সিস্ উক্ত পরামর্শানুসারে কার্য্য করিলেন এবং নাটেলিয়া দারিদ্র্যাবস্থা হইতে এককালে সিংহাসনে অধিরূঢ়া হইলেন।

রাজা আলেক্‌সিস্ ১৬৭৬ খৃঃ অব্দে প্রাণ ত্যাগ করেন। তাঁহার প্রথম স্ত্রীর গর্ভে দুই পুত্র ও চারি কন্যা হয়, দ্বিতীয় স্ত্রী পিটর ও নাটেলিয়া নাম্নী একটী কন্যা প্রসব করেন। আলেক্‌সিসের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠপুত্র থিয়োডোর সিংহাসনে

আরোহণ করিলেন। পূর্ব্বে রুশিয়ার ভূপতিদিগের এই রীতি ছিল যে আপনাপন কন্যাদিগকে ধর্ম্মালয়ে যাবজ্জীবন অনূঢ়াবস্থায় রাখিতেন। কিন্তু রাজকুমারী সোফিয়া, রাজা থিয়োডোরের সাংঘাতিক পীড়া হওয়াতে ধর্ম্মালয় স্বরূপ কারাগার হইতে মুক্তি পাইবার বিলক্ষণ সুযোগ দেখিয়া ভ্রাতাকে দর্শন করিতে গমন করিলেন। তিনি যেমন রূপ-বতী তেমনি বুদ্ধিমতীও ছিলেন। সহোদরের মৃত্যু নিকট দেখিয়া আপন হস্তে রাজ্যকার্য্য লইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৬৮২ খৃঃ অব্দে থিয়োডোরের মৃত্যু হয়। যদ্যপিও সোফিয়া রাজ্যেশ্বরী হইতে অত্যন্ত ইচ্ছুক ছিলেন, তথাপি থিয়োডোরের মৃত্যুর পর জন ও পিটরকে রাজা করিলেন। জন, স্বভাবতঃ চিররোগী থাকাতে পিটরই সমস্ত রাজ্যের যথার্থ অধিকারী হইলেন।

পিটরই ভবিষ্যতে একাধিপত্য করিবেন ইহাতে সোফিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া এককালে নিজে রাজ্যাধিকারিণী হইতে মনস্থ করিলেন। রাজকুমার গালিটজিন ও সেনাপতি কাউবনিস্কি তাঁহার সহায়তা করেন। এই সময়ে স্ট্রেলাই-টিজ নামক এক দল সৈন্য রুশিয়া দেশে ছিল। তাহারা সর্ব্বদা বিদ্রোহাচরণ করিত। কোন রাজা তাহা দিগকে দমন করিতে সমর্থ হয়েন নাই, বরং অনেকে তাহাদিগের প্রতাপে ভীত হইতেন। গালিটজিন ও কাউবিনিস্কি তাহা দিগকে কহিলেন কোন দুশ্চেষ্টক লোক রাজা থিয়োডোরকে বিষপান করাইয়া বধ করিয়াছে। তাহারা ইহা শ্রবণে এক কালে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া মৃত রাজার দুই জন চিকিৎসক ও রাজ পরিবারের অনেক লোককে বধ করিল। নাটেলিয়া

ও পিটরকে নষ্ট করাই সোফিয়ার উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু রাজ্ঞী এই ব্যাপার দর্শনে পুত্র ক্রোড়ে, মস্কাউ নগর সন্নিহিত একটি ধর্ম্মালয়ে পলায়ন করেন। এই স্থানে কতকগুলা দুরাচার ষ্ট্রেলাইটিজ গমন করে। কথিত আছে, তথায় এক জন পিটরকে বধ করিবার জন্যে খড়্গোত্তোলন করে কিন্তু তাহার এক জন সহচর নিবারণ করিয়া কহিল, বন্ধো! মন্দিরে মনুষ্য হত্যা করিও না।

সোফিয়ার বন্ধুরা তাঁহাকে এককালে রাজ্যেশ্বরী হইতে নিষেধ করিল, কেননা পিটর ও জন বর্ত্তমান থাকিতে তাঁহার রাজ্য লওয়া অন্যায় ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে। এই জন্যে রাজকুমারী পুনর্ব্বার উভয় ভ্রাতাকে রাজা করিলেন, এবং যত দিন তাঁহারা কার্য্যক্ষম না হন, তত দিবস নিজে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ তিনিই রাজ্যেশ্বরী হইলেন, কারণ, মুদ্রায় তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত ও তাবৎ বিষয়ে তাঁহার নাম হইতে লাগিল। কিন্তু পরধন গ্রহণ করিয়া কখনই সুখী হওয়া যায় না; দস্যুরা অনেক মনুষ্য বধ করিয়া বিপুল অর্থ সঞ্চয় করে, কিন্তু অংশ উপলক্ষে আপনাপনি কলহ করিয়া প্রায় রাজ কর্ত্তৃক দণ্ডিত হয়। সেনাপতি কাউবিনিস্কি সোফিয়ার পাণিগ্রহণানন্তর যুবক রাজাদিগকে বধ করিয়া নিজে একাধিপত্য করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু রাজকুমারী তাহাতে সম্মতা না হওয়াতে প্রকাশ্যরূপে বিদ্রোহ পতাকা উড্ডীয়মান করিলেন। ইহাতে রাজপরিবারের সকলে পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মালয়ে পলায়ন করিলেন। সোফিয়া সেই স্থান হইতে সন্ধি করিবার ছল করাতে কামান্ধ কাউবিনিস্কি তাঁহার চাতুরীর বাগুরাতে পতিত হইয়া কয়েক

জন মাত্র সহচর লইয়া ধর্ম্মালয়ে যেমন আগমন করিতে ছিলেন ইত্যবসরে রাজকুমার গালিটজিন তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া বধ করিলেন। সৈন্যেরা সেনাপতির মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া সুসজ্জ হইয়া মস্কালিন আক্রমণ করিতে আসিল, কিন্তু যাবৎ ভূম্যধিকারীরা আপনাপন প্রজাগণ লইয়া আক্রমণ করাতে আত্ম সমর্পণ করিল।

পিটর বাল্যকালে অতি অল্পমাত্র বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। রাজা আলেকসিস্ মেঞ্জিস নামা এক ব্যক্তিকে তাঁহার শিক্ষক স্বরূপ নিযুক্ত করেন। মেঞ্জিস্ অতিশয় সাধু ও বিদ্বান মনুষ্য ছিলেন, সুতরাং সোফিয়ার অপ্রিয় হইয়াছিলেন। রাজকুমারী তাঁহাকে পিটরের শত্রুপক্ষীয় করিতে না পারিয়া পদচ্যুত করিলেন। অতঃপর কেহই তাঁহার শিক্ষক হয় নাই। সোফিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাকে দুর্বৃত্ত ও দুশ্চরিত্র মদ্যপায়ী লোক দিগের দ্বারা বেষ্টিত রাখিলেন। কিন্তু মেঘে কতক্ষণ সূর্য্যের কিরণ নিবারণ করিতে পারে? আচ্ছাদিত সূর্য্য, জলধর মধ্য হইতে বহির্গত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা নয়ন অসহ্য তেজোধারণ করে। তিনি দিনং রূপে গুণে শশি কলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন।

গালিটজিন সোফিয়ার অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। ইতিবৃত্তের অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে রাজ্য শাসনোপযুক্ত তাঁহার বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল। বিদ্রোহী সৈন্যেরা পাছে পুনর্ব্বার বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করে এই জন্যে তাহাদিগকে নানাস্থানে প্রেরণ করেন। ক্রীমিয়া প্রায়দ্বীপের তাতর বাদশাহ রুশিয়ানদিগের নিকটে বাৎসরিক কর লওয়াতে তিনি সেই লজ্জাকর কর দিতে মনস্থ করিলেন না। তদ-

নুসারে ১৬৮৭ খৃঃ অব্দে অনেক সৈন্য সংগ্রহ হয়, কিন্তু তাহারা রণ বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ হওয়াতে তাতরেরা অনায়াসে তাহা-দিগকে পরাজিত ও বহিষ্কৃত করিল। পর বৎসর গালিট-জিন পুনর্ব্বার ক্রীমিয়া আক্রমণ করেন, কিন্তু পুনর্ব্বার যবনেরা তাঁহার সকল সৈন্য ক্ষয় করিল। সোফিয়া ইহাতে কুপিত হইয়া রাজকুমারকে পদচ্যুত করিলেন।

গালিটজিনের অনুপস্থিত কালে সোফিয়ার বিপক্ষেরা ইউডোক্সাথ নাম্নী এক যুবতীর সহিত পিটরের বিবাহ দেয়। এক বৎসর পরে রাজ্ঞী গর্ভবতী হওয়াতে সোফিয়া নিজ ক্ষমতার শেষকাল উপস্থিত দেখিয়া সেনাপতি টেকিলা ভিটফের সহিত পরামর্শ করতঃ পিটরকে নষ্ট করিতে চেষ্টা পাইলেন। তন্নিমিত্তে পিটর পুনর্ব্বার এক ধর্ম্মালয়ে পলায়ন করিলেন। কিন্তু এই সময়ে যথেষ্ট কার্য্য বৃদ্ধি হওয়াতে বহু সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া শীঘ্রই বিপক্ষ দিগকে দমন করিলেন। গালিটজিন, হৃতসর্ব্বস্ব ও নির্ব্বাসিত এবং সোফিয়া যাবজ্জীবনের নিমিত্তে এক ধর্ম্মালয়ে রুদ্ধ হইলেন, এই সময়াবধি পিটর নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে ভাবি মাহাত্ম্যের কোন বিশেষ লক্ষণ প্রদর্শন করেন নাই। সুবিখ্যাত ফরাশীস্ পণ্ডিত ভল্টেয়র সাহেব কহেন তাঁহার যেরূপ বিদ্যা ছিল তদনুরূপ বিদ্যা হয় নাই। তাঁহার ভগিনী সোফিয়া, আপন কু অভিলাষ পরিপূর্ণ করিবার জন্যে বিদেশীয় দুশ্চরিত্র লোক দিগের দ্বারা তাঁহাকে সর্ব্বদা বেষ্টিত রাখিতেন, সুতরাং তিনি যে এক-কালে আপন দেশের অনির্ব্বচনীয় শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিবেন তাহা কেহই বিবেচনা করে নাই। যাহাহউক, কথিত আছে

যে তিনি নিরন্তর আলস্যে কালক্ষেপ করিতেন না, সময় পাইলেই সূত্রধর বা কর্ম্মকারের কার্য্য করিতেন।

রাজ্যাধিকারী হইবামাত্রই পিটরের বুদ্ধি স্ফূর্ত্তি, অভূতপূর্ব্ব কীর্ত্তিপ্রচারণ করিল। সমুদয় লোক তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি কৌশল ও কার্য্য দক্ষতা দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। তিনি প্রথমতঃ সৈন্যদিগের ব্যবস্থা উন্নতি ও সুবিচার প্রচলিত করিলেন। প্রজাদিগকে বিদ্বান ও সভ্য করিবার জন্যে জর্ম্মান, হলাণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে বিজ্ঞ লোকদিগকে রাজধানীতে আনয়ন করিলেন। বাণিজ্য বিষয়ে বিশেষ অনুরাগ থাকাতে অর্ণবপোত নির্ম্মাণকারী অনেক ওলন্দাজদিগকে আনাইলেন।

অনেক২ ইতিহাসবেত্তারা কহেন যে পিটর বাল্যকালাবধি জলের নিকটে গমন করিতে অতিশয় ভীত হইতেন। কোন নদী পার হইতে হইলে সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্ম হইত। পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে এক দিবস তাঁহার মাতা তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া শকটারোহণে ভ্রমণ করিতে ছিলেন এমত সময়ে এক বৃহৎ জলপ্রপাতের সন্নিহিত হওয়াতে তাহার গম্ভীর গর্জ্জনে তাঁহার জ্বর ও কম্প হইল। সেই সময়াবধি জলের নিকটে যাইতেন না; কিন্তু পিটর চেষ্টাদ্বারা স্বভাবকে দমন করিতে চেষ্টা করিলেন। যিনি অসভ্য দিগের মনের কুসংস্কার দূর করিয়া তাহাদিগকে সভ্য করিয়াছেন তিনি নিজ স্বভাবের পরিবর্ত্তন সাধন করিবেন ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় কি? জলভয় দূর করিবার জন্যে সর্ব্বদা এক খানি ক্ষুদ্র নৌকারোহণে মস্কাউ নগর সন্নিহিত এক নদী মধ্যে ভ্রমণ করিতেন। ইহা দ্বারা স্বাভাবিক ভয় দূর হইল এমত নহে,

কিন্তু সেই নৌকা সুন্দররূপে চালাইতে শিক্ষা করিলেন। ব্রাণ্ট নামে এক জন ওলন্দাজ রাজা আলেক্সিসের আজ্ঞা-নুসারে ঐ তরি নির্ম্মাণ করেন। একদা উহা দৃষ্টি করিয়া পিটর পারিষদ দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন এই নৌকা অন্যান্য নৌকার ন্যায় কেন নির্ম্মিত হয় নাই। তাঁহারা কহিলেন ইহা বায়ুর বিপরীতে পালভরে গমন করিতে পারে। ইহাতে আশ্চর্য্য কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ ব্রাণ্টকে ডাকিয়া তাহার জীর্ণতা সংস্কার করিতে আজ্ঞা দিলেন। ঐ তরি তিনি এমত সুন্দর রূপে চালাইতে শিক্ষা করিলেন যে কেহই তাঁহার প্রধান রহিল না। পিটর অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া অনেক ওলন্দাজ সূত্রধর দিগকে পাঁচ খানি অর্ণব পোত নির্ম্মাণ করিতে আদেশ দিলেন।

ঐ তরি সকল প্রস্তুত হইলে পিটর ও তাঁহার বন্ধু সেনা-পতি পেট্রিক গরডন তন্মধ্যে আরোহণ করিয়া এক হ্রদ মধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ কুতূহল বৃদ্ধি হওয়াতে সমুদ্র মধ্যে গমন করিতে মনস্থ করিলেন। তদনুসারে এক জন ওলন্দাজের এক খানি বাণিজ্য তরি ক্রয় করিয়া তন্মধ্যে হিমসাগরের আর্চঞ্জেল অখাতে গমন করেন। একদা প্রবল বাত্যা হওয়াতে তিনি ত্রাসযুক্ত নাবিক দিগকে কহিলেন ভাই সকল! কিছু ভয় করিওনা, জার* পিটর কখনই জলমগ্ন হইবেন না। তোমরা কি কখন শ্রবণ করিয়াছ যে কোন রুশিয়ান জার, জললগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন? তিন মাস পরে তিনি পুনর্ব্বার আর্চঞ্জলে গমন করেন। মস্ক

* রুশিয়ান ভূপতিরা জার উপাধিতে বিখ্যাত হয়েন

নামক এক জন ওলন্দাজ বণিকের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। তাহার জাহাজে আরোহণ করিয়া ভূপতি সাগরে জলপথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পিটরের ইচ্ছা ছিল, যে, সকল ভদ্র সন্তানেরা কুলগর্ব্ব ত্যাগ করিয়া জল ও স্থল সৈন্য দলে সামান্য পদাভিষিক্ত হইয়া ক্রমশঃ উচ্চপদ লাভ করেন। এই নিমিত্তে তিনি নিজে সৈন্য মধ্যে প্রথমতঃ এক সামান্য বাদ্যকর হয়েন। এবং এই সময়ে এক জন লেপ্টেনান্ট মাত্র ছিলেন। তিনি একদা মস্ককে কহিলেন আমি অদ্য তরি মধ্যে সমস্ত কার্য্য করিব। সওদাগর বোধ করিলেন যে পিটর বিদ্রূপ করিতেছেন। কিন্তু ভূপতির আগ্রহাতিশয় দর্শনে তাঁহার সন্দেহ দূর হইল। পিটর প্রথমতঃ সম্মার্জনী দ্বারা তরি পরিষ্কার করতঃ তৎপরে নাবিক দিগের ভৃত্যের কার্য্য করিলেন। এই রূপ অনেক কার্য্য করিয়া পরিশেষে মাস্তুলে উঠিয়া পাল্ ফিরাইতে লাগিলেন। তখন, মস্ক অত্যন্ত ভীত হইলেন, কিন্তু নৃপতি নিরাপদে মাস্তুল হইতে নামিলেন। কিছু দিন পরে মস্কের মৃত্যু হওয়াতে পিটর তাঁহার বিধবা স্ত্রীর বাৎসরিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দেন।

পিটরের এই সংস্কার ছিল যে গুণশালী লোকই প্রধান পদের উপযুক্ত পাত্র, কি রাজা, কি প্রজা, সকলেরই ঐ ব্যক্তিকে সম্মান করা কর্ত্তব্য। তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করিলে এই প্রশংসনীয় গুণের ভূরিং প্রমাণ পাওয়া যায়। আর্চঞ্জল অখাতে একদা প্রবল ঝটিকা উপস্থিত হওয়াতে তিনি মাজিকে কহিলেন অতিশয় সাবধানে জাহাজ চালাইও। সে, কুপিত হইয়া কহিল এখন বিরক্ত না করিয়া চলিয়া

যাও, আমি তোমাপেক্ষা একর্ম্ম ভাল জানি। নৌকা সন্নিহিত হইলে ঐ ব্যক্তি করপুটে ক্ষমা প্রার্থনা করাতে পিটর কহিলেন তুমি কোন দোষ কর নাই, বরং আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিতেছি যে, তুমি আমাকে বিপদ্ হইতে রক্ষা এবং যথার্থ ভৎসনা দ্বারা সদুপদেশ দিয়াছ।

পিটর যাবজ্জীবন জলপথে ভ্রমণ করিতে ভাল বাসিতেন। তিনি ইহা কেবল আমোদের নিমিত্তে করিতেন, এমন নহে, নিজ দৃষ্টান্তানুসারে প্রজারাও ইহাতে উৎসাহিত হয় ইহাও তাঁহার ইচ্ছা ছিল। বিশেষতঃ তিনি তুরুষ্ক ও তাতরদিগকে ইউরোপ হইতে বহিষ্কৃত করিতে মনস্থ করেন। যখন স্বীয় বাহুবলে বল্টীক সমুদ্র অবধি সাইবিরিয়া পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়া নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করেন, তখনও সমুদ্রে যাইতে আলস্য করিতেন না। একদা সভাসদ্ ও বিদেশীয় রাজদূত গণের সহিত বল্টীক সমুদ্রে ভ্রমণ করিতে ছিলেন এমত সময়ে এক বিষম কুঝ্ঝটিকা উপস্থিত হইল। সকলেই ভীত হইয়া প্রত্যাগমন করিতে অনুরোধ করিল, কিন্তু তিনি তথাপি অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এক জন দূত কহিলেন মহারাজ! আপনার পায় ধরি, পিটর স্বর্গ বা পিটর হফ নগরে গমন করুন, আমার রাজা আমাকে সমুদ্রে ডুবিয়া মরিতে প্রেরণ করেন নাই। যদ্যপি আমি জলমগ্ন হই—এবং দেখিতেছি যে ইহা আমার ভাগ্যে আছে, তাহা হইলে আমার রাজার নিকটে মহাশয়কে দায়ী হইতে হইবে। পিটর, হাস্য করতঃ কহিলেন মহাশয়! যদ্যপি আপনি জলমগ্ন হন, আমরাও ঐ পথের পথিক হইব। তখন, কে, দায়ী হইতে রহিবে?

স্থল সৈন্য দিগের অবস্থা উন্নতি করিবার জন্যে পিটর যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি বাল্যকালে জয়ঢাক বাজাইতে ও সৈনিক পুরুষের বেশ ধারণ করিয়া ক্রীড়া করিতে অতিশয় ভাল বাসিতেন। ক্রমশঃ যত বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই যুদ্ধ বিষয়ে প্রেম জন্মিল। যখন তিনি বিদ্রোহী ষ্ট্রেলাইটজ দিগের ভয়ে ধর্ম্মালয়ে পলায়ন করেন, তখনও কতকগুলি লোককে একত্র করিয়া রণ শিক্ষা দিতেন।

সোফিয়া ও তাঁহার কুচক্রী পারিষদ দিগকে দমন করিয়া পিটর এক দল রণবিশারদ সৈন্য সংগ্রহ করিতে মনস্থ করেন। নিজে তাহা করা বড় সহজ হইত না, কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ এক জন মহৎলোক তাঁহার সহায়তা করেন। ইহাঁর নাম লিফোর্ট। ইনি জেনিবা নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যকালাবধি যুদ্ধ বিষয়ে আগ্রহ থাকাতে তাঁহার পিতা তাঁহাকে ফ্রান্স দেশীয় এক দল সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করান। ঐ দেশ হইতে লিফোর্ট হলাণ্ডে, তৎপরে রুশিয়া দেশে গমন করেন। রাজা আলেক্‌সিস এক দল সৈন্য হলাণ্ড হইতে আর্কেঞ্জেলে আনয়ন করেন, লিফোর্ট এই দলভুক্ত ছিলেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ নৃপতির কাল হওয়াতে নবাগত সৈন্যেরা কর্ম্মহীন হইল। লিফোর্ট কিছু দিন অতি কষ্টে দিনপাত করিয়া মস্কাউ নগরে গমন করেন। তথায় ডেনমার্ক দেশের রাজদূত অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া আপন আলয়ে রাখেন। একদা পিটর দূতের বাটীতে গমন করিয়া লিফোর্টকে দর্শনে পরম প্রীতিলাভ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ আপন আলয়ে আনিলেন। চিরস্মরণীয় হইবার ইচ্ছা কি মোহিনী শক্তি! মনুষ্য

সৎকর্ম্মেই হউক বা অসৎকর্ম্মেই হউক, ভবিষ্যতে খ্যাতি লাভ করিবার চেষ্টা করে। ইরষ্ট্রেটস নামক এক ব্যক্তি এফিসস নগরের মন্দির দগ্ধ করে। বিচারালয়ে নীত হইলে সকলে জিজ্ঞাসা করিল তুমি কি জন্যে এই কুকর্ম্ম করিয়াছ? সে কহিল আমি চিরস্মরণীয় হইবার জন্যে করিয়াছি। যখন এই রূপ মানব স্বভাবের গতি দেখা যাইতেছে তখন লিফোর্ট যে মহানন্দে পিটরের দাসত্ব স্বীকার করিবেন ইহা বিচিত্র কি? লতা যদ্যপি সুগন্ধ যুক্ত পুষ্প ধারণ করুক না কেন, তথাপি উচ্চ বৃক্ষের শাখাবলম্বন না করিলে নৈসর্গিক শোভার অংশাংশও প্রকাশ পায় না। কিন্তু পিটর উপযুক্ত অবলম্বন এবং লিফোর্টও তদুপযুক্ত লতা ছিলেন। লিফোর্ট যুদ্ধ বিষয়ে অসাধারণ ধীসম্পন্ন ছিলেন না, কিন্তু অনেক দেশ দর্শন করাতে ভিন্নং জাতিদিগের ভিন্নং ব্যবস্থা দর্শনে সুশিক্ষিত জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। ইহাপেক্ষা রাজকার্য্য নির্ব্বাহের জন্যে আর কি গুণ আবশ্যক?।

ষ্ট্রেলাইটিজ সৈন্য দল মধ্যে যে সকল সেনাপতি ছিল সে সম্প্রদায়কে পিটর অকর্ম্মণ্য বলিয়া জানিতেন। এক দিবস তিনি লিফোর্টকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি উপায়ে আমার সৈন্যেরা অন্যান্য ইউরোপীয় সৈন্যদিগের ন্যায় রণবিশারদ হইতে পারে? লিফোর্ট কহিলেন মহারাজ! ষ্ট্রেলাইটিজেরা অতিশয় সাহসী ও বলবান্, তাহাদিগের মধ্যে রণপণ্ডিত সেনাপতি থাকিলেই অন্যান্য সৈন্যদিগের ন্যায় হইবে। কিন্তু প্রথমতঃ লম্বমান বস্ত্র ও দাড়ি ফেলিতে হইবে। ইহা সত্য প্রমাণ করিবার জন্যে লিফোর্ট প্রথমতঃ ৫০ জন ভদ্র সন্তানকে সাধারণ সৈনিক বস্ত্র পরিধান করা-

হইয়া জর্ম্মাণদিগের ন্যায় রণ-শিক্ষা দিতে লাগিলেন। অতি অল্পকালের মধ্যেই তাহারা রণ-বিদ্যা সুচারুরূপে শিক্ষা করিল। পিটর এক দিবস তাহাদিগকে দর্শন করিয়া এমত আনন্দিত হইলেন যে, তৎক্ষণাৎ সেই দল মধ্যে এক জন সামান্য সৈন্যের ন্যায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তানুসারে অনেক ভদ্রবংশীয় যুবকেরা চিরাগত কুসংস্কার ত্যাগ করিয়া সেই সেনাদলে ভুক্ত হইল।

অতি শীঘ্রই ৫০০০ সুশিক্ষিত সৈন্য সংগৃহীত হইল। লিফোর্ট আর দ্বাদশ সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করাতে নৃপতি তাঁহাকে সেই দলের অধ্যক্ষ করিলেন। পাছে নিষ্কর্ম্মা থাকিয়া সৈন্যেরা যুদ্ধ কৌশল বিস্মৃত হয়, এই জন্য পিটর তাহাদিগকে মধ্যে২ কাল্পনিক যুদ্ধে বা দুর্গাক্রমণে নিযুক্ত করিতেন। এই সময়ে সৈন্যেরা এমত আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিত যে কখন২ যথার্থই যুদ্ধ হইত, একদা সেনাপতি লিফোর্ট আহত হইয়াছিলেন।

সৈন্যদিগের অবস্থা উন্নতি করিতে ব্যস্ত হইয়া পিটর রণ-তরি প্রস্তুত করিতে তিলার্দ্ধের নিমিত্তেও অমনোযোগী হয়েন নাই। লিখিত হইয়াছে যে তিনি ওলন্দাজ সূত্রধরদিগকে কয়েক খান যুদ্ধতরি প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা দেন। ভূপতি জানিতেন যে বাণিজ্য দ্বারাই মনুষ্যেরা যথার্থ ধনী ও বলশালী হইতে পারে। কিন্তু তখন আর্চ এঞ্জল ব্যতিরিক্ত আর কোন বাণিজ্যস্থান তাঁহার অধিকারে ছিল না। হয় বল্টীক সমুদ্র, না হয় কৃষ্ণ সমুদ্রে তটস্থিত কোন নগর লওয়া তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। বল্টীক সমুদ্রের উত্তর পার্শ্বস্থিত তাবৎ স্থান সুইডন দেশের রাজার অধিকার ছিল, রাজ্যের

এমত অবস্থায় বলবান সুইডনদিগের সহিত যুদ্ধ করা সর্ব্ব মতে অপরামর্শ, সুতরাং পিটর কৃষ্ণ সমুদ্রস্থিত আজফ নগর লইতে মনস্থ করিলেন।

এই নগর লইবার জন্যে কয়েক যুদ্ধতরি নদী মধ্যে প্রস্তুত হয়, এবং লিফোর্ট সে সমুদায়ের অধ্যক্ষ হয়েন। রুশিয়া দেশের সকল লোক লিফোর্টের ন্যায়পরায়ণতা ও পরিশ্রম দর্শনে অতিশয় আহ্লাদিত হইল। তিনি যে বিদেশীয়, তাহা সকলে বিস্মৃত হইয়া স্বদেশস্থ দেশহিতৈষির ন্যায় সম্মান করিতে লাগিল। কিন্তু সকল দেশে এক দল লোক আছে যাহারা চিরপ্রচলিত নিয়মের বহির্ভূত কিছু দেখিলেই বিরক্ত হয়, এবং যাহারা তাহা প্রচলিত করিতে চেষ্টা করে তাহাদিগকে অধার্ম্মিক ও প্রাচীন-নিয়ম-বিপ্লাবন-কারী জ্ঞান করে। রুশিয়া দেশের যাজকেরা পিটর ও তাঁহার প্রিয় সহকারির প্রতি অতিশয় বিরক্ত হইল। পিটর যে সকল কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা নির্ব্বাহোপযুক্ত তাঁহার অর্থ ছিল না। তন্নিমিত্তে লিফোর্ট কহিলেন সৈন্যদিগের বেতন ও যুদ্ধতরি প্রস্তুত করা বর্ত্তমান রাজস্ব হইতে নির্ব্বাহ হইবেক না। ভূপতি ইহা শ্রবণে বিষণ্ণ হওয়াতে তিনি কহিলেন আমি এক উপায় বলিতে পারি যদ্দ্বারা মহাশয় অভিলষিত কর্ম্ম সকল সম্পূর্ণ করিতে পারিবেন। বাণিজ্য দ্রব্যের উপর যে সকল শুল্ক গ্রহণ করেন তাহার কিঞ্চিৎ ন্যূনতা করুন। আপনার কর্ম্মচারীরা উৎকোচ গ্রহণ করে, সুতরাং রাজস্বের পক্ষে অনেক হানি হইয়াছে। পূর্ব্বে শতকরা দশ টাকা শুল্ক নির্দ্ধারিত ছিল, পিটর এই সময়ে পাঁচ টাকা করিয়া লইতে লাগিলেন। অনন্তর

ঘোষণা করিলেন যে ব্যক্তি উৎকোচ গ্রহণ করিবে, তাহার প্রতি গুরুতর দণ্ডবিধান হইবে। এই কৌশল দ্বারা অতি শীঘ্র পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ রাজস্ব হইল।

লিফোর্ট এইরূপে প্রাণপণে রুশিয়া দেশের মঙ্গল চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পিটর স্বভাবতঃ ক্রোধ পরবশ হওয়াতে অতি অল্প দোষে কখনং গুরুতর দণ্ডবিধান করিতেন। যখন, ভূপাল একপ কোন আজ্ঞা দিতেন, তখন দয়ালু লিফোর্ট কহিতেন মহারাজের ক্রোধ শান্তি হইলে আজ্ঞা দিলে ভাল হয়। যখন পিটর এই অনুরোধ রক্ষা করিতেন না, তখন তিনি কহিতেন নির্দ্দোষী লোককে শাস্তি না দিয়া আমার প্রাণ দণ্ড করুন। এইরূপে নৃপতিকে সর্ব্বদা সুপথে লইয়া যাওয়াতে লিফোর্ট সর্ব্ব সাধারণ জন গণের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বন্ধুরা ইহাতে আনন্দিত হইল এবং শত্রুরাও দেখিল যে তিনি শত্রুতার পাত্র নহেন। পুরোহিতেরাও তাঁহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা সুনয়নে দর্শন করিতে লাগিল।

এই সময়ে এক জন অসাধারণ ব্যক্তির সহিত পিটরের পরিচয় ও মিলন হয়। আমরা অসাধারণ কহিতেছি—কারণ তিনি ও তাঁহার বংশোদ্ভব অনেকে রুশিয়া দেশে বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া মহৎ২ কার্য্য করিয়াছেন। এই ব্যক্তির নাম মেঞ্চিকফ। তাঁহার পিতা মাতা অত্যন্ত দারিদ্র্যাবস্থায় থাকাতে তিনি মস্কাউ নগরে আগমন করেন এবং এক মিষ্টান্ন বিক্রয়কারীর ভৃত্য হয়েন। তিনি অতি-শয় সুন্দর পুরুষ ছিলেন। মিষ্টান্ন বিক্রয় কালে স্বরচিত গীত গাওয়াতে সকলে তাঁহার দ্রব্য ক্রয় করিত। সেনাপতি

লিফোর্ট এক দিবস যুবক মিন্টান্ন বিক্রয় কারীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, তুমি মিষ্টান্ন ও তৎপাত্র বিক্রয় করিতে স্বীকৃত আছ কি না ? মেঞ্চিকফ লাগা কবতঃ কহিলেন আমি প্রভুর অনুমতি ব্যতিরিক্ত পাত্রটী বিক্রয় করিতে পারি না। কথোপকথনোপলক্ষে সেনাপতি জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার মনঃক্ষেত্রে মাহাত্ম্যের বীজ রোপিত আছে, কেবল উপযুক্ত কৃষক হইলে সেই বীজ অঙ্কুরিত করিয়া সময়ে এমন এক বৃহৎ বৃক্ষ করিতে পারে, যাহার ছায়ায় দরিদ্র ক্লান্ত পৃথ্বী ভ্রমণকারী, গতক্লম হইতে পারে। অতএব মেঞ্চিকফকে আপন বাটীতে রাখিলেন। এক দিবস পিটর তাঁহাকে দর্শন করিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ আপন ভৃত্য স্বরূপ নিজালয়ে লইয়া গেলেন। চতুর ব্যক্তির আপন চতুরতা দেখাইবার জন্য কেবল সময় ও স্থান আবশ্যক করে. লতা, বৃক্ষ পাইলেই বিনা সাহয্যে তদুপরি আরোহণ করিয়া বৃদ্ধি ও কাল ক্রমে পুষ্প পরিপূর্ণ হয়। রাজার সভায় গুণবান লোক থাকিলেই তাঁহার গৌরবের বৃদ্ধি হয়। তাঁহারা আলবালের স্বরূপ সকলের রক্ষক ও অবলম্বন স্বরূপ হয়েন। লতাস্থানীয় সকল, তাঁহাদিগকে বেষ্টিত করিয়া মনোহর পুষ্প বিশিষ্ট হইলেই তাঁহাদিগের যশোবৃদ্ধি হয়। এই নিমিত্তে পণ্ডিত ও ব্যবস্থাপকেরা কহিয়াছেন যে, গুণবান লোকদিগকে উৎসাহ প্রদান করা রাজাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, সুতরাং অতিশয় প্রসংশার বিষয়। যে রাজারা গুণবান লোকদিগকে চিনিতে পারেন, যাঁহারা মনো ভাব ভালরূপে জানেন, তাঁহারাই যথার্থ লক্ষ২ জ্ঞানবান জীবদিগের প্রভু হইবার উপযুক্ত। তাঁহাদিগেরই রাজত্ব করা সার্থক, কারণ

তাঁহারাই লোকদিগের পূজ্য হয়েন। তাঁহাদেরি বিষয়, ইতিহাসবেত্তারা আনন্দিত মনে লিখিত এবং তাঁহাদিগেরি অবিনশ্বর গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। পিটর ঐ মত ভূপতি ছিলেন, তন্নিমিত্তে যথার্থই মহাত্মা নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। মেঙ্কিকফ, নিজ গুণ দ্বারা ক্রমশঃ উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। পরিশেষে ভূপতির বিশেষ উপকার করাতে রাজকুমার উপাধি প্রাপ্ত হইলেন।

পিটর, বিবাহ করিয়া সুখী হইতে পারেন নাই। রাজারা প্রায় স্বেচ্ছা পূর্ব্বক স্ত্রী মনোনীত করিতে পারেন না, সুতরাং যথার্থ প্রেম সুখাস্বাদনও করিতে পারেন না। বোধ হয়, পরমেশ্বর এই সুখ, দরিদ্র ব্যক্তিদিগের নিমিত্তে রাখিয়াছেন। হঠাৎ রাজার ও মহৎলোকের ঐশ্বর্য্য দর্শনে দরিদ্র জ্ঞান করে যে পরমেশ্বর তাহাকে দুঃখভোগ করিতেই সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু ক্রমশঃ ঐশ্বর্য্যশালী লোকের মনোগত ভাব দেখিলে, সে বিবেচনা করে যে তাহার নির্জ্জন বাসস্থান রাজবাটী অপেক্ষা শত গুণে সুখ স্থান। স্ত্রী ও কলত্র বর্গের সহিত সুখে বাস করা অপেক্ষা আর কিছুই অধিক সৌভাগ্যের বিষয় নাই। দরিদ্র বোঝাবাহক বাহিরে নানা প্রকার কষ্ট, অপমান ও ভর্ৎসনা সহ্য করে, কিন্তু গৃহে আসিলে তাহার সকল দুঃখ দূর হয়। সেই স্থানে সে দেখে যে বৃহৎ রাজ্যাধিকারী অপেক্ষা সে অধিক সুখী। রাজ সভাসদেরা স্বার্থপর হইয়া রাজার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করে; যথার্থ প্রেম প্রায় কেহই করে না। রাজভাণ্ডার হইতে অর্থ লইতে পারিলে প্রায় কেহই সে সুযোগ ত্যাগ করে না। কিন্তু মাতা, স্ত্রী, বা কন্যা কখনই অপব্যয় করে না। তাহারা যথার্থ

ভাল বাসে, তাহাদিগের অকৃত্রিম প্রেম ও নির্ম্মল শ্রদ্ধা। বাহিরে সহস্র অপমান সহ্য করিয়া দরিদ্র, বাটীতে আসিয়া দেখে যে এক ব্যক্তি তাহাকে আপন প্রভুর ন্যায় জ্ঞান করে, তাহার সুখেই সুখ, তাহার দুঃখেই দুঃখ, সহস্র কষ্টের পর স্ত্রীর হাস্য মুখ সন্দর্শনে কি সুখোদয় হয়। পরমেশ্বর কি কৌশলই করিয়াছেন। তিনি কাহাকেও সর্ব্ব বিষয়ে বঞ্চিত করেন নাই। যাহাকে বাহ্যিক সুখ দিয়াছেন, তাহাকে মানসিক সুখে বঞ্চিত করিয়াছেন। শারীরিক সুখাপেক্ষা মানসিক সুখ শত গুণে অভিলষণীয় এই সুখ সাধারণ ব্যক্তিদিগেরই নিমিত্তে হইয়াছে। অতএব, হে দরিদ্র! তুমি কি নিমিত্তে পরৈশ্বর্য্য দর্শনে দুঃখিত হও।

স্ত্রী সহবাসে যে নির্ম্মল সুখাস্বাদন করিতে পারা যায়। পিটর তাহা ভোগ করিতে পারেন নাই। সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি অন্য লোকের অনুরোধ পরতন্ত্র হইয়া বিবাহ করেন। কিন্তু বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম হইতে না হইতেই স্ত্রী ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন। কোনং ইতিবেত্তা রাজ্ঞীর সতীত্বের উপর সন্দেহ করিয়া কহেন যে, তাহার ভ্রষ্টাচারে নৃপতি তাঁহাকে ত্যাগ করেন। কেহং বলেন যে, মেঙ্কিকফ পিটরকে নীচ বংশীয়া কুলটা স্ত্রীলোকদিগের নিকটে লইয়া যাইতেন ইহাতে রাজ্ঞী রাজকুমারকে ভৎসনা করাতে তিনি ভূপতিকে স্ত্রী ত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু পিটর কাহার অনুরোধে কোন কার্য্য করিতেন না। রাজ্ঞী বড় সুশীলা ছিলেন না, তিনি পিটরের নূতন শাসন-প্রণালীর প্রতি অভক্তি প্রকাশ ও স্বামীকে সর্ব্বদা বিরক্ত করিতেন, এই জন্যে নৃপতি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া

এক ধর্ম্মালয়ে রুদ্ধ করেন। ইউডোক্সিয়ার ভবিষ্যৎ চরিতে প্রতীত হইবে যে, তিনি স্বামীর নিয়ম সকল এককালে উচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা পান। অতএব প্রজাদিগের হিতার্থে যিনি অতি নীচ কর্ম্ম পর্য্যন্ত করিয়াছেন, যিনি অতিশয় কষ্ট স্বীকার করিয়া তাহাদিগকে সভ্য করিয়াছেন, যিনি তাহাদিগের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের নিমিত্তে বিষম শঙ্কটে যাইতেও ভীত হয়েন নাই, তিনি যে ইহার নিমিত্তে সর্ব্বগুণ বর্জ্জিতা অমুক মূল এক স্ত্রীকে ত্যাগ করিবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

কিছু দিন পরে আর এক জন গুণবান ব্যক্তি পিটরের রাজধানীতে উপস্থিত হয়েন। স্কটলণ্ড নিবাসী আলেকজণ্ডার গরডন নামক এক ব্যক্তি মস্কাউনগরে নিবাসোপলক্ষে উপস্থিত হয়েন। তথায় অনেক যুবক রুশিয়ানও গমন করে। তাহারা সুরাপানে মত্ত হইয়া বিদেশীয় লোকদিগকে বিশেষতঃ স্কচদিগকে হেয় বলাতে গরডন কুপিত হইয়া এক জনকে প্রহার করিলেন, ইহাতে আর পাঁচ জন তাঁহাকে মারিতে উঠিল, কিন্তু তিনি এমত বলপূর্ব্বক সকলকে প্রহার করিলেন যে সে সকলেই পলায়ন করিল। পিটর এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে পর দিবস রাজসভায় উপস্থিত হইতে আজ্ঞা দিলেন। গরডন ভাবিলেন আমার চরমকাল উপস্থিত। কিন্তু পিটর তাঁহার সম্মুখ দর্শন করিয়া কহিলেন মহাশয় আপনার অপবাদকারীরা স্বীকার করিতেছে যে, আপনি একেশ্বর ছয় জনকে পরাভূত করিয়াছেন। আমি মহাশয়কে গুণোপযুক্ত পুরস্কার দিতেছি। ইহা বলিয়া নৃপতি তাঁহাকে এক সম্মান বস্ত্র ও মেজরের পদ প্রদান করিলেন।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে আজফ নগর লওয়া পিটরের

এক প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তন্নিমিত্তে সেনাপতি লিফোর্ট ও গরডন প্রায় ১৩০০০ সৈন্যের সহিত উক্ত স্থান জল ও স্থল হইতে আক্রমণ করিলেন। পিটর নিজে এক সামান্য সৈন্যের ন্যায় গমন করেন। আজফ নগরে অনেক তাতর সেনা ছিল, অতএব দৃঢ়তর রূপে আক্রমণ না করিলে উক্ত নগর লইবার সম্ভাবনা ছিল না। কয়েক খান যুদ্ধতরির অধ্যক্ষেরা আপনারা আজফ জয় করে গৌরব লাভ করিবেতে ইচ্ছুক হইয়া অন্য তরি সকলের আগমন প্রতীক্ষা না করিয়া আক্রমণ আরম্ভ করিল, সুতরাং সম্যক্‌প্রকারে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। যাকূব নামে এক জন রুশিয়ান সৈন্য কোন দোষের নিমিত্তে শাস্তি পাওয়াতে এক কামানের মুখ বন্ধ করিয়া তাতরদিগের নিকটে গমন করে। তাহার সাহায্যে তাতরেরা রুশিয়ানদিগের অনেক সৈন্য নষ্ট করিয়া তাহাদিগকে দূরীভূত করিল।

যদ্যপিও প্রথম চেষ্টায় কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, তথাপি পিটর কোন মতে ভগ্নোৎসাহ হয়েন নাই। তিনি পুনর্ব্বার আক্রমণ করিতে মনস্থ করিলেন। পর বৎসর ১৬৯৬ খৃঃ অব্দে আজফ নগর পুনর্ব্বার আক্রান্ত হইল। রুশিয়ানদিগের যুদ্ধতরি ও সৈন্যের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা এমন অধিক ছিল যে, পিটর অনুক্ষণ শিবিরের চতুর্দ্দিগে ও সকল রণতরির মধ্যে ভ্রমণ করেন। কিন্তু অনেক বিলম্ব হওয়াতে নরপতি বিরক্ত হইয়া সকল প্রধান২ যোদ্ধৃপতিদিগকে আহ্বান করিয়া সদুপায় করিতে কহিলেন। সকলেই বিলম্ব করিতে পরামর্শ দিলেন, কারণ, তদ্দ্বারা শত্রুরা খাদ্যাভাবে আত্ম সমর্পণ করিবে। কিন্তু সেনাপতি গরডন এক প্রাচীন

উপায় স্থির করিলেন। তিনি কহিলেন নগরের সম্মুখে ক্রমশঃ মৃত্তিকা স্তূপ করিলে শত্রুরা আত্ম সমর্পণ করিবে, নচেৎ আমরা মৃত্তিকা দ্বারা নগর নষ্ট করিব। এই পরামর্শানুসারে প্রায় ১৮০০০ লোক মৃত্তিকা খনন করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল, শত্রুরা নিরুপায় হইয়া আত্ম সমর্পণ করিল।

এই নগর হস্তগত করিয়া পিটর তাহা প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত করিলেন। আপন যুদ্ধতরির সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্যে রাজ্যের তাবৎ ভূম্যধিকারী ও পুরোহিতদিগকে টাকা দিতে আজ্ঞা দিলেন; তাতরদিগকে দূরীভূত করিয়া পারস্য রাজ্যের সহিত বাণিজ্য করা ভূপতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। উঁহার উত্তরাধিকারীরা তাঁহার মতাবলম্বী হইয়া এক্ষণে সে সম্মুদায় করিয়াছেন;

যুদ্ধ শেষ করিয়া পিটর মহা সমারোহ পূর্ব্বক মস্কাউ নগরে প্রবেশ করিলেন। দুরাচার যাকুব তাঁহার হস্তে পতিত হওয়াতে এই সময়ে তাহার প্রাণ দণ্ড করিতে আজ্ঞা দিলেন। এই দুরাত্মা প্রথমে রোমান কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী ছিল, পরে প্রটেষ্টাণ্ট, তৎপরে গ্রীক ধর্ম্মাবলম্বন করে। অবশেষে যবন হয়।

পিটর সাতিশয় পরিশ্রম সহকারে প্রজাদিগের অবস্থা উন্নতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু তদ্দ্বারা সকলের প্রিয়পাত্র হইতে পারেন নাই। প্রাচীন রীতি নীতি উঠাইয়া দেওয়াতে ও বৈদেশিকদিগকে প্রধান২ পদ প্রদান করাতে অনেকে তাঁহার শত্রু হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ ষ্ট্রেলাইট্জ সৈন্যগণ দেখিল যে তাহাদিগের প্রতাপের শেষ হইবার উদ্যোগ হইয়াছে। কতকগুলা দুরাচার সৈন্যরা তাঁহার

প্রাণ বধ করিবার চেষ্টা করিল। তাহারা রজনীযোগে এক গৃহে অগ্নি প্রদান করিতে মনস্থ করে। তদ্দ্বারা পিটর বাহিরে আসিলে এক জন তাঁহার প্রাণ বধ করিতে মনস্থ করিয়াছিল। যে রাত্রিতে তাহারা এই কুকর্ম্ম করিতে মনস্থ করে, সেই রজনীতে তাহাদিগের দুই জন সহচর ভূপতিকে এই সংবাদ দেয়। তিনি তখন লিফোর্টের বাটীতে ছিলেন, এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ দুশ্চেষ্টাকারী দুরাচার দিগকে ধৃত ও পর দিবস সমুচিত দণ্ড বিধান করিলেন।

পিটর জানিতেন যে পশ্চিম ইউরোপস্থ লোকেরা তাঁহার প্রজাদিগের অপেক্ষা সর্ব্ব প্রকারে শ্রেষ্ঠ। তন্নিমিত্তে তিনি ১৬৯৭ খৃঃঅব্দে ৬০ জন যুবক রুশিয়ানকে বিনিস ও লেঘরণ নগরে জাহাজ নির্ম্মাণ বিদ্যা শিক্ষা করিতে পাঠাইলেন। অনেক লোক যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করিতে জর্ম্মেণী দেশে প্রেরিত হয়। কিন্তু পিটর নিজে ইটালী, জর্ম্মেণী, হলাণ্ড প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করিয়া স্বচক্ষে উক্ত দেশ সমূহের নিয়ম, রীতি এবং নীতি দর্শন করিতে মনস্থ করিলেন। বিশেষতঃ জল ও স্থল যুদ্ধ সুচারুরূপে শিক্ষা করা তাঁহার মুখ্যাভিপ্রায় ছিল। তাঁহার বৈমাত্রেয় জনের মৃত্যু ও সোফিয়া, ধর্ম্মালয়ে রুদ্ধ হওয়াতে তদেকাধিপত্যের প্রতি বিরোধী হয় এমত কেহই ছিল না।

অতএব এই সুযোগে চিরাভিলষিত দেশ ভ্রমণ করিতে মনস্থ করিলেন। যাজকেরা তাঁহার রাজ্য হইতে গমন করা অধর্ম্ম বলিল, কিন্তু তিনি তাহাদিগের বাক্যে কর্ণপাত করা নিষ্প্রয়োজন জ্ঞান করতঃ ১৬৯৭ খৃঃ অব্দে শুভ যাত্রা

করিলেন। আপন অনুপাস্থিত কালে পাছে রাজ্য মধ্যে গোল-যোগ হয় এই জন্যে নৃপতি সেনাপতি গরডনকে বহুসংখ্যক সৈন্যের সহিত রাজধানী রক্ষা করিবার ভার দিলেন।

রাজা প্রস্তুত হইয়া পিটর ইউরোপীয় প্রধান২ রাজাদি-গকে তাহার সংবাদ দেন নাই। তন্নিমিত্তে সেনাপতি লিফোর্ট কোষাধ্যক্ষ বারিস্টর্জীন্ এবং সাইবিরীয়া দেশের শাসনকর্ত্তা কাউন্টগলভ্ডইন দূত স্বরূপ সকল রাজা দিগের নিকটে গমন করিলেন। পিটর এক জন সামান্য ভদ্রলোকের ন্যায় তাঁহা-দিগের সঙ্গে চলিলেন। দূতের ১৬৯৭ খঃ অব্দে আপ্রিল মাসে যাত্রা করিলেন। পথি মধ্যে পিটর রিগানগর দর্শন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন কিন্তু তথাকার সুইডনীয় শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে নগর মধ্যে প্রবেশ করিতে দিলেন না। ভূপতি তাহাতে কিছু মাত্র দুঃখিত না হইয়া কহিলেন, ভাল প্রত্যাগমন কালে শাসনকর্ত্তা জানিতে পারিবেন। পিটর অল্প দিবস পরেই এই অসভ্যতাচরণের যথেষ্ট প্রতিফল দিয়াছিলেন। কনিগস্তুর্গনগরে প্রুশিয়া দেশের রাজা পিট-রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যথোচিত সমাদর ও সম্মান প্রদর্শন করেন।

পিটর স্বভাবতঃ অতিশয় মদ্যপায়ী ছিলেন। পথি মধ্যে একদা যখন সুরাপানে উন্মত্ত ছিলেন, তখন লিফোর্টের কোন কথায় অত্যন্ত কুপিত হইয়া খড়্গ উত্তোলন করতঃ কহিলেন এখন আপনাকে রক্ষা কর। সেনাপতি অচঞ্চল চিত্তে কহিলেন আমি তাহা করিতে চাহি না, বরং আমার প্রভুর হস্তে প্রাণত্যাগ করিতে স্বীকৃত আছি। ইতি মধ্যে এক জন ভৃত্য রাজার হস্ত হইতে খড়্গখান কাড়িয়া লইল।

ভল্‌টেয়র সাহেব কহেন ক্লাইটসকে বধ করিয়া আলেক্‌জণ্ডার যেমত দুঃখিত হইয়া ছিলেন, সেইরূপ পিটর এই ক্ষণস্থায়ী ক্রোধাবেশে শোকান্বিত হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ আক্ষেপোক্তি করিয়া সেই ব্যক্তির নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন; পিটর সর্ব্বদাই কহিতেন এ বড় লজ্জার বিষয়! আমি প্রজাদিগকে সভ্য করিয়া নিজে সভ্য হইতে পারিলাম না।

ভূপতি আমষ্টারডম নগর দর্শন করিতে এমত ব্যগ্র হইয়াছিলেন যে এমারিক নগরে এক ক্ষুদ্র নৌকারোহণ করিয়া দূত দিগের আগমনের ১৫ দিবস পূর্ব্বে উক্ত রাজধানীতে পঁহুছিলেন। সামান্য নাবিকের বেশে যখন আমষ্টারডমে আইসেন তখন কিপ্ট নামক এক ধীবর তাঁহাকে চিনিতে পারিল; এই ব্যক্তি পূর্ব্বে রুশিয়া দেশে কর্ম্মকারের ব্যবসা করিত, যখন সে রুশিয়ার ভূপতিকে এক ক্ষুদ্র নৌকায় নাবিকের বেশে দেখিল। তখন তাহার মনে কত আশ্চর্য্য উৎপত্তি হইয়াছিল তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন। পিটর ধীবরকে আহ্বান করিয়া কহিলেন আমি তোমার আলয়ে বাস করিতেই ইচ্ছা করি। সে অতিশয় দরিদ্র ছিল, সুতরাং ভূপতি অন্যত্র গমন করেন এমত ইচ্ছা প্রকাশ করিল। কিন্তু তিনি বারম্বার অনুরোধ করাতে কিপ্ট অগত্যাসম্মত হইয়া তাহার প্রতিবাসিনী এক বৃদ্ধার ভবনে তাঁহার বাসা করিয়া দিল। এই স্থানে নৃপতি পিটর মাইকেলফ নাম ধারণ করিলেন, তিনি কে, যদি কেহ এমত প্রশ্ন করিত তাহা হইলে কহিতেন আমি এক জন সূত্রধর, আপন কর্ম্মোপলক্ষে এই স্থানে আগমন করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার সহচর গণের বস্ত্র ও ব্যবহার দর্শন করিয়া কেহই এই কথা বিশ্বাস করিত না।

হলাণ্ডে আসিয়া রুশিয়ান রাজ আর্চঞ্জল ও অন্যান্য যুদ্ধ স্থানে হত ওলন্দাজ নাবিক দিগের পরিবার সকলকে দর্শন করেন। তিনি আত্ম পরিচয় দেন নাই, কিন্তু কহিয়াছিলেন আমি তোমাদিগের বন্ধুর সহচর ছিলাম। তাঁহার প্রিয় বন্ধু মস্কের বিধবা স্ত্রীকে দর্শন করাতে উক্ত নারী তাঁহাকে অন্য লোক জ্ঞানে কহিলেন আমি রাজা পিটরের নিকটে কত বাধ্য আছি তাহা কহিতে পারি না; যদি কখন তাঁহার দর্শন পাই তাহা হইলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব। পিটর উত্তর করিলেন আমি তোমার বিষয় রাজাকে অবশ্যই বলিব।

কিছু দিন পরে পিটর সূত্রধরের অস্ত্র ক্রয়.ও বস্ত্র পরিধান করিয়া জাণ্ডাস নগরে অর্ণবপোত নির্ম্মাণ বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। মেঞ্চিকফ ও গালিটজিন কিয়ৎকাল এই ব্যবসা করেন; কিন্তু অতি শীঘ্র হস্ত ক্ষত হওয়াতে ও পিটরের ন্যায় উৎসাহ না থাকাতে তাহা ত্যাগ করিলেন। তাদৃশ উৎসাহ থাকিবার সম্ভাবনা কি? রাজ সহচর ও কর্ম্মচারীরা যদি রাজার ন্যায় প্রজাদিগের হিত চিন্তা করিতেন তাহা হইলে সাধারণ জনগণের সর্ব্বদা কি নিমিত্তে কষ্ট হইবে?।

পিটর হলাণ্ড যাত্রা করিলে রুশিয়াবাসী এক জন ওলন্দাজ তাহার এক বন্ধুর নিকটে তাঁহার ছদ্মবেশে গমন বিবরণ লিখে, এবং এক প্রতিমূর্ত্তি পাঠাইয়া দেয়। তিনি কত দিন আর অপরিচিত থাকিবেন। প্রত্যহ অনেক লোক তাঁহাকে দেখিবার জন্যে কুটিরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইত। তিনি তাহাতে অতিশয় বিরক্ত হইয়া প্রায় গৃহ মধ্যেই থাকিতেন।

হলাণ্ডে পিটরের যথার্থ স্বভাব প্রকাশ পাইল। তিনি

আপন মন্ত্রী দিগের সহিত অত্যল্পাক্ষণ মাত্র কথোপকথন করিতেন, অধিকাংশ সময় সূত্রধর ও অপর ব্যবসায়ী লোক দিগের সহিত ব্যস্ত হইত। তিনি নিজে এক খানি ক্ষুদ্র তরি প্রস্তুত করিয়া মৃত মস্কের ভ্রাতা গেরিটকে তাহার অধ্যক্ষ করিলেন। মস্কের পরিবার বর্গের প্রতি নৃপতির বিশেষ স্নেহ ও অনুরাগ ছিল, প্রায় কেহই তাঁহাকে দর্শন বা তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে পারিত না, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে যখন ইচ্ছা তখন তাঁহার নিকটে আসিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। পিটর প্রায় নানা জাহাজেই থাকিতেন এবং তাহাদিগের আকার ও নির্ম্মাণ কৌশল দর্শন করিতেন। মধ্যে২ নিজে কর্ণধার হইয়া এমত সুন্দর রূপে জাহাজ চালাইতেন যে লোক মাত্রেই আশ্চার্য্য হইত।

নৃপতি বাল্যকালাবধি কম্পরোগাক্রান্ত ছিলেন। অতিশয় বিরক্তি বা ক্রোধোদয় হইলে এই রোগ উপস্থিত হইত। এক দিবস তাঁহার বাটীর সম্মুখে এত লোক দণ্ডায়মান হইয়াছিল যে, তিনি অতিশয় কুপিত হইলেন, সুতরাং রোগও উপস্থিত হইল। তাঁহার প্রসারিত হস্ত, পদ ও বিকটাকার দর্শনে নিকটস্থ তাবৎ লোকে ভীত হইল। ইতি মধ্যে তাঁহার সহচরেরা একটী সুন্দরী স্ত্রীলোককে তাঁহার সম্মুখে আনয়ন করাতে পূর্ব্বমত সুস্থ হইলেন। যখন তাঁহার এই রোগ উপস্থিত হইত তখন তাঁহার ভৃত্যেরা হয় রাজ্ঞী কাথেরাইন নচেৎ অন্য কোন সুন্দরী যুবতীকে তাঁহার নিকটে আনয়ন করিত। স্ত্রীলোকের মনোহর মূর্ত্তি ও চিত্তরঞ্জন হাস্য মাধুরী দৃষ্টি করিবামাত্র সুস্থির হইতেন। তাঁহার চরিতাখ্যায়কেরা কহেন যে, কোন কুৎসিত বস্তু দর্শন করিলে

এই রোগ উপস্থিত হইত, কিন্তু কোন মনোরম্য দ্রব্য দেখিলেই পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইতেন। পিটর স্বাভাবিক ক্রোধ পরতন্ত্র ছিলেন, কিন্তু অভ্যাস দ্বারা এই প্রবল রিপুকে দমন করিয়া ছিলেন। নিকৃষ্ট দিগের প্রধানের আজ্ঞা পালন করা উচিত ইহা দেখাইবার জন্যে যখন সূত্রধরের ব্যবসা করিতেন তখন প্রধান কর্ম্মকার যাহা করিতে আজ্ঞা দিলেন তাহাই তিনি করিতেন। এই সময়ে তিনি অনেক কষ্ট ইচ্ছা পূর্ব্বক স্বীকার করিয়া ছিলেন। প্রত্যুষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া স্বহস্তে ভোজন দ্রব্য প্রস্তুত করিতেন। কার্য্যের সময় কেহ কোন কথা বলিতে আসিলে আপন কাষ্ঠভেদী অস্ত্র হস্তে লইয়া যাইতেন, অতিশীঘ্র কথোপকথন সম্পন্ন করিয়া পুনর্ব্বার নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত হইতেন।

মহাবীর মারলবরা পিটরকে দেখিবার জন্যে জাণ্ডাম নগরে গমন করেন। রাজা বলিয়া যে তাঁহাকে সম্বোধন করে, পিটরের এই সময়ে সেই ইচ্ছা না থাকাতে মারলবরা তাঁহার সহিত কোন কথোপকথন করেন না। প্রধান সূত্রধর ইংরেজ সেনাপতিকে পিটরের আশ্চর্য্য ধীরতা দেখাইবার জন্যে কহিলেন পিটর মাইকেলফ! তুমি কি জন্যে এ স্থানে বসিয়া আছ। দেখ, উক্ত সূত্রধরেরা একটা কাষ্ঠ লইয়া কত কষ্ট পাইতেছে, তুমি যাইয়া উহাদিগের সহায়তা কর। নৃপতি কোন কথা না বলিয়া তৎক্ষণাৎ কাষ্ঠে স্কন্ধ দিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া আসিলেন। কোন্ রাজা এমত কর্ম্ম করিয়াছেন? ইতিবৃত্তে দেখা যায় বটে যে, অনেকানেক ভূপতিরা প্রজাদিগের সৌকর্য্যার্থে বহু কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, কিন্তু এমত আর কেহই করেন নাই। পিটর প্রায় সকল

কর্ম্মই করিতেন। দড়ি পাকান ও পাল্ প্রস্তুত করা তাঁহার সার্ব্বক্ষণিক কার্য্য ছিল। তিনি কর্ম্মকারের কার্য্যও করিতে পারিতেন। ইস্টীয়া নগরবাসী মলার নামক এক জন কর্ম্ম-কারের দোকানে কিয়ৎকাল কার্য্য করিয়া নৃপতি অন্যান্য কর্ম্মকার দিগের ন্যায় কিঞ্চিৎ অর্থ গ্রহণ করিলেন। নিজ-পাদুকা ছিন্ন হওয়াতে কহিলেন ইহাতে আমার এক যোড়া জুতা হইবেক। পাদুকা ক্রয় করিয়া সহচরদিগকে কহিলেন বন্ধুগণ! আমি ইহা মস্তকের ঘর্ম্ম দ্বারা উপার্জ্জন করিয়াছি। পিটর এমত কষ্ট লইতেন, কিন্তু মেঞ্চিকফ গালিটজিন প্রভৃতি সহচরেরা মহানন্দে সুরম্য অট্টালিকায় বাস করিয়া সুখাদ্য ভক্ষণ ও রাজধানীর পরম সুন্দরী দিগের সহিত মধুরালাপ করিয়া কালক্ষেপ করিতেন। রাজসহচর দিগের রীতিই এই; দুষ্মন্ত, মৃগয়া করিয়া বনে২ ফিরিতেন। কিন্তু মাধব্য, বিনা আয়াসে শিবিরে বসিয়া কালযাপন করিতেন।

যে দিবস লিফোর্ট ও অন্যান্য দূতেরা আমষ্টারডমে প্রবেশ করেন, পিটর এক সামান্য ভদ্রলোকের ন্যায় সর্ব্ব পশ্চাৎ শকটারোহণে গমন করেন! সুতরাং কেহই তাঁহাকে জানিতে পারেন নাই। সমারোহ শেষ হইলে পুনর্ব্বার জাণ্ডামনগরে গমন করিলেন। এই সময়ে ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় উইলিয়ম, ইউট্রেক্ট নগরে ছিলেন, সেই জন্যে পিটর এক দিবস তাঁহার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করেন।

অর্ণবপোত নির্ম্মাণ বিদ্যাশিক্ষা করিয়া পিটর হলাণ্ড দেশের সকল আশ্চর্য্য২ বস্তু দর্শন করিতে লাগিলেন। টেক-সেল নগরে গ্রীণলাণ্ড সমুদ্রের ধীবরদিগের জাহাজ দর্শন করিয়া হোয়েল মৎস্য ধরিবার কৌশল অবগত হইলেন। তিনি

কিছুতেই বিরক্ত হইতেন না, অতি সামান্য বিষয়োপলক্ষে নানা প্রশ্ন করিতেন। বস্তুতঃ মহৎলোকে, সামান্য বস্তুকে কখন সামান্য লোকদিগের ন্যায় সামান্য জ্ঞান করেন না। ইদানীন্তন কালে যে সকল শাস্ত্র সম্বন্ধীয় আবিষ্ক্রিয়া মনুষ্য-দিগের সুখ ও সৌভাগ্যের প্রধান সোপান হইয়াছে, সে সমুদায় সামান্য বস্তু হইতে উৎপত্তি। বাষ্পীয় যন্ত্র কি সামান্য বস্তু হইতেও লোক দ্বারা প্রকাশ হয়? তাহা সকলেই অবগত আছেন। গালিলীয় পিসানগরে একটা ঝাড় ঝুলিতে দেখিয়া পেণ্ডুলমের গুণ প্রকাশ করিয়াছেন। কোন নূতন বস্তু দেখিবামাত্রেই পিটর জিজ্ঞাসা করিতেন, উহা কি? এবং তাহা কি জানিতে পারিলে কহিতেন আমি উহা দেখিতে চাহি। এইরূপে সকল বস্তুর গুণানুসন্ধান করিতেন। তাঁহার কুতুহল এমত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে কখন২ তাঁহার জীবন সংশয় হইত। তিনি চিকিৎসালয়ে সর্ব্বদা গমন করিতেন, এবং অতি অল্প দিবসের মধ্যে দন্তউৎপাটন ও মৃত দেহ খণ্ড করিতে সুন্দররূপে শিক্ষা করেন। একদা এক জন ওলন্দাজ বণিকের জলোদরী হওয়াতে তিনি তাহার উদর বিদীর্ণ করেন; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ সে প্রাণত্যাগ করিল। নৃপতি শোকার্ত্ত বণিককে শান্ত্বনা করিবার জন্যে নিজে তাহার মৃত রমণীর কবর দেওন কালীন উপস্থিত ছিলেন।

পিটর চিকিৎসকের অস্ত্র লইয়া যথায় তথায় ভ্রমণ করিতেন। এক দিবস এক জন ভৃত্যকে বিমর্ষ দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল প্রভো! আমার স্ত্রীর দন্ত শূল হইয়াছে; কিন্তু সে, দন্ত উৎপাটন করিতে দেয় না। ভুপতি কহিলেন আমি তাহার দন্তোৎপাটন করিব। ইহা বলিয়া

তাহার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু ভৃত্যের স্ত্রী কহিল যে তাহার কোন পীড়া হয় নাই। ভৃত্য কহিল মহারাজ! চিকিৎসক সম্মুখে আসিলে ও এমত করে। তন্নিমিত্তে পিটর বলপূর্ব্বক একটা দন্ত ভাঙ্গিয়া দিলেন। কিছু দিন পরে প্রকাশ হইল যে ঐ ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর সতীত্বের প্রতি সন্দিহান হইয়া তাহাকে দুঃখ দিবার জন্যে এই অভিসন্ধি করিয়াছিল। পিটর অতিশয় কুপিত হইয়া তাহাকে স্বহস্তে প্রহার করিলেন।

হলাণ্ড দেশের শাসন কর্ত্তারা উইটেসেন নামক এক ব্যক্তিকে এক খানি অর্ণবপোত নির্ম্মাণ করিতে আজ্ঞা দেন। তাহা নির্ম্মিত হইলে পিটরকে প্রদান করিলেন। ভূপতি তরির নাম আমষ্টারডম রাখিলেন, এবং মস্কের পুত্রকে তাহার অধ্যক্ষ করিলেন।

রাজা ইডানের রাজত্ব কালে ইহুদিরা রুশিয়া হইতে বহিষ্কৃত হয়। তাহারা উক্ত রাজ্যে প্রত্যাগমন করিবার আশয়ে পিটরের নিকটে অনুমতি প্রার্থনা করিল; এবং এই উপকারের নিমিত্তে ৪০,০০০ মুদ্রা প্রদান করিতে চাহিল। পিটর তাহাদিগের প্রতিনিধিকে কহিলেন বন্ধো! তুমি ইহুদি দিগের চরিত্র ভাল রূপে জান, এবং রুশিয়ানেরা তাহা দিগকে কিরূপ জ্ঞান করে তাহাও অবগত আছ। আমার প্রজারা তাহাদিগকে এমত মন্দ বলিয়া জানে যে এক্ষণে তাহাদিগের রুশিয়ায় বাস করা কঠিন। অতএব তুমি তাহাদিগকে কহিও যে তাহারা আমাকে যে অর্থ দিতে চাহিয়া ছিল তাহাতে আমি তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা যে তাহারা পুনর্ব্বার আমার রাজ্যে গমন করে।

যদ্যপিও তাহারা পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ধূর্ত্ত বলিয়া পরি-গণিত হইয়াছে, তথাপি আমি ভয় করি যে রুশিয়ানেরা শীঘ্রই তাহাদিগের অপেক্ষা অধিক ধূর্ত্ত হইবে।

পিটর হলাণ্ড দেশের সমস্ত বিদ্যালয় ও শিল্পাগার দর্শন করিয়া যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু ওলন্দাজ বিচার-পতি দিগের বিচার দর্শনে আহ্লাদিত হয়েন নাই। একদা তাঁহার দুই জন ভৃত্য কোন দুষ্কর্ম্ম করাতে তিনি তাহাদিগকে লৌহ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কারাগারে প্রেরণ করেন। কিছু দিবস পরে তাহাদিগের শিরশ্ছেদন করিতে আদেশ দেন, কিন্তু হলাণ্ডের শাসন কর্ত্তারা এই কর্ম্ম হলাণ্ড প্রচলিত নিয়মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বলাতে তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া এক জনকে বাটেভিয়া ও অন্যকে সুরিনাম নগর দর্শন করিতে প্রেরণ করিলেন।

পিটর নিজে সুরাপান ও অন্যান্য গর্হিত কর্ম্ম করিতেন বটে কিন্তু অন্য কাহাকে কোন অন্যায়াচরণ করিতে দিতেন না। এক জন যাজক এক দিবস মদ্যপানে উন্মত্ত হওয়াতে তাহাকে দড়ি পাকাইবার চক্র ঘুরাইতে আজ্ঞা দিলেন। যাজক বিনয় বচনে কহিল মহারাজ! সূত্রধরের কার্য্য করিয়া আমার হস্ত ক্ষত হইয়াছে, অতএব ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হয়। কিন্তু তিনি তাহার বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া কেবল এইমাত্র কহিলেন শীঘ্র২ কার্য্য কর। নৃপতি তাঁহার অতুঙ্গকে অতিশয় ভাল বাসিতেন যে স্থানে গমন করিতেন সেই স্থানে তাহাকেও লইয়া যাইতেন। শকটের মধ্যে স্থান না হইলে তাহাকে উরুর উপরে বসাইতেন। অদ্যাপিও রুশিয়া দেশের ভূপতি ও প্রধান২ লোকেরা এক২ জন বামন রাখেন।

পিটর যখন হলাণ্ড দেশে অবস্থিতি করিতে ছিলেন তখন সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন যে, রুশিয়ান সেনাপতি রাজকুমার ডল্‌গরুকি তাতর ও তুরুক দিগকে আজফ নগরের নিকটে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়াছেন। জর্ম্মেনী, সুইডন, ডেন-মার্ক ও অন্যান্য দেশের রাজদূতেরা তাঁহার নিকটে আনন্দ প্রকাশ করিলেন, কেবল ফরাশীস দূত আহ্লাদ প্রকাশ করেন নাই। এই নিমিত্তে পিটর ফ্রান্স দেশে যাইতে মনস্থ করিলেন না। সম্রাট এই আনন্দোপলক্ষে আমস্টারডম্ নগরের তাবৎ প্রধান২ কর্ম্মচারী, বণিক ও তাহাদিগের স্ত্রী এবং কন্যাদিগকে নিমন্ত্রিত করিলেন। সেই দিবস অতিশয় সমারোহ হয়; আহার, পান, নৃত্য এবং গীত ব্যতিরিক্ত আর কিছুই দেখা যায় নাই।

এই রূপে পরমানন্দে প্রায় নয় মাস অবস্থিতি করিয়া পিটর হলাণ্ড দেশ হইতে ইংলণ্ড দর্শন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তন্নিমিত্তে আমস্টারডম নগরের সকল লোকের, বিশেষতঃ সূত্রধর দিগের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া ১৬৯৮ খৃঃ অব্দে ২১সে জানুয়ারি লণ্ডন নগরে উপ-স্থিত হইলেন।

হলাণ্ডে পিটর নিজ পদ ব্যক্ত করেন নাই, কিন্তু ইংলণ্ডে তাহা করিলেন। রাজা তৃতীয় উইলিয়ম তাঁহার নিমিত্তে এক সুরম্য অট্টালিকা নিযোজিত, ও লার্ড ক্যার্‌মার্থেনকে তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে আজ্ঞা করিলেন। সম্রাট ক্যার্‌মার্থেনকে অতিশয় ভাল বাসিতেন, প্রত্যহ একত্র ভোজন ও পান করিতেন। ২২সে জানুয়ারি, রাজা উই-

লিয়মের সহিত সাক্ষাৎ করেন, কিন্তু রাজা সম্রাটের অনু-রোধ প্রযুক্ত তাঁহাকে সামান্য লোকের ন্যায় ব্যবহার করিলেন। ১৫ই, ফেব্রুয়ারি পিটর সকল যুদ্ধতরি দর্শন করেন।

লণ্ডন নগর পিটরের পক্ষে মনোরম্য স্থান হয় নাই। তিনি কেবল দেশ ভ্রমণ করিতে আইসেন নাই, নানা দেশ প্রচলিত রীতি, নীতি ও শিল্প বিদ্যা শিক্ষা করাই তাঁহার প্রধান অভিপ্রেত ছিল। তিনি শ্রবণ করিয়াছিলেন যে ওলন্দাজ দিগের অপেক্ষা ইংরেজেরা জাহাজ নির্ম্মাণ বিদ্যা ভাল জানেন। মহানগরে সেই অভিলাষ সিদ্ধ করা কঠিন ছিল। তিনি নির্জ্জন প্রিয় ছিলেন। অনেক লোকসমাজে দণ্ডায়মান হইতে বিরক্ত হইতেন। লণ্ডন নগরে যে স্থানে গমন করিতেন সেই স্থানে তাঁহার চতুর্দ্দিগে লোক জড় হইত, এই নিমিত্তে প্রায় গৃহের বাহির হইতেন না। একদা সম্রাট ও লার্ড ক্যারমার্থেন সমুদ্রের তীরে বায়ু সেবন করিতে-ছেন এমত সময়ে এক জন বোঝাবাহক তাঁহাদিগের মধ্য দিয়া গমন করাতে পিটর ভূমিতে পতিত হইলেন। অনন্তর, গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অতিশয় কুপিত হইয়া তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে ক্যারমার্থেন তাঁহাকে নিবারণ করিয়া ঐ বোঝাবাহককে কহিলেন, তুমি কাহার উপর-দিয়া গমন করিলে? জান না ইনি রুশিয়া দেশের সম্রাট। সে, ঈষৎ হাস্যান্বিত আস্যে কহিল ঈস্ সম্রাট! আমরা এখানে সকলেই সম্রাট। এতদ্ব্যতিরিক্ত তাঁহার বিরক্ত হওনের অন্যান্য কারণ ছিল। তিনি যে গৃহে উপবেশন বা ভোজন করিতেন, তথায় বিনা অনুমতিতে অপরলোকে প্রবেশ করিত, এই

নিমিত্ত কোন২ দিবস তিনি অতিশয় বিরক্ত হইয়া ভোজন পাত্র ত্যাগ করতঃ অন্য গৃহে গমন করিতেন।

কোয়েকার নামক যে এক খৃষ্টীয়ান ধর্ম্ম সম্প্রদায় আছে তাহাদিগের সহিত পিটর সর্ব্বদা কথোপকথন করিতেন। মহাত্মা আকবর শাহের ন্যায় তিনি কোন ধর্ম্ম প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ বা তদবলম্বী দিগের কার্য্য দর্শনে হাস্য করিতেন না। তাহারা সর্ব্বদা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিত এবং তিনিও তাহাদিগের সহিত কথোপকথন করিয়া যথেষ্ট প্রীতি লাভ করিতেন। বিশেষতঃ পিটরের জীবন চরিত পাঠ করিলে ব্যক্ত হয় যে, তিনি রাজা বলিয়া গর্ব্ব করিতেন না। মন্ত্রি দিগের সহিত বন্ধুর ন্যায় কথোপকথন করিতেন, কেবল সভায় রাজচরিত্রোপযুক্ত গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিতেন। একদা বৃষ্টি হওয়াতে তিনি এক জন সম্ভ্রান্ত লোকের পরচুলা লইয়া আপন মস্তকে দেন। এইরূপ ব্যবহার ডাক্‌জীগ নগরে এক ভজনালয়ে করিয়াছিলেন। এই সকলকে অতিপ্রশংসনীয় কার্য্য কহিতে হইবে। সামান্য লোক দিগের ন্যায় কর্ম্ম করিলে ভূপতি দিগের যথার্থ মহিমা প্রকাশ পায়।

লণ্ডন নগরে এক মাস অবস্থিতি করিয়া পিটর যে স্থানে অর্ণবপোত নির্ম্মাণ হয়, সেই স্থান দর্শন করিতে মনস্থ করিলেন। রাজা উইলিয়ম তন্নিমিত্তে সমুদ্র-তটস্থিত এক বাটী ভাড়া করিয়া দিলেন। সম্রাট এই স্থানে স্বহস্তে সূত্রধরের কর্ম্ম করেন নাই, কিন্তু কর্ম্মকার দিগের কর্ম্ম ও নির্ম্মাণ কৌশল দর্শন করেন। প্রায় প্রত্যহ সহচরবর্গ সহিত এক ক্ষুদ্র নৌকায় টেমস নদীতে ভ্রমণ করিতেন। ইংলণ্ডেশ্বর পিটরের ঈদৃশ ভাব দেখিয়া দুই খান জাহাজ

নিয়োজিত করিলেন যে, সম্রাটের যখন ইচ্ছা তখন সমুদ্রে গমন করিতে পারেন। রাজা অতিথিকে সন্তুষ্ট রাখিতে সাধ্যমত চেষ্টা করেন, যাহা তিনি আজ্ঞা করিতেন তৎক্ষণাৎ উইলিয়মের ভৃত্যেরা তাঁহাকে দিত, তন্মধ্যে এক খানি ক্ষুদ্র নৌকা পিটরের পক্ষে বিশেষ সুখকর হইয়াছিল।

এই সময়ে গ্রীণউইচ হস্পিটল নামক একটি চিকিৎসালয় প্রস্তুত হওয়াতে ইংলণ্ডেশ্বর রুশিয়াধিপতিকে সেই বাটী দর্শন করিতে অনুরোধ করেন। অট্টালিকা অতিশয় সুরম্য হওয়াতে পিটর কহিলেন মহারাজ! রাজবাটী সেণ্টজেমসকে চিকিৎসালয় করিয়া এই অট্টালিকা নিজ বাসস্থান করুন। অনন্তর, সম্রাট ওয়েষ্টমিনষ্টর হালে গমন করেন। কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিধান ও লম্বমান পরকেশ মস্তকাবরণ যুক্ত কতকগুলি লোককে দেখিয়া পারিষদ্ দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন ইহারা কে? তাহারা কহিল ইহারা ব্যবহারাজীব। ইহা শ্রবণে কহিলেন ব্যবহারাজীব! আমার রাজ্যমধ্যে দুই জন ব্যবহারাজীব আছে। এবং বোধ করি প্রত্যাগমন করিবামাত্র তন্মধ্যে এক জনের প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিব। কিছু দিন পরে পিটর কাল্পনিক সমুদ্র যুদ্ধ দর্শন করেন। নাবিক দিগের সাহস ও চতুরতা দর্শনে তিনি এমত আহ্লাদিত হইয়াছিলেন যে, যুদ্ধান্তে রণতরির অধ্যক্ষ মাইকেল সাহেবকে কহিলেন মহাশয়! রুশিয়াদেশের ভূপতি হওয়া অপেক্ষা ইংলণ্ডের এক জন রণতরির অধ্যক্ষ হওয়া অধিক সুখকর।

এইরূপে ইংলণ্ডে কিছু দিন সুখে বাস করিয়া পিটর হলাণ্ড প্রত্যাগমন করিলেন। এই দেশে অল্পদিন মাত্র

অবস্থিতি করিয়া পরিশেষে বায়েনা নগরে গমন করেন। জর্ম্মেণীর সম্রাট লিওপল্‌ড তাঁহার প্রতি যথোচিত সমাদর প্রদর্শন করেন। সম্রাটের সৈন্য ও যুদ্ধ কৌশল দর্শন করা পিটরের মুখ্যাভিপ্রায় ছিল। বায়েনা হইতে ইটালি যাত্রা করিবেন এমত মানস করিতেছেন, এমত সময়ে এক অসম্ভাবিত ঘটনার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া পিটর এই ইচ্ছা আশু ত্যাগ করিলেন। রাজকুমারী সোফিয়া ও রুশিয়া দেশের যাজক দিগের চক্রান্তে স্ত্রেলাইটিজ সৈন্যেরা বিদ্রোহী হইয়া মস্কাউ নগর আক্রমণ করে। সেনাপতি গরডন প্রথমতঃ ভয় মৈত্রতা প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে ক্ষান্ত করিবার চেষ্টা পান, কিন্তু বিদ্রোহীরা যুদ্ধই স্থির করাতে তাহাদিগকে তিনি ঘোরতর রূপে আক্রমণ করিলেন। কিয়ৎকাল ভয়ানক যুদ্ধ হয়, অবশেষে গরডনের রণ-বিশারদ সৈন্যেরা অশিক্ষিত স্ত্রেলাইটিজ দিগকে সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত করিল। দুই সহস্র বিদ্রোহী হত হইল এবং অবশিষ্ট দুরাত্মারা আত্ম সমর্পণ করিল। পিটর অবিলম্বে স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন।

পিটর রাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়া মহা বিপদে পতিত হইলেন। যে দুষ্টেরা পূর্ব্বে তাঁহার জীবন ও রাজত্বের শেষ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল তাহারা পুনর্ব্বার সেই দোষ করিল, এই ব্যাপারে দণ্ড মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুই নাই। যিনি প্রজাদিগকে সন্তান তুল্য দেখিতেন তিনি কিরূপে দুই সহস্র লোকের প্রাণ বধ করিতে আজ্ঞা দেন? বিশেষতঃ তাঁহার আত্মীয় বর্গের মধ্যে অনেকে এই কুপরামর্শের মধ্যে ছিল। কিন্তু কি করেন নিয়মানুসারে তাঁহার অবশ্যই কার্য্য হইবে। অতএব প্রথমতঃ রাজভক্ত সৈন্য ও প্রজাদিগকে যথেষ্ট পুর-

স্কার প্রদান করিয়া তুষ্টদিগের প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা দিলেন। রাজকুমারী সোফিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়তর রূপে রুদ্ধ হইলেন। তাঁহার সহিত কেহ কোন কথা কহিতে পারিত না। পিটর তাঁহাকে অধিক অপমানিত করিবার জন্যে হতসৈন্যদিগের ছিন্ন হস্তে এক২ আবেদন পত্র প্রদান করিয়া তাঁহার গৃহ মধ্যে রাখিলেন। এইরূপে তুরাত্মা ষ্ট্রেলাইটিজদিগের প্রতাপের শেষ হইল। কোন২ গ্রন্থকার কহেন যে, পিটর এই আজ্ঞা প্রদান করিয়া অতিশয় নিষ্ঠুরের কার্য্য করিয়া ছিলেন প্রিণ্টজ নামক এক জন প্রুশিয়ান রুশিয়াধিপতির অপযশঃ করিবার জন্যে কহিয়াছেন যে, তিনি বিচারকর্ত্তাদিগকে হত্যাকারির কর্ম্ম করিতে আজ্ঞা দেন এবং সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া স্বহস্তে অনেকের প্রাণ বধ করিয়াছিলেন। এই গল্পটি যে অলীক তাহা সম্রাটের জীবন বৃত্তান্ত পাঠে ব্যক্ত হইবে। তিনি কখনই এমত কর্ম্ম করেন নাই। যিনি প্রজাদিগকে পুত্র তুল্য দেখিতেন, যিনি তাহাদিগের সৌকর্য্যার্থে নানা কষ্ট সহ্য করিয়াছেন তিনি যে এমত নিষ্ঠুরের কার্য্য করিবেন এমত কখনই বিশ্বাস করা যায় না। ভ্রমণকারীরা প্রায় অন্য দেশস্থ রাজা ও রাজাদিগের দোষানুসন্ধান করেন এবং সর্ব্বদা বাড়াইয়াই লিখেন। অতএব যখন কোন ব্যক্তি অপর মনুষ্যের অপযশঃ করে তখন তাহার কথায় সম্পূর্ণ রূপে প্রত্যয় করা শ্রোতা ও পাঠকদিগের উচিত নহে।

তুষ্টদিগকে দমন করিয়া পিটর প্রজা ও সৈন্যদিগের অবস্থা উন্নতি করিতে নিযুক্ত হইলেন। পূর্ব্বতন রুশিয়ান সৈন্যদিগের তাতরদিগের ন্যায় আপাদলম্বিত বস্ত্র ও শুণ্ডাকৃতি মস্তকাবরণ এবং মঙ্গলদিগের জঙ্গলাকার দাড়ি ছিল।

পিটর তাহাদিগকে আকৃতি ও প্রকৃতি এই উভয় বিষয়ে পশ্চিম ইউরোপস্থ সৈন্যদিগের ন্যায় করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু রুশিয়ানদিগের মনে কুসংস্কার এমত বদ্ধমূল হইয়াছিল যে এই নূতন নিয়মে ঘোরতর বিপক্ষতা প্রদর্শন করিল। মূর্খ ও অহংকারী পুরোহিতেরা বন্য কৃষকদিগকে কহিল এত দিনের পর সনাতন ধর্ম্মের শেষ হইল। তাহারা ঈশ্বর-প্রিয় লোকদিগের বচনে ক্রোধে পরিপূর্ণ হইল। পিটর দেখিলেন মহা বিপদ্ উপস্থিত। তিনি তাহাদিগের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিয়াছিলেন। অসভ্য কুসংস্কারাবিষ্ট লোকেরা চিরপ্রচলিত কর্ম্মই করে, রাজারাও বলপূর্ব্বক প্রতিবন্ধকতা করিবেন। যদি এই চেষ্টা ত্যাগ করেন তাহা হইলে কেবল যে ভবিষ্যতে অন্য কোন নূতন নিয়ম প্রচলিত করিতে অক্ষম হইবেন এমত নহে, পূর্ব্বে যে সকল নিয়ম সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহাও এককালে যাইবে। এই দুই বিষয় মনোমধ্যে আন্দোলন করিয়া পিটর দৃঢ়তা অবলম্বন করিলেন। তিনি প্রথমতঃ আজ্ঞা দিলেন রাজ কর্ম্মচারী ও সৈন্যগণ অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির ন্যায় বস্ত্র পরিধান ও দাড়ি ত্যাগ করিবে। যাহারা তাহা করিতে অস্বীকৃত হইবে তাহাদিগের প্রত্যেক বৎসরে এক শত রৌপ্য মুদ্রা কর দিতে হইবে। চির প্রচলিত ব্যবহারের কি মহীয়সী ক্ষমতা! অনেকে কর দিতে স্বীকৃত হইল, তথাপি কেহই শ্মশ্রু ফেলিল না। যাহাহউক পিটর যেরূপ প্রতিবন্ধকতার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন তাহার অর্দ্ধাংশও প্রাপ্ত হয়েন নাই।

ইদানীন্তন কালে যে যে উপায়ে লোক সমাজের

সভ্যতা পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে তন্মধ্যে মুদ্রা-যন্ত্রই প্রধান। পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা আলোচনা দ্বারা যে সকল বিষয় প্রকাশ করিতেন তাহা সকলের জানা অসাধ্য ছিল। তন্নিমিত্তে সেই সময়ে সভ্যতাব শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই। রুশিয়া দেশে পূর্ব্বে আদতে মুদ্রা-যন্ত্র ছিল না, সুতরাং সভ্যতার যে বৃদ্ধি না হইয়াছিল তাহা আশ্চার্য্যের বিষয় কি? পিটর রাজ্য মধ্যে অনেক মুদ্রা-যন্ত্র স্থাপিত করিলেন, এবং রুশিয়ানী ভাষায় অত্যল্প গ্রন্থ থাকাতে অন্যান্য ভাষা লিখিত পুস্তক সকল অনুবাদিত করিলেন। রুশিয়ানী পঞ্জিকা ইউরোপস্থ অন্যান্য দেশের পঞ্জিকার ন্যায় ছিল না। অন্য দেশে ১লা জানুয়ারি হইতে নূতন বৎসর আরম্ভ হয়, কিন্তু রুশিয়ায় ১লা সেপ্টম্বর হইতে হইত। পিটর এই জন্যে পঞ্জিকার পরিবর্ত্তন করেন। সকল দেশের পুরোহিতেরা সমান। আমাদিগের ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা যেমত স্ত্রীলোক দিগের বিদ্যাশিক্ষা, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি ন্যায্য বিষয়ে ঘোরতর শত্রুতা প্রদর্শন করেন, সেই রূপ পঞ্জিকা পরিবর্ত্তনে রুশিয়ান পুরোহিতেরা কহিয়া উঠিল ইহা ধর্ম্ম শাস্ত্রের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। কিন্তু পিটর জানিতেন যে পুরোহিতেরা প্রথমতঃ তাবৎ চির-প্রচলিত ব্যবহার বহির্ভূত কার্য্যে অমত প্রকাশ করেন; কিন্তু কালক্রমে যাহা অন্যায় বলে তাহারই প্রতিপোষকতা হয়। এই রূপ অনেক নূতন ব্যবহার প্রচলিত হইল। পিটর সকল বিষয়েই হস্তার্পণ করিতে লাগিলেন, এবং নৈসর্গিক নিয়মানুসারে অচির কালেই কৃতকার্য্য হইলেন।

প্রজাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থে সকল নৃপতিরা ভিন্ন২ পুরস্কার প্রদান করেন। তন্মধ্যে সম্মান বস্ত্র ও চিহ্নই প্রধান।

রুশিয়া দেশে এমত কোন পুরস্কারোপায় না থাকাতে পিটর সেণ্ট আণ্ড নামক এক পুরস্কার চিহ্ন স্থাপিত করিলেন। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে, সম্রাট নিজে সামান্য সৈনিক পুরুষের কার্য্য করেন। তাবৎ ভদ্রবংশীয় যুবক রুশিয়ানেরা তাঁহার দৃষ্টান্তে সামান্য সৈন্য দলভুক্ত হইতে লাগিলেন। এই জন্যে পিটরের সৈন্য দল অতঃপর মহা সাহসী ও রণ-বিশারদ হয়। তাঁহার দৃষ্টান্তানুসারে মহাবীর নেপোলিয়ন নিজ সৈন্যদল প্রস্তুত করেন এবং সকলেই জ্ঞাত আছেন যে, তিনি কিরূপে দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন। এই সময়ে ভল্‌গা ও ড্যারডন নদীদ্বয় একত্র করিবার জন্যে সম্রাট, ব্রাকেল নামক এক জন জর্ম্মেণকে একটি জলপ্রণালী প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা দেন।

এই সকল ব্যবস্থা করিয়া পিটর নিজ যুদ্ধতরি দর্শন করিবার জন্যে বরনিটজ্‌ নগরে গমন করিলেন। কিন্তু এক দুঃখ-জনক ব্যাপারের নিমিত্তে তিনি অবিলম্বে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন। ১৬৯৯ খৃঃ অব্দে মার্চ্চ মাসে তাঁহার পরম বন্ধু ও উপকারক লিফোর্ট কাল হস্তে আত্ম সমর্পণ করেন। সম্রাট এই সংবাদ শ্রবণে অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া সেনাপতির অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া নিজ কোষ হইতে নির্ব্বাহিত করিলেন। লিফোর্ট অতিশয় উত্তম মনুষ্য ছিলেন, তাঁহার পরামর্শানুসারে কার্য্য করাতে পিটর অনেক কঠিন কার্য্যও নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অধিক কথা দূরে থাকুক, তাঁহাকেই রুশিয়া রাজের ক্ষমতার মূল কহিতে হইবে।

প্রিয় বন্ধুকে সমাহিত করিয়া পিটর বরনিটজ্‌ নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। এই স্থানে ইংরেজ, ওলন্দাজ এবং

জর্ম্মেণ কর্ম্মকারেরা অর্ণবপোত নির্ম্মাণ করিতেছিল। সম্রাট সামান্য বস্ত্র পরিধান করিয়া সূত্রধর দিগের কার্য্য প্রণালী দর্শন করিতেন এবং সকলের সহিত বন্ধুর ন্যায় কথোপকথন করিতেন। যদ্যপি কেহ বোঝার ভারে কষ্ট পাইত তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার সাহায্য করিতেন। কখনং এক খানি কোদাল লইয়া ভূমি খনন করিতেন। যদ্যপি দৈবাৎ কাহার হস্ত বা পদ ভগ্ন হইত তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার চিকিৎসা করিতেন। এই রূপে দিনং রুশিয়ার শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। প্রজাবর্গ সম্রাটের বুদ্ধি কৌশল দেখিয়া কুসংস্কার ত্যাগ করতঃ তাঁহাকে পিতার ন্যায় মান্য করিতে আরম্ভ করিল।

দেশ ভ্রমণ কালীন পিটর উত্তমরূপে জানিতে পারিয়া ছিলেন যে, বাণিজ্যেই সকল রাজ্যের সৌভাগ্যোন্নতি হয়। বাণিজ্য দ্বারাই ইংরেজেরা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইয়াছেন। বাণিজ্যেই ওলন্দাজেরা সমুদ্রান্তর্গত দেশকে স্বর্ণপূরি করিয়াছেন। বাণিজ্যে রত হওয়াতেই পর্টুগিজেরা এককালে পূর্ব্বাঞ্চলের ভয় স্বরূপ হইয়াছিল। ব্যবস্থাপক ও রাজাদিগের বাণিজ্যোন্নতি করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। পিটর জানিতেন যে, প্রজারা এই ব্যবসায় অবলম্বন না করিলে যথার্থরূপে সভ্য হইতে পারে না। এই নিমিত্তে তিনি আজফ নগর অধিকার করেন। রিগানগর দর্শনে বঞ্চিত হওনাবধি তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যেরূপে পারি সুইডদিগের বল্টীক সমুদ্রস্থিত বাণিজ্য স্থান হস্তগত করিব। রিগানগর পূর্ব্বে রুশিয়া রাজ্যভুক্ত ছিল, কিন্তু

সুইডন রাজ একাদশ চারল্‌স তাহা জয় করেন। যে যে বিষয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তি দিগের উৎসাহ ও দৃঢ়তা বৃদ্ধি হয়, তন্মধ্যে হৃতধন পুনরাধিকার করিবার ইচ্ছাই প্রধান। অমুক বস্তু পূর্ব্বে আমার ছিল, কিন্তু এক্ষণে অমুক তাহা লইয়াছে এই চিন্তা মনোমধ্যে উদয় হইলে কি আক্ষেপ উপস্থিত হয়! অতিশয় নিস্তেজঃ রাজারাও হৃতধন বা রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবার আশয়ে রাক্ষস তুল্য শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে বিরত হয়েন নাই। অতএব পিটারের ন্যায় চতুর ও ক্ষমতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি কি জন্যে এই নিয়মের বিপরীত কার্য্য করিবেন?।

কিন্তু একেশ্বর, বলবান সুইডদিগের সহিত যুদ্ধ করা অসম্ভব ইহা জানিয়া পিটর অন্য কোন নৃপতিকে সহযোগী করিতে মনস্থ করিলেন। পূর্ব্বে লিভোনিয়া এবং ইঙ্গো-নিয়া প্রদেশ দ্বয় পোলাণ্ড রাজ্যাধীন ছিল। সুইডনরাজ একাদশ চারল্‌স বলপূর্ব্বক এই দুই দেশকে সুইডন রাজ্যভুক্ত করেন। পিটরের অভিপ্রায় জানিয়া পোলণ্ড দেশের রাজা আগস্টস্ সুইড দিগের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিতে মনস্থ করিলেন। ডেনমার্ক দেশের ভূপতি, ফ্রেডারিক ভূপতি স্বীয় রাজ্যবৃদ্ধি করিবার আশয়ে পিটরের ও আগস্টসের স্বপক্ষ হইলেন। এই রূপে ষড় যন্ত্র করিয়া নৃপতিত্রয় অবিলম্বে যুদ্ধারম্ভ করিলেন।

এই সময়ে সুবিখ্যাত দ্বাদশ চারল্‌স পঞ্চদশ বর্ষীয় বালক মাত্র ছিলেন। অদ্যাপিও কোন কার্য্য দক্ষতা প্রদর্শন করেন নাই, কেবল সুখাদ্য ভক্ষণ ও উত্তম বস্ত্র পরিধান করিতে ভাল বাসিতেন। রাজমন্ত্রিরা এক দিবস সভা করিয়া শত্রুদিগের সহিত সন্ধি করিতে মনস্থ করিলেন। চারল্‌স ঐ

সময়ে তথায় বর্ত্তমান ছিলেন। মন্ত্রি দিগের প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া অতিশয় গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া কহিলেন আমি অন্যায় যুদ্ধ করিতে চাহি না; কিন্তু ন্যায্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে শত্রু দিগকে সমুচিত শাস্তি প্রদান না করিয়া যুদ্ধ শেষ করা আমার মত নহে। যে ব্যক্তি প্রথমে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধারম্ভ করিবে তাহাকে সর্ব্বাগ্রে দমন করিয়া তৎপরে অন্য সকলকে শাস্তি দিব। এই সময়াবধি রাজা সকল আমোদে জলাঞ্জলি দিলেন। তৎক্ষণাৎ ৮০০০ সৈন্য পমারেনিয়া দেশ আক্রমণ করিল। চারল্‌স নিজে, প্রধান মন্ত্রী কাউণ্ট-পাইপর ও সেনাপতি রেনসাইল্‌ড এবং ৪০ খান যুদ্ধতরি সমভিব্যাহারে ডেনমার্ক দেশ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। ডেনমার্ক দেশের তরির অধ্যক্ষ সুইড দিগের সহিত সম্মুখযুদ্ধ করিতে সাহসী হইলেন না, সুতরাং চারল্‌স অবিলম্বে রাজধানী কোপেনহেগেন নগরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রাজা ফ্রেডারিক সাতিশয় ভীত হইয়া সংবাদ প্রেরণ করিলেন রাজা চারল্‌স যদি আমার রাজধানী নষ্ট না করেন তাহা হইলে আমি তাঁহাকে চারি লক্ষ টাকা দিব। চারল্‌স এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং এই রূপে ছয় সপ্তাহের মধ্যে ফ্রেডারিক পরাজিত ও সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন।

ইতিমধ্যে আগস্টস রিগানগর আক্রমণ করেন, এবং পিটরও সসৈন্যে তাঁহার সহায়তা করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন। কিন্তু সুইডনীয় শাসনকর্ত্তা কাউণ্ট আলবর্গ এমত দৃঢ়তর রূপে উক্ত নগর রক্ষা করিলেন, যে আগস্টস তাহা অধিকার করণের ইচ্ছা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

রাজা, স্বীয় লজ্জা লুক্কায়িত করিবার জন্যে ঘোষণা করিলেন যে, ওলন্দাজ বণিক দিগের হানি হয় বলিয়া আমি এই নগর অধিকার করিলাম না। যাহা হউক, ফল সমানই হইল, সকলেই জানিতে পারিল চারল্‌সের ভয়ে তিনি এই কর্ম্ম করিলেন। বিনা কারণে যে অন্যের দ্রব্যাপহরণ করিবার চেষ্টা পায় তাহার পরক্ষতি করিবার কত ভয় থাকে তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। এই রূপে দুই জন শত্রুকে দমন করিয়া চারল্‌স তৃতীয় শত্রুর বিরুদ্ধে গমন করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু এই শত্রু সামান্য শত্রু ছিলেন না, শাখা কাটিলে যে বৃক্ষকেও সেই রূপে ভুমিসাৎ করা যায় এমত কখনই হইতে পারে না।

পিটর শত্রু দিগের পরাক্রম ও সহযোগী রাজাগণের পরাজয় দর্শন করিয়া কিছু মাত্র ভীত না হইয়া ৮০,০০০ সৈন্য সমভিব্যাহারে ইঙ্গ্রীয়া প্রদেশে যাত্রা করিলেন। কিন্তু এত অধিক সৈন্য মধ্যে কেবল দ্বাদশ সহস্র সুশিক্ষিত ছিল, অবশিষ্ট দল রণ-বিষয়ে অজ্ঞ বন্য কৃষক দিগের দ্বারা পরিপূর্ণ। তাহারা রণের কিছুমাত্র জানিত না, অধিক কথা দুরে থাকুক বন্দুক ধরাও কঠিন বিবেচনা করিত। চারল্‌সের যদ্যপিও ৮০০০ সৈন্য ছিল তথাপি তাহারা সুশিক্ষিত ও রণ-পণ্ডিত সেনাপতিদিগের অধীনস্থ হওয়াতে শত্রুদিগের অপেক্ষা শত গুণে প্রধান হইয়াছিল। রুশিয়ানেরা নারভা নগরের নিকটে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে অবস্থিতি করিতেছিল। প্রায় দুই মাসান্তে সুইডেরা তাহাদিগকে ঘোরতররূপে আক্রমণ করিল। যুদ্ধ করা দুরে থাকুক অসভ্য রুশিয়ান সৈন্যেরা অস্ত্র ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। সহস্র২ লোক

হত হয়, অনেকে আত্ম সমর্পণ করে এবং অবশিষ্ট অংশ পলায়ন করিয়া রক্ষা পায়। স্থইডেরা শিবিরের সকল দ্রব্য অধিকার করিল। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে পিটর এই সময়ে রণস্থলে ছিলেন না, নতুবা রক্ষা পাওয়া দুরূহ হইত।

পিটর, এই সময়ে নবগোরড নগরে ছিলেন। এই সংবাদ প্রাপ্তে কিছুমাত্র চিত্ত চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া কহিলেন আমি জানি যে স্থইডেরা কিছু দিন আমাদিগকে এইরূপে পরাজিত করিবে, কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে, কাল সহকারে আমরা তাহাদিগকে পরাজিত করিতে শিক্ষা করিব। পাছে শত্রুরা রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করে, এই আশঙ্কায় সম্রাট পেপিয়স্ হ্রদ নিকটবর্ত্তী প্লেস্কাউ নগরে বহু সংখ্যক সৈন্য স্থাপন করতঃ নিজে দুই দল শরীর রক্ষক সৈন্য লইয়া মস্কাউ নগরে গমন করিলেন। সকল তোপ নষ্ট বা শত্রু হস্তগত হওয়াতে তিনি ভজনালয় ও ধর্ম্মবাটীর এবং ঘণ্টা ভগ্ন করিয়া ৩০০ কামান প্রস্তুত করিলেন। ছয় সহস্র পদাতিক অবিলম্বে সংগৃহীত ও স্থশিক্ষিত হইল। এই সকল ব্যবস্থা করিয়া সম্রাট বারজেন নগরে রাজা আগষ্টসের সহিত সাক্ষাৎ করতঃ চারল্সের শত্রুপক্ষ দৃঢ়তর রূপে অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু অগাষ্টস পোলণ্ডের নাম মাত্র রাজা ছিলেন। উক্ত দেশ কোন রাজার পৈতৃক রাজ্য ছিল না। পোলদিগের মধ্যে এই প্রথা ছিল যে, কোন ভূপতির মৃত্যু হইলে কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে রাজা করিত। তন্নিমিত্তে কোন রাজাই তাহাদিগের উপরে সম্পূর্ণ প্রভুত্ব স্থাপিত করিতে পারিতেন না। আগষ্টস পূর্ব্বে সাক্সনি দেশের ভূপতি ছিলেন, তন্নিমিত্তে সাক্সন-

দিগকে স্বভাবতঃ ভাল বাসাতে পোলাণ্ড নিবাসি লোকেরা তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিল। পিটরের অনুপরতন্ত্র হইয়া তিনি পোলাণ্ড দেশের মহা সভাকে সৈন্য সংগ্রহ করিতে কহিলেন। কিন্তু তাঁহারা রাজার আজ্ঞা পালন করিলেন না।

পিটর দেখিলেন যে আগষ্টস হইতে কোন উপকারের উপায় নাই। অধিকন্তু উক্ত রাজাকে তাঁহারই সহায়তা করিতে হইবে। অতএব একেশ্বর চারল্‌সের সহিত অস্ত্র পরিচয় করিতে মনস্থ করিলেন। লিফোর্ট তুল্য এক জন সেনাপতি তাঁহার দলে ছিলেন। ইহাঁর নাম পাটকল, আমরা পশ্চাতে ইহাঁর বৃত্তান্ত বিশেষ রূপে লিখিব, এই স্থলে ইহা বলাই যথেষ্ট যে, তিনি সাতিশয় পরিশ্রম ও কৌশল দ্বারা নব সংগৃহীত সৈন্যদিগকে যুদ্ধ শিক্ষা করাইতে লাগিলেন। তাঁহার চেষ্টা দ্বারা রুশিয়ান সৈন্যেরা অতি অল্প দিবসের মধ্যে সুইডদিগের সমতুল্য হইল। যে ব্যক্তি সৈন্যদল ভুক্ত হইত তিনি তাহাকে উত্তম বস্ত্র ও খাদ্য প্রদান করিতেন। নারডা নগরের যুদ্ধের পর যদ্যপি চারল্‌স এককালে মস্কাউ নগরাভিমুখে যাত্রা করিতেন তাহা হইলে অনায়াসে উক্ত রাজধানী অধিকার করিতে পারিতেন। কিন্তু বীরত্বের তুল্য তাঁহার কার্য্যবুদ্ধি ছিল না। পরমেশ্বর মানবদিগের রক্ষার্থে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন যে, শারীরিক এবং মানসিক শক্তি প্রায় এক মনুষ্যের মধ্যে থাকে না। যুদ্ধ জয় করিয়া যদ্যপি মহাবীরগণ সময়োচিত কার্য্য করিতে পারিতেন তাহা হইলে পৃথিবীর মধ্যে অত্যল্প মাত্র রাজ্য থাকিত। চারল্‌স ও নেপোলিয়নের পতনে সকলে শিক্ষা করিয়াছেন যে,

অন্যায়লব্ধ রাজ্য কখনই থাকে না। দুরাকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়াতে ভাল মন্দ বিবেচনা দূর হয়, সুতরাং শীঘ্রই পতন হইয়া থাকে। চারল্‌স মনে করিয়াছিলেন যখন ইচ্ছা রুশিয়ান রাজধানী ভস্মীভূত করিতে পারিব, কিন্তু তিনি জানিতেন না যে, বারম্বার পরাজিত হওয়াতে রুশিয়ানেরা ভরসাহীন না হইয়া দিন২ রণ-নিপুণ ও সাহসী হইয়া ছিল। রাজা, আগষ্টসকে দমন করিবার জন্যে, পোলাণ্ড দেশে গমন করিলেন। এই ভ্রমণই তাঁহার ভবিষ্যত্‌ পরাজয় ও দুর্ভাগ্যের কারণ হইল।

পিটর বহু সংখ্যক সৈন্য লইয়া ইঙ্গ্রীয়া প্রদেশে প্রবেশ করিলেন। পথিমধ্যে সুইডদিগের সহিত অনেক ক্ষুদ্র যুদ্ধ হয়, এবং এই সমুদায়ে তিনিই জয় লাভ করেন। ইহা দ্বারা সৈন্যেরা ক্রমশঃ রণ-বিশারদ হইতে লাগিল। আর্চ-ঞ্জল অখাতের নিকটে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া সম্রাট তাহার নাম নূতন ডুইনা রাখিলেন। রুশিয়ান সৈন্যেরা নৃপতির অলৌকিক ক্ষমতা দর্শন করিয়া মোহিত হইল, এবং সকলেরই মনের মধ্যে সাহসের সঞ্চার হইতে লাগিল। ১৭০২ খৃঃ অব্দে ১লা জানুয়ারিতে উভয় দলে ভয়ানক যুদ্ধ হয়। রুশিয়ান সেনাপতি সিয়ারমেটফ শত্রুদিগকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া সম্পূর্ণ জয় লাভ করেন। সুইডদিগের ৩০০০ লোক হত হয়। তাহারা সকল কামান ও যুদ্ধদ্রব্য রণ স্থল ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। পিটর এই জয় সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ সিয়রমেটককে মারশল উপাধি প্রদান করিলেন। অনন্তর সম্রাট পেপিয়স হ্রদ মধ্যে দুই দল রণতরি স্থাপন করিয়া রাজ্য-রক্ষার বিলক্ষণ উপায় করেন।

অনন্তর সিয়র মেটফ শত্রু দিগকে পুনর্ব্বার পরাজিত করিয়া মেরিয়েনবর্গ আক্রমণ ও অধিকার করেন। কিন্তু রুশিয়ানেরা সামরিক নিয়মের সম্পূর্ণ বিপরীতে নগরবাসী লোক দিগের অনেক অনিষ্ট করে। এই নগরস্থ যত লোক রুশিয়ান দিগের হস্তে পতিত হয়, তন্মধ্যে মারথা নাম্নী একটী সুন্দরী ছিলেন। সেনাপতি বয়ার তাঁহাকে অশ্রুজলে ভাষিতে দেখিয়া অতিশয় দয়ার্দ্র হইলেন। যুবতীর সচ্চরিত্র ও কোমল প্রকৃতি দর্শনে তিনি তাঁহার নিজ বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে কহিলেন। মারথা লিভোনিয়ার অন্তঃপাতি বিঙ্গেন নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মাতা অতিশয় দরিদ্র হওয়াতে সুইডনীয় সেনাপতি কাউন্ট রোসেন তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিতেন। অতি শৈশবাবস্থায় তিনি পিতা মাতা হীনা হয়েন। তন্নিমিত্তে গ্লক নামক এক জন গ্রাম্য পুরোহিত তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। এই স্থানে তাঁহার সচ্চরিত্রতা দেখিয়া সকলেই তাঁহার গুণানুবাদ করিত। এক জন সুইডনীয় সৈনিক পুরুষ তাঁহার অনুপম লাবণ্য ও অলৌকিক মাধুরী দর্শনে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। মারথাও সৈনিক পুরুষের প্রতি প্রেমাসক্ত হয়েন। কিন্তু প্রতিপালকের অনুমতি বিনা কোন উত্তর প্রদান করেন নাই। গ্লক ধনবান লোক ছিলেন না যে, মারথাকে ঐশ্বর্য্যশালি লোকের সহিত বিবাহ দেন, সুতরাং সৈনিক পুরুষের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। যে দিবস মেরিয়েনবর্গ রুশিয়ান দিগের হস্তগত হয় তাহার পূর্ব্ব দিন উভয়ের বিবাহ হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মারথা এক দিবসের মধ্যেই পতিহীনা হইলেন। বয়ার যুবতীর জন্ম

বৃত্তান্ত শ্রবণ ও মুখচন্দ্রের জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া যুবতীকে নিজ গৃহে আনয়ন করিলেন। কথিত আছে তাঁহারা দম্পতীর ন্যায় ছিলেন। ইহা অসম্ভব নহে, কারণ বয়ার অবিবাহিত ছিলেন। রাজকুমার মেঞ্চিকফ একদা সেনাপতির বাটীতে গমন করিয়া মারথাকে দর্শন করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রেমপাশে বদ্ধ হইলেন। তিনি বয়ারের এক জন বিশেষ প্রতিপোষক ছিলেন, তন্নিমিত্তে সেনাপতি তাঁহার বাক্যানুসারে নিজ নায়িকাকে তদালয় প্রেরণ করিলেন। মারথা ১৭০৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত মেঞ্চিকফের বাটীতে অবস্থিতি করেন। অনন্তর সম্রাট তাঁহার অনুপম সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রথমতঃ গোপনে তৎপরে প্রকাশ্য রূপে বিবাহ করেন। পিটরের সহিত বিবাহ হইলে মারথা কাথেরাইন নাম গ্রহণ করিলেন। এই রূপে দরিদ্র কৃষক বালা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ব প্রধান সিংহাসনারোহণ করিলেন। ভল্টেয়র সাহেব কহেন, ইহা সত্য বটে, অনেকে দারিদ্রাবস্থা হইতে সিংহাসনারূঢ় হইয়াছেন, কিন্তু কারারুদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার সেই দেশের রাজত্ব প্রাপ্ত হইতে আর কাহাকেও দেখা যায় নাই। ফলতঃ তিনি উচ্চপদের উপযুক্ত পাত্র ছিলেন; পিটর নিজে কহিয়াছিলেন পূর্ব্বে আমি অনুরোধ পরতন্ত্র হইয়া দার পরিগ্রহণ করি; কিন্তু এক্ষণে মনোনীতা স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিলাম। সদ্গুণ, সিংহাসনের প্রধান সোপান কহিতে হইবে।

১৭০২ খৃঃ অব্দে পিটরের সৈন্যেরা সর্ব্বস্থানে জয় লাভ করে। লাডগা হ্রদস্থিত নাবিক যোদ্ধারা সুইড্ দিগকে

সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত করতঃ দূরীভুত করে। নিভানদীর মহানার নিকটবর্ত্তি রটেনবর্গ নামক একটি সুন্দর নগরাধিকার করিতে পিটরের বাসনা ছিল। তজ্জন্য মারশল সিয়র মেটফ ১৪ই সেপ্টম্বর তাহা আক্রমণ করিলেন। ১২ নবেম্বর ইহা রুশিয়ান দিগের হস্তে পতিত হয়। সুইডেরা হতবল হইয়া পলায়ন করে। সম্রাট নিজে নগরাক্রমণ কালে উপস্থিত ছিলেন। জয়ী সৈন্য দিগকে সমুচিত পুরস্কার প্রদান করিয়া তিনি ৬ই ডিসেম্বর মস্কাউ নগরে মহাসমারোহ পূর্ব্বক প্রবেশ করিলেন।

এই বৎসরে প্রধান যাজক আড্রীয়ান প্রাণত্যাগ করাতে পিটর এই পদ উঠাইয়া দিতে মনস্থ করিলেন। প্রায় সকল দেশেই যাজকেরা প্রধান ক্ষমতা লাভ করেন। রুশিয়ান পুরোহিত দিগের এমত ছিল যে, ইচ্ছা করিলে লোকের প্রাণ দণ্ডও করিতেন। পিটর এমত লোক ছিলেন না যে, তদপেক্ষা কাহাকে অধিক ক্ষমতা চালন করিতে দেন। অতএব ঘোষণা করিলেন আপততঃ আমিই প্রধান যাজক হইলাম। সময়ানুক্রমে নিযুক্ত করিয়া ইহার বিষয় পশ্চাৎ বিবেচনা করা যাইবে। এই ধর্ম্মসভা ১৭২১ খৃঃ অব্দে হয়। পুরোহিতেরা এক জন প্রধান যাজক নিযুক্ত করিতে বরম্বার বলাতে সম্রাট ক্রোধে খড়্গ নিষ্কোষিত ও বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিয়া কহিলেন এই তোমাদিগের প্রধান যাজক দেখ। আমিই প্রধান যাজক। ইহা বলিয়া তৎক্ষণাৎ সভাগৃহ হইতে গমন করিলেন। এই কর্ম্ম অতি উত্তমই হইয়াছিল। পূর্ব্বে রুশিয়া দেশে প্রথা ছিল যে, পূর্ব্বে কোন প্রধান পুরোহিত এক গর্দ্দভ বা অশ্বে আরোহণ করিতেন; রাজা সেই

গর্দ্দভের, অথবা অশ্বের রশ্মি ধরিয়া যাইতেন। পিটর এমত নীচ কর্ম্ম করিতে কি নিমিত্তে স্বীকৃত হইবেন? পুরোহিতেরা যদি কোন কালে কোন দেশে যথার্থ দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইতেন তাহা হইলে তিনি এই রাজপদানুপযুক্ত কর্ম্ম করিতে পারিতেন। পুরোহিতেরা কেবল বিনা শ্রমে উত্তম রূপে আহার ও স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতে ভাল বাসেন। মন্ত্রে তন্ত্রে যে পরমেশ্বর নিজ অখণ্ডনীয় নিয়মের কিঞ্চিন্মাত্র ব্যতিক্রম করিবেন তাহা ইদানীন্তন কালে কেহই বিশ্বাস করেন না। তাঁহার নিয়মানুগামী হইয়া তদাজ্ঞা পালন করিলেই ইষ্ট-সিদ্ধ করা যায়। ধর্ম্মপুস্তক হইতে দুই এক বচন উর্দ্ধৃত করিয়া পাঠ করিলে তিনি যদি তাহাতে কর্ণপাত করিতেন তাহা হইলে রাজাদিগকে সৈন্য রাখিতে হইত না. বিদ্যার্থী পুস্তক দেখিতেন না, ব্যবস্থাপক দিগকে রাত্রি জাগরণ করিয়া নিয়ম সংগ্রহ করিতে হইত না, এবং পীড়িত ব্যক্তি ঔষধ সেবন করিত না। দিন২ সভ্যতার যত বৃদ্ধি হইয়া মানব গণের মনের অজ্ঞতান্ধকার দূর হইতেছে ততই পুরোহিত দিগের ক্ষমতার হ্রাস হইতেছে। তাঁহাদিগের ইচ্ছা যে লোকে অজ্ঞতার অন্ধ কূপে পতিত থাকে যে, তাঁহারা তাহা-দিগকে স্বেচ্ছামত কর্ম্ম করাইতে পারেন। কেবল কি এই অনিষ্ট হইয়া থাকে? না, পুরোহিতেরা প্রায় সৎ হন্ না, অর্থ প্রাপ্ত হইলে যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন। ইহার দৃষ্টান্ত আবশ্যক করে না, আমাদিগের ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের চরিত্র দৃষ্টি করিলেই এই মতের সত্যতা সপ্রমাণ হইবে। ভট্টা-চার্য্য মহাশয়েরা অর্থ প্রাপ্ত হইলে অকালে বিবাহ, অদিনে শ্রাদ্ধ এবং পুত্র বর্ত্তমান থাকিতে পিতার শ্রাদ্ধ প্রতিনিধি

স্বরূপে কবাইতে পারেন। যিনি স্বদেশের মঙ্গল চেষ্টা করেন তিনি কি নিমিত্তে এই অনিষ্টমূল রাখিবেন? ভারতবর্ষ, ইটালি, স্পেন, পর্টুগল্ প্রভৃতি দেশ সকল মধ্যে এই অনিষ্টের কারণ থাকাতে দেশের কত অমঙ্গল হইয়াছে তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। অতএব যাজকের পদ উঠাইয়া দিয়া বিবেচনার কর্ম্মই করিয়াছিলেন, নচেৎ নূতন শাসন-প্রণালী প্রজাদিগের প্রিয় করা অসাধ্য হইত। পুরোহিতেরা অবশ্যই কহিতে লাগিলেন ইহা ধর্ম্মমূল সনাতন শাস্ত্রের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হইয়াছে। ইহা বলিয়া অনেক অভিশাপ দিলেন, কিন্তু সম্রাট তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না।

পাছে এই কর্ম্মে লোকে বিরক্ত হয় এই নিমিত্তে সম্রাট মস্কাউ নগরে এক মহোৎসব করিয়া প্রজাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তিনি কিছুই বিনা কারণে করিতেন না। পুরাতন আচার ব্যবহার হাস্য জনক করিবার নিমিত্তে তিনি এক বাতুলের বিবাহোপলক্ষে মহা সমারোহ করিয়া আজ্ঞা দিলেন পূর্ব্বতন রুশিয়ানেরা যেরূপ বস্ত্র পরিধান করিত যেন সেই বস্ত্র পরিধান করিয়া সকলে সভারোহণ করেন, এবং যেন কেহ গৃহে অগ্নি না রাখেন কারণ দম্পতীর প্রেমাগ্নিতে সকল বিষয় উত্তপ্ত করিবে। তখন শীতকাল, সকলেই শীতে কষ্ট পাইল। সম্রাট তাহাদিগকে তেজোময় সুরাপান করিতে আজ্ঞা দিয়া হাস্য করতঃ কহিলেন ভাই সকল! তোমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা এই মত করিতেন এবং প্রাচীন নিয়মানুসারে কার্য্য করাই শ্রেয়ঃ। সকলেই ইহা দ্বারা জানিতে পারিলেন যে, প্রাচীন নিয়ম সকল অতিশয় মন্দ। প্রজারা এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিল, আমাদিগের সম্রাট কি মজার মানুষ,

দেশ ভ্রমণ করিয়া রাজ্যে প্রত্যাগমনাবধি পিটরের পূর্ব্ব অপত্রপিষ্ণুতা গিয়াছিল। তিনি এখন লোক সমাজে দণ্ডায়মান হইতে লজ্জিত হইতেন না। সর্ব্বদা প্রধান২ বণিকদিগের বাটীতে গমন ও ভোজন করিতেন। একদা এক জন সওদাগরের বাটীতে ভোজন কালীন তাহার যুবতী কন্যাকে অবলোকন করিয়া কহিলেন তোমার কন্যাকে আমার বাটীতে কল্য পাঠাইয়া দিও। সকলে তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু ঐ যুবতী অসতীত্ব লজ্জা স্বীকার করা নিতান্ত নিন্দনীয় ও পাপ জ্ঞানে রজনীযোগে পিতার অজ্ঞাতসারে স্বীয় ধাত্রীকে সঙ্গে লইয়া এক বনে পলায়ন করিলেন। ধাত্রীর স্বামী কাষ্টবিদারকের কার্য্য করিত, সে ঐ যুবতীকে এক জলাশয়-মধ্য-স্থিত ক্ষুদ্র দ্বীপে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে লুক্কায়িত করিল, ধাত্রী অতিশয় গোপনে খাদ্য দ্রব্য আনিয়া দিত, পর দিবস পিটর বণিকের বাটীতে গমন করিয়া এই সংবাদ শ্রবণে অতিশয় কুপিত হইলেন এবং কহিলেন যদি তোমার কন্যাকে উপস্থিত করিতে না পার তাহা হইলে তোমাদিগকে অত্যন্ত দণ্ড প্রদান করিব। শ্রেষ্ঠী ও শ্রেষ্ঠিনী কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল মহারাজ! আমরা যথার্থ কহিতেছি যে, আমাদিগের কন্যা কোথায় তাহা জানি না। তাহার বস্ত্র ও অলঙ্কার সমুদয় রহিয়াছে অতএব বোধ করি কোন অমঙ্গল ঘটিয়া থাকিবে। পিটর আর কিছুই বলিলেন না। পর দিবস ঘোষণা করিলেন যে ব্যক্তি ঐ কন্যার অনুসন্ধান করিয়া দিবে তাহাকে বিলক্ষণ পুরস্কার প্রদান করিব।

যে স্থানে কন্যা লুক্কায়িত ছিলেন তথায় দৈবাৎ এক

জন কর্ণেল মৃগয়া করিতে গমন করেন। তিনি বন মধ্যে পরমা সুন্দরী কন্যাকে কৃষক বালার পরিচ্ছদে দৃষ্টি করিয়া তৎক্ষণাৎ অনুমান করিলেন যে কন্যার নিমিত্তে এত গোল-যোগ হইয়াছে সে এই হইবে। বস্তুতঃ কথোপকথনে তাঁহার অনুমান যথার্থই সপ্রমাণ হইল। কন্যা করপুটে প্রা-র্থনা করিলেন মহাশয়! আমি কে তাহা ব্যক্ত করিবেন না। কর্ণেল অভয় প্রদান করিলেন। কিন্তু কন্যার প্রতি তাঁহার প্রেমানুরাগ জন্মিল। ফলতঃ উভয়েই তরুণ বয়স্ক হওয়াতে পরস্পর প্রেমাসক্ত হইলেন। সম্রাট কাথেরাইনের অতি-শয় বাধ্য ছিলেন। কর্ণেল তন্নিমিত্তে রাজ্ঞীকে সবিশেষ নিবেদন করিয়া সদুপায় করিতে অনুরোধ করিলেন। পিটর এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া বরং আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন আমি কন্যার ধর্ম্মনীতি দর্শনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি অদ্যাবধি তাহার স্বামী হইলে। কিছু দিন পরে মহাসমারোহে উভয়ের বিবাহ কার্য্য সমাধা হইল। সম্রাট অধিক বদান্যতানুসারে দম্পতীর বার্ষিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন।

এই রূপে আর এক বিষয় লিখিত আছে। বিবি মনস নাম্নী এক যুবতীর সহিত পিটরের অতিশয় প্রেম হয়। কিছু দিন ঐ নারীর প্রতি তিনি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। একদা তিনি পাত্র মিত্র ও সভাসদ্ গণের সহিত একটি দুর্গ দর্শন করিতেছেন এমত সময়ে পোলিস রাজদূত জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। সম্রাট দূতের বস্ত্র মধ্যে যে সকল কাগজ পত্র ছিল তাহা সকলের সম্মুখে বদ্ধ করিতে আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু হঠাৎ একটি চিত্রপট পতিত হওয়াতে

তিনি দেখিলেন যে, তাহা তাঁহার প্রিয় নায়িকার প্রতিমূর্ত্তি। ইহা দর্শনে অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া সকল পত্র পাঠ করিলেন। কি আশ্চর্য্য! দেখিলেন যে তন্মধ্যে বিবি মনসের অনেক মদনলেখন আছে। একেকালে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া নায়িকার গৃহে গমন করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। বিবি মনস প্রবেশ করিলে তিনি দ্বার রুদ্ধ করতঃ ক্রোধভরে কহিলেন তুমি কি জন্যে পোলিস রাজদূতকে পত্র লিখিয়াছিলে? নায়িকা উত্তর করিলেন আমি এমত কোন পত্র লিখি নাই। কিন্তু সেই পত্র গুলি দিয়া দূতের মৃত্যু সংবাদ জানাতে যুবতী অশ্রুবারি সম্বরণ করিতে পারিলেন না। পিটর তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি ভৎসনা করিতে লাগিলেন। কন্যা জ্ঞান করিলেন আমাকে অবিলম্বেই কৃতান্ত ভবনে আতিথ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু সম্রাট নিজে অশ্রুপূর্ণ লোচনে কহিলেন আমি দেখিতেছি যে, স্বাভাবিক ইহা সম্বরণ করা অত্যন্ত কঠিন। তুমি আমার প্রেমের পরিবর্ত্তে বিশ্বাস ঘাতকতা প্রদান করিয়াছ। তথাপি আমি তোমাকে ঘৃণা করিতে পারিতেছি না, যদিচ আমি দেখিতেছি যে ইহা দ্বারা আমারই মূঢ়তা প্রকাশ হইতেছে। কিন্তু যদ্যপি আর অধিক কাল তোমার সহবাস করি তাহা হইলে আমাকে জনসমাজে নিতান্ত নিন্দনীয় হইতে হইবে। অতএব তুমি এস্থান হইতে এই দণ্ডে দূর হও আমি আপন রিপুকে শাসন করিব। তুমি অন্নাভাবে কষ্ট পাইবে না। কিন্তু আমি আর তোমার মুখাবলোকন করিব না। তিনি তাঁহার প্রতিজ্ঞা পালন করেন। রাজ্যের দুর প্রদেশস্থিত এক ব্যক্তির সহিত উক্ত যুবতীর বিবাহ দিলেন এবং যাবজ্জীবন

তাহাদিগের তত্ত্বানুসন্ধান করিতেন। যে ব্যক্তিরা পিটরকে লম্পট ও নিষ্ঠুর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহাদিগের মত ইহা দ্বারা মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে। ইহার পর তিনি আর অন্য স্ত্রীর মুখাবলোকন করেন নাই। কাথেরাইনের অকৃত্রিম প্রেম ও অনিবার সেবায় তিনি ঐ যুবতীর প্রেমজালে এককালে বদ্ধ হইয়াছিলেন। যদ্যপি তাঁহার অন্য কোন স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ থাকিত তাহা হইলে অবশ্যই ব্যক্ত হইত, কারণ তুষারে অতি ক্ষুদ্র ও অস্পষ্ট দাগ থাকিলেও মানবদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। বিশেষতঃ তাঁহার রাজধানী মধ্যে যে সকল বিদেশীয় দূত ও অন্যান্য লোকেরা ছিলেন তাঁহারা সকলেই তৎসংক্রান্ত সকল বিষয় স্বদেশীয় বন্ধুদিগকে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করেন। তন্মধ্যে তাঁহার দোষানুসন্ধানই অনেকে করিয়াছেন। অতএব যখন আর কেহই এই দোষ ধরিতে পারেন নাই, তখন সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, মহাত্মা সম্রাট পিটর মনুষ্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পরস্ত্রী হরণ করা মহাপাপ জ্ঞান করিতেন।

পিটর রাজধানী মধ্যে কিয়দ্দিবসমাত্র অবস্থিতি করিয়া পুনর্ব্বার রণস্থলে গমন করিলেন। তিনি প্রথমতঃ ওলোনেটজ নগরে গমন করেন। এই নগরের নিকটে একটী দুর্গ সুইডদিগের অধিকারে ছিল। রুশিয়ান সেনাপতি মারসাল সিয়ারমেটফ স্থল ও সম্রাট নিজে জল হইতে তাহা আক্রমণ করিলেন। দুই খান সুইডনীয় যুদ্ধতরি সম্রাটের হস্তগত হওয়াতে দুর্গস্থিত সৈন্যেরা আত্মসমর্পণ করিল। শত্রুদিগকে কেরিলিয়া এবং ইঙ্গ্রীয়া দেশ হইতে

দূরীভূত করাই সম্রাটের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ইতিমধ্যে মেঞ্চিকফ কয়েক খান যুদ্ধতরি হস্তগত করেন। পিটর নিজে কাল্‌টজি দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন।

এই দুর্গটী অধিকার করিয়া পিটর আর একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে মনস্থ করিলেন। ১৬ই মে দিবসে এই দুর্গ প্রস্তুত হয়। পিটর ইহার নাম পিটরস্বর্গ রাখিলেন। এস্থলে ইহা বলা যাইতে পারে যে, কাল সহকারে এই দুর্গ মধ্যে অনেক লোকের বসতি হওয়াতে ইহা এক প্রধান নগর হয়, এবং এক্ষণে রুশিয়া দেশের রাজধানী হইয়াছে। এই দুর্গ রক্ষার্থে সম্রাট আর একটী উপদুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ইহার নাম ক্রুটান্স। ইহা এমত প্রাচীর-বদ্ধ নগর যে, হঠাৎ কোন শত্রু—যত বলবান হউক না কেন—ইহা লইতে পারে না, ১৮৫৪।৫৫ অব্দে ইংরেজ ও ফরাশিসেরা এই নগর কোনমতে লইতে পারেন নাই।

নিভা নদীর উপরে একটী নূতন নগর নির্ম্মাণ করিয়া তাহা রাজধানী করা সম্রাটের অত্যন্ত বাসনা ছিল। কিন্তু যে স্থান মনোনীত করেন তাহা কোনমতে উত্তম ছিল না, চতুর্দ্দিগে জলাশয় থাকাতে কর্ম্মকারদিগের সর্ব্বদা পীড়া হইত। আর কথিত আছে যে, নগর নির্ম্মাণোপযোগী কোন যন্ত্র ছিল না, কর্ম্মকারেরা বস্ত্র মধ্যে মৃত্তিকা ও প্রস্তর আনিত, কিন্তু যে স্থানে উৎসাহ আছে সে স্থানে সকলের কখন অভাব হয় না, পাঁচ মাসের মধ্যে পিটরস্বর্গ নগর কতকগুলি দরিদ্র ধীবরের বাসস্থান হইতে এক প্রধান বাণিজ্য স্থান হইয়া উঠিল এবং প্রায় ৩০,০০০ লোকে তন্মধ্যে বসতি করিল।

পিটর যদ্যপিও খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী যাজকদিগের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিতেন না, তথাপি তিনি যথার্থ ধার্ম্মিক ছিলেন। যথায় তথায় অবস্থিতিকালীন জাতিভেদ বা ধর্ম্ম ভেদ না করিয়া তিনি সকল স্থানেই ব্রহ্মোপাসনা করিতেন। কপটবেশী লোকেরাই বাহ্যিক ধর্ম্ম পরায়ণতা প্রদর্শন করে, তাহারা পুরোহিতদিগের পদধূলি মস্তকে দেয় ও লোকসমাজে দেখায় আমি বড় ধার্ম্মিক। বস্তুতঃ তাহারাই অধার্ম্মিকের চুড়ামনি। পিটর ইহা বিলক্ষণ বুঝিতেন, তিনি জানিতেন যে ধর্ম্মই হউক না কেন, এক পরমেশ্বরকে আরাধনা করাই সকলেরি উদ্দেশ্য। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টীয়ান কি ইহুদি সকলেই বিশ্বাস করেন যে, এক জন সর্ব্বশক্তিমান আছেন, তিনিই সকল বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার উপাসনা করাই পরম ধর্ম্ম। তবে প্রভেদ এই কোন২ মনুষ্য আপনি অজ্ঞলোক দিগের নিকটে ঈশ্বর, তদবতার, তৎপুত্র কিম্বা তৎপ্রেরিত বলিয়া বিখ্যাত হইবার জন্যে কয়েক ভ্রমমূল বিষয় প্রচলিত করিয়া অনেক লোকের মনে কুসংস্কারের বীজ বপন করিয়াছে। সেই সকল ভ্রম মন হইতে দূর করিলে সকল ধর্ম্ম একই বোধ হয়। যে ব্যক্তি যথার্থ পরমেশ্বরের প্রতি প্রেম করেন তাঁহাকে স্থান, মনুষ্য বা জাতি অন্বেষণ করিতে হয় না; তিনি জানেন যে সকলেই এক ব্রহ্মের পুত্র, মনুষ্যেরাই অহংকারে মত্ত হইয়া ভেদাভেদ করে। পিটর ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন; তথাপি প্রজাদিগের সন্তোষার্থে পিটরস্বর্গ নগরে এক ধর্ম্মালয় প্রস্তুত করিয়া মস্কাউ নগর হইতে কয়েক জন যাজককে তথায় উপাসনা পাঠ করিতে আনয়ন করিলেন। তদ্ব্যতিরিক্ত বিদে-

শীয় কর্ম্মকার ও বণিক দিগকে আহ্বান করতঃ তথায় নিজ২ ব্যবসা করিতে আজ্ঞা দিলেন। তাহাদিগের বাসের নিমিত্তে তিনি নিজে উত্তমোত্তম অট্টালিকা প্রস্তুত করিলেন।

নূতন রাজধানী প্রস্তুত করিতে কর্ম্মকারেরা অতিশয় কষ্ট পায়, সহস্র২ লোক পীড়ায় ও বাসস্থানাভাবে অকালে কাল হস্তে আত্ম সমর্পণ করে, তন্নিমিত্তে সকলে অতিশয় অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। যাজকেরা এই সুযোগে আপনাদিগের প্রভুত্ব স্থাপিত করিতে চেষ্টা পাইলেন। গ্রীক ও রোমীয় সম্প্রদায়ের সকল ধর্ম্মালয়ে যিশুখৃষ্টের মাতা মেরীর প্রতিমূর্ত্তি থাকে। কতকগুলি পুরোহিত কৌশল করিয়া এক প্রতিমূর্ত্তির মধ্যে কিঞ্চিৎ তৈল এমত করিয়া রাখিলেন যে, সময়ে২ এক এক ফোঁটা চক্ষু হইতে বাহির হইত। তাঁহারা ঘোষণা করিলেন যে দেবী লোকদিগের দুঃখে দেখিয়া রোদন করিতেছেন। শাসনকর্ত্তা কাউণ্ট গলফকীন একদা ভজনালয়ে অনেক লোকের সমাগম দেখিয়া ভীত হইলেন এবং তদ্দণ্ডে সম্রাটকে নগরে আসিতে অনুরোধ করিলেন। পিটর বুঝিতে পারিলেন যে পুরোহিত মহাশয়েরা এক কাণ্ড করিয়া বসিয়াছেন, অতএব রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া দেবীর প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে আনিতে আজ্ঞা দিলেন। প্রতিমূর্ত্তির সকল আভরণ উন্মোচন করিবামাত্র চাতুরী প্রকাশ হইল, এবং লোকেরাও বুঝিতে পারিল যে, দেবী সৎকর্ম্ম দর্শন করিয়া কখন রোদন করেন না।

নূতন রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়া পিটর রুশিয়া দেশের ভাবী শ্রীবৃদ্ধির সূত্রপাত করিয়াছিলেন। মস্কাউ নগর দেশ

মধ্যস্থিত হওয়াতে বাণিজ্যের উপযুক্ত স্থান নহে। প্রাচীন কুলীনেরা পৈতৃক বাসস্থান ত্যাগ করিয়া পিটরস্বর্গে আসিতে অতিশয় অনিচ্ছুক হইলেন। সম্রাট অসীম ক্ষমতাশালী না হইলে তাঁহাদিগকে নূতন রাজধানীতে বাস করাইতে সমর্থ হইতেন না। আমষ্টারডম নগর দর্শনাবধি তাঁহার সমুদ্র-তটে রাজধানী প্রস্তুত করিবার ইচ্ছা জন্মে। পিটরস্বর্গ নগর আরব, ওলন্দাজ দিগের রাজধানীর ন্যায় নির্ম্মিত হইল।

পিটরস্বর্গনগর প্রস্তুত হইবার পাঁচ মাস পরে এক খানি ওলন্দাজী বাণিজ্য তরি তথায় উপস্থিত হইল। পিটর ইহাতে কত আনন্দিত হইলেন তাহা বর্ণনাপেক্ষা সহজে অনুভব করা যাইতে পারে। তাঁহার চিরাভিলাষ পরিপূর্ণ হইবার উপায় হইল। স্থইডদিগকে দুরীভূত করা তাঁহার নিতান্ত বাসনা ছিল। প্রথমতঃ যখন যুদ্ধতরি নির্ম্মাণ করেন তখন সেনাপতি গরডন জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন, মহারাজের বাণিজ্যস্থান নাই, অতএব কি নিমিত্তে এই সকল রণতরি নির্ম্মাণ করিতেছেন? তিনি উত্তর করেন আমার যুদ্ধতরি সকল, বাণিজ্য স্থান করিয়া লইবে। তাঁহার এই আশা সম্পূর্ণ হইল।

নূতন ওলন্দাজ বণিককে পিটর মেঞ্চিকফের বাটীতে আনয়ন করিয়া যথোচিত সমাদর করেন। তাহার সকল দ্রব্য তিনি ও তাঁহার সভাসদেরা ক্রয় করিলেন। বণিককে কিছু শুল্ক দিতে হয় নাই তন্নিমিত্তে সে অনায়াসে বিপুল অর্থোপার্জ্জন করিল। তাহার গমন কালে পিটর পাঁচ শত টাকা পুরস্কার দিলেন। অনন্তর আর দুই খান ওলন্দাজী ও ইংরেজী তরি উপস্থিত হয়। ঐ বণিক দিগকেও পিটর

পূর্ব্বমত বিনা শুল্কে দ্রব্যবিক্রয় করিবার অনুমতি ও যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান করেন। অচিরকালেই প্রজারা অন্যান্য দেশস্থ লোক দিগের ন্যায় সভ্য ও বাণিজ্যানুরক্ত হইবে ইহা ভাবিয়া পিটর অপার আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন।

যৎকালীন পিটর নূতন রাজধানী সুসজ্জ করেন তৎকালীন চারল্‌স পোলাণ্ড দেশে একাধিপত্য করিতে ছিলেন। আগষ্টসকে দুরীভূত করিয়া পোলাণ্ড দেশের মহাসভাকে কহিলেন আর এক জনকে রাজ্য দাও। দুর্ভাগ্যবশতঃ আগষ্টস পোল দিগের প্রিয়পাত্র ছিলেন না। ১৭০৪ খৃঃ অব্দে ১৪ই ফেব্রুয়ারি মহাসভা ঘোষণা করিলেন সাক্সনির ইলেক্টর আগষ্টস পোলাণ্ড দেশের রাজত্ব হারাইলেন। পিটর এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে মহাসভাকে লিখিলেন মহাশয়েরা সাবধানে কার্য্য করিবেন, নচেৎ আমি সহজে ছাড়িব না, কিন্তু কেহই তাঁহার বাক্যে কর্ণপাতও করিলেন না। সুইডনাধিপতির অনুরোধ-পরতন্ত্র হইয়া মহাসভা ষ্টানিখলেয়স লিজিনস্কী নামা এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে পোলাণ্ডের ঈশ্বর করিলেন।

আগষ্টস এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ষ্টানিস লেয়সকে রাজবিদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু শত্রুকে গালি দেওয়া ব্যতিরেক তাঁহার অন্য ক্ষমতা ছিল না। চারল্‌স সকল স্থানে সাক্সন সৈন্যদিগকে পরাজিত করিতে লাগিলেন। পিটর দেখিলেন যে রাজ্যচ্যুত ভূপতির দ্বারা তাঁহার কোন উপকার হইবে না। বস্তুতঃ অন্য কাহার সাহায্য লইবার তাঁহার প্রয়োজন ছিল না। তাঁহার সৈন্যেরা [illegible] পরাক্রান্ত হইতে ছিল। না হইবার বিষয় কি?

চেষ্টা করিলে না হয় ইহা কোন্ ব্যক্তি কোন্ কালে কোন্ দেশে দর্শন বা শ্রবণ করিয়াছেন।

পিটর আগষ্টসের সাহায্যার্থে লিথুনিয়া প্রদেশে দ্বাদশ সহস্র সৈন্য প্রেরণ করিলেন, এবং নিজে বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে নারভা নগরে চলিলেন। ইতি মধ্যে মারশল সিয়রমেটফ ডরপট নগর আক্রমণ করেন। এই নগর পেপিস হ্রদের নিকটে স্থাপিত আছে। রুশিয়ানেরা জলে স্থলে দৃঢ়তররূপে আক্রমণ করিল। পিটর নিজে তথায় উপস্থিত হইলেন। ছয় সপ্তাহের পর নগর রক্ষক ডরপট রক্ষা করা অসম্ভব দেখিয়া আত্ম সমর্পণ করিলেন। কিন্তু রুশিয়ান সৈন্যেরা সামরিক নিয়মের সম্পূর্ণ বিপরীতে নিরাপরাধী ও নিরস্ত্র নগরবাসীদিগকে বধ ও প্রপীড়িত করিল। স্ত্রী, পুরুষ, বালক, ও বৃদ্ধ কেহই অসভ্যদিগের দৌরাত্ম্য হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। মনুষ্য ক্রোধ-পরতন্ত্র হইয়া যে সকল কুকর্ম্ম ও দৌরাত্ম্য, করিতে পারে সে সমস্ত এক্ষণে হইয়াছিল। পিটর নগরবাসিদিগের কষ্ট দেখিয়া করুণারসে আর্দ্র হইলেন এবং খড়্গহস্ত হইয়া সৈন্যদিগকে ক্ষান্ত হইতে কহিলেন, তাহাতে যে কেহ তাঁহার আজ্ঞা পালন করে নাই তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ কৃতান্ত ভবনে প্রেরণ করিলেন। সুশৃঙ্খলা ও শান্তি পুনর্ব্বার নগর মধ্যে স্থাপিত হইলে, সম্রাট শোণিতাক্ত খড়্গ হস্তে লইয়া হোটেল ডিভিলি নামক বাটীতে গমন করেন। তথায় কতক গুলি নগরবাসি লোক প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া ছিল। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন তোমরা বোধ করিওনা যে তোমাদিগের বন্ধু গণের শোণিতে আমার খড়্গ রক্তবর্ণ হইয়াছে; তোমাদিগের

জীবন রক্ষার্থে এই অসি দ্বারা আমার সৈন্য দিগকে বধ করিয়াছি। তাঁহার এই মাহাত্ম্য দর্শনে সকলেই কৃতজ্ঞতা-রসে দ্রবীভূত হয়। এইরূপে সমস্ত লিভোনিয়া পিটরের হস্তগত হয়। মেঞ্চিকফ এই দেশের শাসনকর্ত্তা হইলেন।

বল্টীক সমুদ্রের পূর্ব্বপার্শ্বস্থিত সকল জয় করিয়া পিটর পোলাণ্ড দেশে যুদ্ধ করিতে মনস্থ করিলেন। তন্নিমিত্তে পুনর্ব্বার দ্বাদশ সহস্র সৈন্য আগষ্টসের সাহায্যার্থে প্রেরিত হয় (১৭০৫)। সম্রাট নিজে উইল্না এবং মারশল সিয়রমেটফ মিট নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে স্নুইডনীয় সেনাপতি লিয়নহপ্ট সিয়র মেটফকে জিময়রস নগরে আক্রমণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে জয় লাভ করেন। প্রায় ৬০০০ রুশিয়ান ও ২০০০ স্নুইড প্রাণ ত্যাগ করে। সিয়রমেটফ এই রণে গুরুতর রূপে আহত হয়েন। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া পিটর তৎক্ষণাৎ সেনাপতি রিপেনকে মিট নগর আক্রমণ করিতে প্রেরণ করিলেন। রেপিন অতিশীঘ্র উক্ত নগর অধিকার করিলেন। কতকগুলি স্নুইড সৈন্য কৌরলাণ্ড দেশের মৃত ভূপতি দিগের কবর খনন করিয়া তন্মধ্যস্থিত অলংকার ও অর্থ হরণ করিয়াছিল। রুশিয়ান সৈন্যেরা এই ব্যাপার দর্শনে অতিশয় দুঃখিত হইল এবং একবাক্য হইয়া কহিল স্নুইডনীয় সেনাপতি যদি এমত লিখিয়া না দেন যে, আমরা এই কর্ম্ম করি নাই, কিন্তু তাঁহার সৈন্যেরা করিয়াছে তাহা হইলে আমরা এই স্থান রক্ষা করিবার ভার লইব না। সেনাপতি তাহা লিখিয়া দিলেন, ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, পিটর সৈনাদিগকে শারীরিক এবং মানসিক উভয় গুণেই অলংকৃত করিয়া-

ছিলেন। এই সময়ে শীতকাল উপস্থিত হওয়াতে উভয় দল রণে ক্ষান্তি দিয়া শিবির মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিল। সম্রাট মস্কাউ নগরে প্রস্থান করিলেন।

১৭০৬ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভে চারল্স গ্রডনো নগরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। আগষ্টস বিষম শত্রুর আগমনে তৎক্ষণাৎ সাক্সনি দেশে পলায়ন করিলেন। পিটর এই ব্যাপার শ্রবণ করিয়া হতভাগ্য নৃপতির সহায়তা করিতে গমন করিলেন। সেনাপতি মলেশবর্গ ১২০০০ সাক্সন এবং ৬০০০ রুশিয়ান সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইতে ছিলেন, এমত সময়ে সেনাপতি রেনসাইল্ড তাঁহাকে ফ্রয়েনষ্টাদ নগরে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন। প্রায় সকল সৈন্য হত হয়, কয়েক শত লোক মাত্র প্রাণ বাঁচাইয়া পলায়ন করে, কিন্তু তন্মধ্যে প্রায় সকলেই গুরুতররূপে আহত হইয়াছিল। এই সময়ে উভয় দলের সেনাপতিরা সামরিক নিয়মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে নানা অত্যাচার করিতেন, তন্মধ্যে সুইডদিগের চরিত্র অধিক নিন্দনীয়। পিটর এই যুদ্ধের পর ঘোষণা করেন যে, সুইডনীয় সেনাপতিরা যুদ্ধের তিন দিবস পরে কতকগুলি কসাককে বধ করেন। ইহা সত্য বোধ হইতেছে, কারণ, রাজা ষ্টানিসলেয়স কহিয়াছেন যে, এক দিবস এক জন রুশিয়ান সৈনিক পুরুষ প্রাণ ভয়ে তাঁহার নিকটে রক্ষার্থে আইসেন। উক্ত যোদ্ধা নৃপতির পরিচিত ছিলেন, তন্নিমিত্তে তিনি তাঁহার জীবন রক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সুইডনীয় সেনাপতি মীনবক, রাজার বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া তৎক্ষণাৎ এক পিস্তল দ্বারা হতভাগ্য যোদ্ধার প্রাণ বধ করিলেন।

আগষ্টসের ২০,০০০ সৈন্য ছিল। তিনি এই দল সমভিব্যাহারে পুনর্ব্বার পোলাণ্ড দেশে উপস্থিত হইলেন। পিটর গ্রডনো নগরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তর উৎসাহ প্রদান করেন। ইতিমধ্যে আষ্ট্রাকান নগরে এক বিদ্রোহ হওয়াতে সম্রাট তথায় যাইতে বাধ্য হইলেন। ইহাতে আগষ্টসের সমস্ত ভরসা দূর হইল। চারল্স সাক্সনি দেশে প্রবেশ করিয়া সমস্ত দেশ উচ্ছিন্ন করিয়া রাজধানী ড্রামডেন নগর ভূমিস্যাৎ করিবার উপক্রম করিতে ছিলেন। আগষ্টস শত্রুর ভীষণ প্রতাপ দর্শনে হতবুদ্ধি হইলেন, কি করেন—কিসে রাজ্য ও মান রক্ষা হয়, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। এ দিকে শত্রু সকল নষ্ট করে, তাহাতে যাঁহার উপর ভরসা ছিল তিনিও উপস্থিত নহেন কি উপায়ে সকল রক্ষা পায়, রাজা ইহা ভাবিতে লাগিলেন, কিন্তু হয় হৃতসর্ব্বস্ব নচেৎ লজ্জাকর সন্ধি করিতে বাধ্য হওয়া ব্যতিরেকে তাঁহার আর কোন উপায় ছিল না। তিনি শেষোক্ত উপায় অবলম্বন করিতে মনস্থ করিলেন। তন্নিমিত্তে রাজা গোপনে দুই জন দূত সুইডনাধিপতির শিবিরে প্রেরণ করেন। দূতেরা রজনীয়োগে সুইড দিগের শিবিরে উপস্থিত হইয়া আপনাদিগের প্রভুর অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। যে সকল গুণে বীরদিগকে অধিক প্রশংসনীয় করে তন্মধ্যে পরাজিত শত্রুর প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করা প্রধান। প্রায় সকল জয়কারীরা এই গুণযুক্ত ছিলেন। ভীষণ গেঞ্জিস খাঁ যখন আফগানস্থান আক্রমণ ও সমস্ত দেশবাসী লোক দিগকে বধ করিয়া রাজকুমারের পশ্চাৎ২ ধাবমান হয়েন, তখন ঐ নৃপতি তনয় অশ্বোপরি সিন্ধুনদী মধ্যে ঝম্প

দিয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। কয়েক জন মঙ্গল তাঁহার পশ্চাৎ২ গমন করে, কিন্তু তিনি সকলের প্রতি শর নিঃক্ষেপ করিয়া তাহারদিগকে বধ করেন। গেঞ্জিস তাঁহার সাহস দর্শনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া আর কাহাকেও তদীয় প্রাণ বধ করিতে দিলেন না। মহাবীর আলেক্জণ্ডার পরুসরাম রাজার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করেন তাহা অনেকেই অবগত আছেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ চারল্‌সের এই গুণ ছিল না। তিনি অবিচলিত চিত্তে সাক্সন দূত দ্বয়কে কহিলেন যদ্যপি তোমাদিগের প্রভু চিরকালের নিমিত্তে পোলাণ্ড রাজ্য ত্যাগ করেন, তাহা হইলে আমি রণে ক্ষান্ত হইলাম।

যাহারা নিজে অক্ষম, তাহারা কখনই অন্য লোকের সাহায্যে সাহসী হইয়া কোন কর্ম্ম করিতে পারে না, তাহারা সর্ব্বদাই ভয় করে যে, যদি সফল না হয় তাহা হইলে প্রাণান্ত ও সর্ব্বস্বান্ত হইব। তন্নিমিত্তে সর্ব্বদাই বিলম্ব করে— সুযোগ উত্তীর্ণ হয়—সুতরাং তাহারা কখনই অভিলষিত বস্তু লাভ করিতে পারে না। যখন আগষ্টস এই রাজপদানুচিত সন্ধি করিতে ছিলেন, তখন রাজকুমার মেঞ্চিকফ প্রায় ৩০,০০০ সৈন্য লইয়া তাঁহার শিবিরে উপস্থিত হইলেন। ইতিমধ্যে সুইডনীয় সেনাপতি মেয়রফিল্‌ড ১০,০০০ সৈন্য লইয়া সাক্সন ও রুশিয়ান সৈন্যদিগকে কেলাই নগরে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু নারভার রুশিয়ান ও কেলাইএবং রুশিয়ান দিগের মধ্যে অনেক প্রভেদ ছিল। মেয়রফিল্‌ড জানিতেন না যে, অষ্ট সহস্র সৈন্য লইয়া অশীতি সহস্র সৈন্যকে পরাজিত করিবার কাল উত্তীর্ণ হইয়াছিল। মেঞ্চিকফ অনায়াসে তাঁহাকে পরাজিত ও হত করিলেন। প্রায়

তিন সহস্র লোক প্রাণ ত্যাগ করে, ৪০০০ শত্রু হস্তে পতিত হয়, এবং অবশিষ্ট অংশ ছিন্নভিন্ন, আহত, এবং নিরস্ত্র হইয়া পলায়ন করিল। রুশিয়ান দিগের অপেক্ষাকৃত অল্পলোক হত হয়। মেঞ্চিকফ অতিশয় সমারোহে ওয়ার্স নগরে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু আগষ্টসের হর্ষবিষাদ হইল। তিনি অতিশয় নম্রভাবে চারল্‌সকে লিখিলেন, মহাশয়, সম্প্রতি যে যুদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে আমি কিছুমাত্র হস্তার্পণ করি নাই, অতএব ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হয়।

কিন্তু আগষ্টসকে ইহা অপেক্ষা অধিক অপমান সহ্য করিতে হইয়াছিল। তিনি নিজে সুইডনীয় বীরের শিবিরে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে গমন করিলেন। চারল্‌স পরাজিত বৈরির প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন না করিয়া অহংকার পূর্ব্বক কহিলেন মহাশয়কে পোলাণ্ডের সিংহাসন ত্যাগ করিতে এবং পিটরের দূত পাটকলকে আমার হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। আগষ্টস ইহাতেই সম্মত হইলেন।

আমরা পূর্ব্বে পাটকলের বিষয় লিখিয়াছি। এই ব্যক্তি লিভোনিয়া দেশে জন্মগ্রহণ করেন। লিভোনিয়া যখন চারল্‌সের অধীন ছিল, তখন তিনি কয়েক জন স্বদেশীয় বন্ধু সমভিব্যাহারে রাজার নিকটে দেশের কুশাসন প্রণালী দূর করণার্থ গমন করেন। রাজা তাঁহার বক্তৃতা শক্তি ও সদ্গুণ দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া কহিয়াছিলেন, তুমি অতিশয় সাহসী ব্যক্তি, আমি তোমাকে যথার্থ স্বদেশহিতৈষী দেখিতেছি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, রাজা কিয়দ্দিনানন্তর ঘোষণা করিলেন যে, তিনি রাজবিদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক। পাটকল প্রাণভয়ে প্রথমে আগষ্টসের, তৎপরে পিটরের নি-

রুটে গমন করেন। সম্রাট অতিশয় গুণগ্রাহী ছিলেন, তিনি কিছু দিন পরে পাটকলকে দূতস্বরূপ ওয়ার্স নগরে পাঠাই-লেন। নিস্তেজঃ আগষ্টস চারল্‌সের তাড়নায় হতভাগ্য দূতকে কনগীষ্টেন দুর্গে কারারুদ্ধ করেন। এদিকে পিটর অতিশয় কুপিত হওয়াতে সাক্সনরাজ তাঁহাকে পলায়ন করিতে কহিলেন; কিন্তু পাটকল তাহা করেন নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, জাতীয় নিয়মানুসারে রাজদূত অবধ্য। কিন্তু তিনি ভয়ানকরূপে নিরাশ হইলেন। চারল্‌স অতি-শীঘ্র তাঁহার প্রাণ দণ্ড করিতে আজ্ঞা দিলেন। পাটকল অতিশয় দৃঢ়তা ও অবিচল সাহস পূর্ব্বক মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন। এই কর্ম্ম দ্বারা চারল্‌সের নাম বিলক্ষণ কল-ঙ্কিত হইয়াছে।

পিটর দূতের মৃত্যু শ্রবণে ক্রোধানলে পূর্ণাহুতি প্রদান করিলেন, এবং ইউরোপস্থ তাবৎ ভূপতিদিগকে এই অত্যাচারের বিষয় পত্র দ্বারা জানাইলেন। কেহ২ তাঁহাকে জয়লব্ধ সুইডনীয় সেনাপতি দিগকে বধ করিতে কহিলেন; কিন্তু তিনি তাহাতে অতিশয় ক্রোধান্বিত হইলেন। শত্রু যেরূপ কার্য্য করে যদি তদনুরূপ কার্য্য করা যায়, তাহা হইলে গৌরব কোথায়? অনিষ্টের পরিবর্ত্তে উপকার করিলে শত্রু যেমত দুঃখিত হয়, এমত আর কিছুতেই হয় না। বিশে-ষতঃ বৈরিকে দমন করিতে হইলেও দৃষ্টান্তানুগামী হওয়া অনুচিত। দৃঢ়তা অবলম্বন পূর্ব্বক অভিলাষ সিদ্ধ করিতে চেষ্টা পাওয়াই সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলকর। সকল মহাত্মা দিগের জীবনচরিত পাঠে ব্যক্ত হইবে যে, কেহই শত্রুর ন্যায় তৎপ্রতি অত্যাচার করেন নাই।

ষ্টানিসলেয়সকে রাজ্যচ্যুত করা পিটরের প্রথম চেষ্টা হয়। তদনুসারে তিনি পোলাণ্ড দেশের অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে একত্রিত করিয়া ষ্টানিসলেয়সকে রাজা বলিয়া অস্বীকার করিতে অনুরোধ করিলেন। অতএব ঘোষণা হইল যে, পোলাণ্ড দেশের সিংহাসন শূন্য হইয়াছে। এবং যত দিন নূতন রাজা মনোনীত না করা হয়, তত দিন প্রধান যাজক রাজকর্ম্ম সমাধা করিবেন। কিন্তু ইহাতে কোন ফল দর্শিল না, কারণ, ইউরোপের প্রায় সকল রাজারা ষ্টানিসলেয়সকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া ছিলেন, এবং তিনি রাজ্যের যে যে অংশে গমন করেন তথাকার সকল লোকে তাঁহাকে ভূপতি বলিয়া সম্ভাষণ করিল।

চারল্‌স প্রায় ৫০,০০০ সৈন্য এবং বিস্তর যুদ্ধদ্রব্য লইয়া পিটরের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন। তুর্কীর সম্রাট তাঁহার সহিত একত্রিত হইতে অঙ্গীকার করিয়া ছিলেন। রাজা গর্ব্ব করিয়া কহিলেন আমি রুশিয়াদেশে গমন করিয়া যুদ্ধ করিব। চারল্‌স ভাবিয়াছিলেন যে, আগ-ষ্টসের ন্যায় পিটরকে পরাজিত করিতে পারিবেন। তাঁহার আশা ছিল যে, রুশিয়ানেরা তাঁহার নূতন নিয়ম সকল প্রচলিত করাতে অতিশয় বিরক্ত হইয়াছে, অতএব তিনি রুশিয়া দেশে গমন করিলে সকলে পিটরকে দূরীভূত করিবে। কিন্তু রাজা জানিতেন না যে, যত সভ্যতার বৃদ্ধি হয়, ততই জ্ঞান দাতার প্রতি ভক্তি জন্মে। অজ্ঞানাবস্থায় শিক্ষকের প্রতি ক্রোধ জন্মে, কিন্তু জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হইলেই উপকারকের গুণ জানা যায়। রুশিয়ার অধিকাংশ লোকে পিটরকে মনের সহিত ভাল বাসিত। তিনি আপন দুরাকাঙ্ক্ষা, সন্তোষ

কিম্বা যশঃ বৃদ্ধি করিবার জন্যে কোন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন না। রাজ্য রক্ষা, তদ্দ্বারা প্রজাদিগের সৌভাগ্যোন্নতি করাতেই তাঁহার প্রাণপণ চেষ্টা ছিল। কোন ভূপতি তাঁহার ন্যায় রাজস্ব এমত পরিমিতরূপে ব্যয় করেন নাই। তিনি প্রজাদিগের অর্থ, শরীরের শোণিতের ন্যায় জ্ঞান করিতেন। তিনি অসংখ্য সৈন্য ও যুদ্ধতরি রাখিয়া পরলোক গমন করেন, তথাপি প্রজাদিগকে ঋণগ্রস্ত, বা অন্যায় কর দ্বারা প্রপীড়িত করিয়া যান নাই। ইহা অপেক্ষা ভূপতিদিগের অধিক প্রশংসার বিষয় আর কি আছে? এবং এমত নৃপতিকে কে না অর্থে সামর্থ্যে সাহায্য করিবেন?। এই সময়ে ড্রেসডেনস্থিত ফরাশীস দূত চারল্‌স ও পিটরের মধ্যে বন্ধুতা করিবার চেষ্টা পান, কিন্তু সুইডনাধিপতি গর্ব্ব করিয়া কহিলেন, আমি মস্কাউ নগরে সন্ধি করিব। যখন পিটর এই কথা শ্রবণ করিলেন তখন ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, আমার ভ্রাতা চারল্‌স আলেক্‌জাণ্ডারের ন্যায় কার্য্য করিতে চাহেন, কিন্তু আমি ভরসা করি, তিনি আমাকে ডেরিয়স পাইবেন না।

১৭০৭ খৃঃ অব্দে চারল্‌স সসৈন্যে আল্টরানষ্টাদ নগর হইতে যাত্রা করিলেন। ড্রেসডেন নগরে তিনি আগষ্টসের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই বৎসরে ক্ষুদ্র২ যুদ্ধ হইয়াছিল। শীতকাল উপস্থিত হওয়াতে সুইডনাধিপতি লিথুনিয়া নগরে শিবির স্থাপন করিলেন। রুশিয়ান সৈন্যেরা গ্রডনো ও মিনস্ক নগরে রহিল। পিটর এই সুযোগে মস্কাউ নগরে প্রস্থান করিলেন।

১৭০৮ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভে চারল্‌স অগ্রসর হওয়াতে সম্রাট ৬০০ শরীর-রক্ষক সেনা লইয়া গ্রডনো নগরে গমন

করিলেন। চারল্‌স এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ৮০০ মাত্র সৈন্য লইয়া উক্ত নগর আক্রমণ করিলেন। রাজার আগমনে নগর-রক্ষক তাবৎ সৈন্য পলায়ন করিল, পিটর অতিশয় কষ্টে স্বাধীনতা ও প্রাণ বাঁচাইতে সমর্থ হইলেন। চারল্‌স রুশিয়ায় প্রবেশ করাতে পিটর তাঁহাকে দেশের মধ্যস্থলে আনিতে মনস্থ করিলেন। রুশিয়া অতিশয় হিম প্রধান দেশ, তথায় শীতকালে কোন শত্রু প্রবেশ করিলে অনাহারে ও তুষারে প্রাণত্যাগ করে। অতএব এই উপায় দ্বারা চারল্‌স বিনা যুদ্ধে নষ্ট হয়েন ইহা সম্রাটের কল্পনা ছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ চারল্‌স পিটরের অভিমতই কার্য্য করিলেন। তিনি যত অগ্রসর হইতে লাগিলেন পিটর তত পশ্চাতে যাইতে আরম্ভ করিলেন। এই চাতুরী বাগুরাতে পতিত হইয়াই সুইডনাধিপতি অবশেষে অশেষ দুঃখ ও যন্ত্রণা ভোগ করেন।

যখন মনুষ্যদিগের সৌভাগ্যোন্নতি হইতে থাকে, তখন তাঁহাদিগকে কোন বিশেষ বিষয়ে সন্তুষ্ট করিতে পারে না। বিকারাক্রান্ত রোগীর ন্যায় যত পান করে ততই তৃষ্ণা বৃদ্ধি হইতে থাকে। এক আশা সম্পূর্ণ হইলে নূতন২ আশার উৎপত্তি হয়। তাহারা সর্ব্বদাই দুরাকাঙ্ক্ষার পর্ব্বতারোহণ করে, অবশেষে সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে উঠিয়া গুরুত্ব না রাখিতে পারিয়া নিকটবর্ত্তী দুর্গম্য সাগরে পতিত হয়। সুইডনাধিপতি যদি এই সময়ে পিটরের সহিত সন্ধি করিতেন তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত বিস্তীর্ণ রাজ্য ও সুখ ভোগ করিতেন। কিন্তু জয়মদে মত্ত হইয়া ভূপতি পূর্ব্বাপর

বিবেচনা শূন্য হইয়া ছিলেন। তাঁহার বিবেচনা ছিল যে, ফ্রেডারিক ও আগষ্টসের ন্যায় রুশিয়াধিপতিকে পরাজিত করিবেন। তিনি এই আশায় উল্লাসিত হইয়া প্রায় ৮৮০০০ সৈন্যের সহিত রুশিয়ায় প্রবেশ করিলেন। পিটর প্রবল শত্রুকে বাধা দিতে অপ্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহার এক লক্ষ সৈন্য ছিল; এবং যদ্যপিও তাহারা সুইড দিগের ন্যায় রণ-বিশারদ ছিল না, তথাপি স্বদেশের প্রেমে উৎসাহিত হইয়া সাতিশয় সাহসে ভর দিয়াছিল।

১৭০৮ খৃঃ অব্দের ২৫শে জুন চারল্‌স বিরিজিনা নদীতটে সেনাপতি গল্‌টজকে আক্রমণ করেন। রুশিয়ানেরা অতি-শয় সাহস সহকারে যুদ্ধ করিল এবং রাজাকে কোন মতে জয়লাভ করিতে দিল না। চারল্‌স তাহাদিগের দৃঢ়তা দর্শনে কহিলেন আমি জানিলাম যে, আমরা বন্য রুশিয়ান দিগকে যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করাইয়াছি। প্রায় পাঁচ সহস্র সুইড হত হওযাতে রাজা যুদ্ধে বিরত হইলেন। চারল্‌স অত্যন্ত অপ-মানিত হইয়া এককালে মস্কাউ নগরাভিমুখে গমন করিতে মনস্থ করিলেন। পিটর তন্নিমিত্তে রাজধানীর পথ মধ্যে বহুসংখ্যক সৈন্য স্থাপন করিলেন এবং সেনাপতি দিগকে চতুঃপার্শ্বস্থিত গ্রাম ও শস্যক্ষেত্র দগ্ধ করিতে আজ্ঞা দিলেন। রাজা বরিস্থিনিক নদী পার হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পিটর কতকগুলি কসাক সৈন্যকে তাঁহার পশ্চাৎ২ গমন করিতে আজ্ঞা দিলেন। ঐ সৈন্যেরা সম্মুখ যুদ্ধ করিত না, কেবল শস্যক্ষেত্র দগ্ধ ও আহারান্বেষণকারি সুইড দিগকে আক্রমণ করিত। ইহা দ্বারা সুইডেরা অতিশয় কষ্ট পাইতে লাগিল। কসাক দিগের ভয়ে কেহই শিবিরের বাহিরে

পদার্পণ করিতে সাহসী হইত না, সুতরাং খাদ্যাভাবে অতিশয় কষ্ট পাইতে লাগিল।

চারল্‌স কিয়দ্দিনানন্তর ইউক্রেন নদীর নিকটে গমন করেন। তিনি মস্কাউ নগরে না যাইয়া কিনিমিত্তে ঐ দুর্গ স্থানে গমন করিলেন তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। পিটর উক্ত নদীর নিকটবর্ত্তী দেশ রক্ষার্থে ৩০,০০০ কসাককে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ উক্ত দেশ অত্যন্ত অনুর্ব্বরা ও হিমপ্রধান ছিল। কিন্তু শীঘ্রই গুপ্তার্থ ব্যক্ত হইল। কসাকপতি মাজেপা কোন বিষয়ে সম্রাট কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হওয়াতে রাজাকে লিখিয়াছিলেন, মহারাজ যদি এখানে আগমন করেন তাহা হইলে আমি সসৈন্যে মহারাজের সহায়তা করিব। কিন্তু চারল্‌স অতিশীঘ্রই নিরাশ হইলেন। হঠাৎ কসাক দিগের দেশে আসাতে সেনাপতি লিউয়েনহপ্ট তাঁহার সহিত একত্রিত হইতে পারেন নাই। পিটর সেনাপতিকে প্রপইস্ক নগরে সসৈন্যে আক্রমণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। লিউয়েনহপ্ট রজনীযোগে ৪০০০ সৈনা সমভিব্যাহারে সিসা নদী সন্তরণ করিয়া পলায়ন করিলেন। প্রায় ৫০০০ সৈন্য হতাহত বা শত্রুহস্তে পতিত হয়; ও স্বেতিত রুশিয়ানেরা ৭০০০ আহারীয় দ্রব্য পরিপূর্ণ শকট হস্তগত করে।

চারল্‌স এদিকে চিন্তাসাগরে নিমগ্ন ছিলেন। মাজেপা আসিতে অনেক বিলম্ব করাতে তিনি ভাবিলেন যে, কসাকপতি তাঁহাকে চাতুরীজালে বদ্ধ করিয়াছে। এই জন্যে ডেসনা নদী পার হয়েন এমত সময়ে মাজেপা ১০০০ সৈন্য সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইলেন। আরব দেশের বালুকা-

পূর্ণ মরুভূমি পার হইবার সময়ে যেমত মধ্যেহ্ন কাল্পনিক নদী বৃক্ষ ও শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র দেখিয়া তৃষ্ণাতুর ভ্রমণকারী দ্রুত বেগে সেই দিকে গমন করে। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে তথায় গমন করিয়া সম্মুখে পূর্ব্বমত অকূল বালুকা সমুদ্র দর্শনে যাদৃশ হইয়া হা হতোস্মি করে, সেইরূপ কসাকপতির আগমনে চারল্‌স চিন্তা সাগরে মগ্ন হইলেন। উক্ত সেনাপতির অধীন সকল সৈন্য পিটরের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিতে অস্বীকৃত হয়। সুতরাং চারল্‌সকে আশ্রয় দেওয়া দূরে থাকুক, তিনি নিজে রাজার শরণাগত হইলেন। রাজা এখন নিজ বিপদ্ জানিতে পারিলেন। তখন পৌষ মাস, শীতে শত২ সৈন্য প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। রুশিয়ানেরা স্বদেশে থাকাতে স্বচ্ছন্দে গরম বস্ত্র পরিধান ও সুখাদ্য খাইতে পারিল, কিন্তু হতভাগ্য সুইড সৈন্য দিগের দুঃখের আর ইয়ত্তা রহিল না। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় ইউরোপের দুই জন প্রধান বীর—চারল্‌স ও সম্রাট নেপোলিয়ন রুশিয়া আক্রমণ করিয়াই হতবল ও পরাজিত হইয়াছেন।

প্রধান মন্ত্রী কাউণ্ট পাইপর রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! শীতকাল উপস্থিত। এই স্থানে গড় প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে অবস্থিতি করুন। রুশিয়ানেরা শীতকালের নিমিত্তে স্বীয়২ শিবিরে রহিয়াছে, অতএব এক্ষণে যুদ্ধের প্রয়োজন নাই। কারণ, মহাশয়কে এই সময়ে আর আক্রমণ করিবে না। কিন্তু রাজা এই পরামর্শ অগ্রাহ্য করাতে মন্ত্রী কহিলেন তবে আর এক কর্ম্ম করিতে আজ্ঞা হয়। পোলাণ্ড দেশে গমন করুন। মহারাজ নিজে ষ্টানিসলেয়সকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়াছেন অতএব তাঁহাকে বজায় রাখা মহাশয়ের সর্ব্ব-

তোভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু চারল্স এককালে হিতাহিত বিবেচনা শূন্য হইয়াছিলেন। তিনি আপন বিপদ্ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া গর্ব্ব করিয়া কহিলেন, আমি অবশ্যই মস্কার্ড নগরে গমন করিব। গ্রীষ্মকালের প্রারম্ভে ইউক্রেন নদী পার হইয়া অনেক গ্রাম দগ্ধ করতঃ অগ্রসর হইলেন, কিন্তু দেশের সকল অংশ উত্তমরূপে না জানাতে পূর্ব্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। এইরূপে তিন মাস পর্য্যন্ত ইতস্ততঃ বৃথা ভ্রমণ করাতে তাঁহার সেনাদল দিন২ হতবল হইতে লাগিল। পরিশেষে রাজা ভরস্কানা নদী পার হইয়া পল্টয়া গ্রামে উপস্থিত হইলেন। চারল্স ১৫০০০ সৈন্যের সহিত ঐ দুর্গ আক্রমণ করিলেন। পিটর সুইডনাধিপতির পল্টয়া আক্রমণ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, ৬০,০০০ সৈন্যের সহিত যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। দুর্গ মধ্যে অল্পমাত্র সৈন্য থাকাতে রাজকুমার মেঞ্চিকফ কয়েক সহস্র সৈন্যের সহিত কাল্পনিক যুদ্ধ সজ্জা করিলেন। চারল্স তাঁহাকে দূরীভূত করিবার জন্যে তৎক্ষণাৎ শিবির হইতে বাহির হইলেন। ইত্যবসরে ২০০০ লোক অনেক খাদ্য দ্রব্য লইয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। চারল্স এই কৌশল দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

পিটর দেখিলেন যে অতিশীঘ্র এক তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইবে; অতএব সৈন্যদিগকে সুসজ্জ করিতে লাগিলেন। ১৭ খৃঃ অব্দে যুদ্ধারম্ভ হইল। চারল্স কিছু দিন পূর্ব্বে আহত হয়েন, তথাপি এক পাল্কী আরোহণে সৈন্য দিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। উভয় নৃপতিই অসাধারণ সাহস ও রণ-পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেন। পিটরের সমস্ত বস্ত্র মধ্যে গুলি প্রবেশ করিয়াছিল, চারল্সের পাল্কী চূর্ণ হওয়াতে তিনি

সৈন্যদিগের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া রণস্থলে ভ্রমণ করেন। এইরূপে দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত অনিবার যুদ্ধ হয়। পরিশেষে পিটর অনেক সৈন্য লইয়া নিজে ঘোরতর আক্রমণ করাতে সুইডেরা আর যুদ্ধ করিতে পারিল না। তাহাদিগের শ্রেণী ভঙ্গ হওয়াতে রুশিয়ান অশ্বারোহীরা, মধ্যে পড়িয়া মহামারী আরম্ভ করিল। সুইড সৈন্য দিগের মধ্যে হাহাকার ধ্বনি হইতে লাগিল। ধূমে চতুর্দ্দিক অন্ধকার, বজ্রতুল্য তোপ-ধ্বনি, আর, পলাও পলাও, মার মার, ব্যতিরেকে অন্য কোন শব্দ শ্রবণ করা গেল না। চারল্‌স এই ব্যাপার দর্শনে দ্রুত-বেগে যাইয়া তুর্কী রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। এইরূপে এক যুদ্ধে অজয় চারল্‌স পরাজিত ও এককালে নির্ব্বল হইলেন, প্রায় দশ সহস্র সৈন্য হত হয় এবং ৩০০০ লোক অনেক সেনাপতি এবং কাউন্‌ট পাইপর শত্রু হস্তে পতিত হইলেন। অত্যল্প লোকে প্রাণ বাঁচাইয়া পলায়ন করে।

যে দিবস এই মহাযুদ্ধ হয়, সেই দিবস স্বায়ংকালে পিটর সকল রুশিয়ান ও জয়লব্ধ সুইডনীয় সেনাপতি দিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সকলে ভোজন করিতেছেন ইতিমধ্যে সম্রাট এক পাত্র সুরা হস্তে করিয়া কহিলেন, যাঁহারা আমা-দিগকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করাইয়াছেন, সেই গুরু মহাশয়-দিগের মঙ্গলার্থে পান করিতেছি। সেনাপতি রেনসাইল্‌ড ইহা শ্রবণে জিজ্ঞাসা করিলেন কাহারা মহারাজের গুরু। সম্রাট উ-ত্তর করিলেন হে সাহসী সুইডনীয় যোদ্ধারা! তোমরা আমা-দিগের গুরু। সেনাপতি ঈষৎ হাস্য করতঃ বলিলেন মহা-রাজের গুরুদিগকে এত কষ্ট দেওয়া অনুচিত কর্ম্ম হইয়াছে।

পিটর ইহা শ্রবণে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া সেনাপতির যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন।

* লিখিত আছে যে, চারল্‌স তুর্কী দেশে যাইবেন ইহা শ্রবণ করিয়া পিটর তাঁহাকে তথায় আগমন করিতে লিখেন। তিনি কহিয়াছিলেন আমি আপনাকে রুদ্ধ করিয়া রাখিব না, বরং উভয়ের মঙ্গল-সূচক এক সন্ধি করিব। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সত্য বোধ হয় না, কারণ, এক জন রাজদূত ব্যতিরেকে আর কোন ইতিবেত্তা ইহার বিষয় উল্লেখিত করেন নাই। পিটরের স্বলিখিত জীবন বৃত্তান্তেও ইহার বিষয় কিছু লিখিত নাই। যাহাহউক পিটরের স্বভাব দেখিয়া বলা যাইতে পারে যে, ইহা নিতান্ত অসম্ভব নহে। পলটয়া যুদ্ধের দিবস সায়ং কালে কয়েক সহস্র সৈন্য সেনাপতি লিউয়েনহপ্টকে আক্রমণ করিতে গমন করে। পিরিয়লকনা নগরে মেঞ্চিকফ তাঁহকে আত্ম সমর্পণ করিতে কহেন। সেনাপতি পলটয়ার, যুদ্ধ ও প্রভুর পরাজয় শ্রবণ করিয়াছিলেন, অতএব আর অধিক কাল যুদ্ধ করা বৃথা শোণিতপাত মাত্র জ্ঞান করিয়া সসৈন্যে আত্ম সমর্পণ করিলেন। প্রায় ১৪০০০ সৈন্যকে পিটর সাইবিরিয়া দেশে বসতি করিতে প্রেরণ করিলেন। বেল সাহেব কহেন পিটরের কোন২ চরিতাখ্যায়ক লিখিয়াছেন যে, তিনি এই কর্ম্ম স্বাভাবিক ও সামাজিক নিয়মের বিরুদ্ধে করেন। কিন্তু ইহা দ্বারা সাইবিরিয়া দেশের উন্নতি হওয়াতে সাম্রাজ্যের যে উপকার হইয়াছে তদ্দ্বারা বোধ হইতেছে যে, এই কর্ম্ম উত্তমই হইয়াছিল। বরং চারলসকে দোষী কহা উচিত, কারণ, তাঁহার মূর্খতাতেই তাঁহার সহস্র২ প্রজা রণ-স্থলে হত হইয়াছে বা বিদেশে জীবন যাপন করিয়াছে। যদ্যপি

আপনার উপকারের জন্যে পরধন হরণ বা পরের মন্দ করা নীতিসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে এই কর্ম্ম মন্দ হয় নাই, নচেৎ জাতীয় নিয়মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচরণ হইয়াছিল। জয়লব্ধ ব্যক্তিয়া যুদ্ধশেষে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে পারে, তাহা-দিগকে বলপূর্ব্বক কোন কর্ম্ম করান বা বিদেশে প্রেরণ করা অতিশয় মন্দ কর্ম্ম বলিয়া মনুষ্য সমাজে পরিগণিত আছে। পিটর যে ইহা অন্যায় করিয়াছিলেন, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

এইরূপে এই ভয়ানক যুদ্ধানল নির্ব্বাণ হইল। চারল্স পিটরের চরিত্র দর্শনে প্রকাশ হইবে যে, সুইডনাধিপতি তাঁহার শত্রু অপেক্ষা অনেক বিষয়ে নিকৃষ্ট। রাজা দুই জন ভূপতিকে পরাজিত করিয়া ভাবিয়াছিলেন যে, সহজেই পিটরকে তদীয় পদতলে নিক্ষেপ করিবেন। তিনি আপন ক্ষমতার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। শাণিত খড়্গে মনুষ্য বা সিংহের মস্তক চ্ছেদন করা যায়। কিন্তু তদ্দ্বারা কঠিন-তর বৃক্ষ চ্ছেদ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া বাতুলের কর্ম্ম মাত্র। রাজা কেবল যশোলাভের জন্যে যুদ্ধ করিতেন, তাঁহার আর কোন বিশেষ অভিসন্ধি ছিল না। কিন্তু পিটর প্রজাদিগের সুখ-সাধন করিবার নিমিত্তে অস্ত্র ধারণ করেন, এবং অতিশয় বুদ্ধি ও দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়া পরিশেষে কৃতকার্য্য হইলেন। এই যুদ্ধে তিনি যদি পরাজিত বা জয়ী হইয়া হত, হইতেন তাহা হইলে বোধ হয় এখনও রুশিয়ানেরা সভ্যজাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত না। ইউরোপের অন্যান্য রাজা-রাও চারল্সের পতনে সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি এমত অহং-কারী ছিলেন যে, সকলেই তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন,

বোধ করি, তিনি যদ্যপি পলটয়া যুদ্ধে জয় লাভ, করিতেন সুতরাং রুশিয়াদেশ নষ্ট করিতে পারিতেন তাহা হইলেও তাঁহার যুদ্ধ-জয়-আকাঙ্ক্ষা দূর হইত না। যেরূপ নেপোলিয়নকে দমন করিতে সকল রাজারা অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপে তাঁহারও পতন সাধন হইত।

চারল্‌সের পতন হওয়াতে আগষ্টস্‌ পুনর্ব্বার অস্ত্র ধারণ করিলেন। ষ্টান্সিলেয়স যুদ্ধ করিতে অক্ষম হইয়া তদ্দণ্ডে তুর্কীদেশে পলায়ন করিলেন। পিটর লিভোনিয়া, ইঙ্গ্রীয়া এবং ফিনলাণ্ডের কিয়দংশ স্বীয় রাজ্যাধীন করিলেন। সম্রাট কিছু দিন পরে প্রুশিয়া দেশের ভুপতির সহিত সন্ধি করতঃ সুইডদিগের সকল দুর্গ আক্রমণ করেন। যে রিগানগরে পূর্ব্বে অপমান সহ্য করিয়াছিলেন, সেই রিগানগর তাঁহার হস্তে পতিত হইল।

চারল্‌স তুর্কীদেশে পলায়ন করিয়া তথাকার বাদশাহ ও পিটরের মধ্যে যুদ্ধ ঘটাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বাদশাহ রাজার অনুরোধ পরতন্ত্র হইয়া যুদ্ধই স্থির করিলেন। পিটর কৃষ্ণ সমুদ্রের নিকটে অনেক যুদ্ধতরি নির্ম্মাণ করেন, তদ্দ্বারা সুলতান অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ ক্রীমিয়া দেশের ভুপতি আজফনগর হারাইয়া পিটরের অতিশয় শত্রু হয়েন। তাঁহার অনুরোধে বাদশাহ আরো ক্রোধান্বিত হইলেন। সুইডনাধিপতির দূত পনিরটস্কি বলিলেন যে, রুশিয়ানেরা ক্রমশঃ তুর্কী রাজ্যের চতুঃপার্শ্বস্থিত সকল স্থান জয় করিবার চেষ্টা পাইতেছে, অতএব এই সময়ে দুরাত্মাদিগকে সমুচিত দণ্ড প্রদান না করিলে দেশের মঙ্গল নাই। সুলতান যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে

সেই সময় প্রচলিত নীত্যনুসারে রুশিয়ান দূত টলষ্টইকে ধৃত ও কারারুদ্ধ করিলেন।

দূতের কারাবদ্ধ সংবাদ শ্রবণ করিয়া পিটর ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইলেন। অতি অল্প দিবসের মধ্যে তাঁহার এক জন দূত চারল্‌স কর্ত্তৃক হত হয়েন, আর এক জন লণ্ডন নগরে ঋণগ্রস্ত হইয়া কারাগার যন্ত্রণা ভোগ করেন। কিন্তু এই ঘটনা দ্বয় পল্টয়াব যুদ্ধের পূর্ব্বে হয়। যখন তিনি চারল্‌সকে দমন করিয়া ইউরোপ মধ্যে এক জন প্রধান ভূপতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার ন্যায় তেজস্বী মনুষ্য কিরূপে যবন দিগের কুব্যবহার সহ্য করিবেন। অতএব অতিশীঘ্র রণসজ্জা করিতে লাগিলেন। তাঁহার এক দল সৈন্য মল্‌ডাভিয়া দেশে গমন করিল, আর এক দল লিভো-নিয়ায় রহিল। আর, তাঁহার যুদ্ধতরি সকল কৃষ্ণ ও বল্‌টীক সমুদ্র মধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিল। তাঁহার অনুপস্থিতি কালে রাজ্য শাসন করিবার জন্যে এক শাসন-সমাজ স্থাপিত হয়।

পিটর তুর্কী আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে নিজ প্রিয় প্রণয়িনী কাথেরাইণকে ১৭১১ খৃঃ অব্দে প্রকাশ্যরূপে রাজ্ঞী বলিয়া সম্ভাষিত করেন। পূর্ব্বে তিনি ঐ গুণবতী নারীকে গোপনে বিবাহ করিয়া ছিলেন, এক্ষণে তাঁহার গুণোপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিলেন। নীচবংশীয়া হইয়া রাজমহিষী হও-য়াতে কাথেরাইণ কিছুমাত্র অহঙ্কৃত হয়েন নাই। তাঁহার সর্ব্বদা হাস্যবদন থাকিত, এবং কেহই তাঁহাকে অপ্রিয় জ্ঞান করি-তেন না। পিটরের উপর তাঁহার অতিশয় ক্ষমতা ছিল, কিন্তু তিনি কু অভিলাষ সম্পাদনার্থে কখন সেই ক্ষমতার ব্যবহার করেন নাই। পিটর স্বভাবতঃ ক্রোধপরতন্ত্র ছিলেন। যখন

ক্রোধভরে কাহাকেও শাস্তি দিতে আজ্ঞা করিতেন, তখন কিছুতেই কেহ তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারিত না। কিন্তু কাথেরাইণ তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইবামাত্র তাঁহার ক্রোধ শান্ত হইত। সেনাপতি গরডন সাহেব কহেন যে, তিনি কখন ক্রোধান্বিত হইতেন না। কাথেরাইণ স্বামীকে মনের সহিত প্রেম করিতেন। তিনি অলৌকিক সৌন্দর্য্য শালিনী ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার সদ্বিবেচনা, কোমল প্রকৃতি ও সর্ব্বদুঃখহারিণী বাক্যাবলী সকল লোককে মোহিত করিত। পিটর এই সকল গুণে এক কালে তাঁহার প্রেমে বদ্ধ হইয়াছিলেন। না হইবেন কেন? যে স্ত্রী রণে, বনে, প্রান্তরে ও সমুদ্রে সকল স্থানে স্বামীর সঙ্গ ত্যাগ করেন নাই, যাঁহার বুদ্ধি কৌশলে ধন প্রাণ রক্ষা পায়, সে স্ত্রী প্রাণেশ্বরী ব্যতীত আর কোন্ নীচ পদের উপযুক্ত? যাহার এমত স্ত্রী আছে, সেই যথার্থ সুখী।

প্রায় ৪০,০০০ সৈন্যের সহিত পিটর তুর্কী রাজ্য আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। এই যুদ্ধে অত্যন্ত বিপদ্ হইবার দিলেন। সম্ভাবনা দেখিয়া সম্রাট সকল স্ত্রীলোকদিগকে স্বীয়২ স্বামী ত্যাগ করতঃ গৃহে প্রত্যাগমন করিতে আজ্ঞা কিন্তু কাথেরাইণ কহিলেন নাথ! তুমি যথায় গমন করিবে আমিও তথায় যাইব। তুমি সম্মুখে থাকিলে আমার সহস্র বিপদ্ তৃণতুল্য বোধ হয়। এই প্রার্থনা অগ্রাহ্য করা সম্রাটের সাধ্য বহির্ভূত ছিল; সুতরাং রাজ্ঞী রাজবাটী ত্যাগ করতঃ রণ-স্থলে গমন করিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে সেনাপতিদিগের পত্নীরাও স্বীয়২ স্বামীর সহিত যাইতে আবেদন করাতে তাহা করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইল। পিটর সরকাট নগর হইতে জাসি

নগরে গমন করিলেন। ওয়ালেচিয়া দেশের শাসন কর্ত্তা তাঁহার সহায়তা করিতে স্বীকৃত হয়েন। বাদশাহ তাহা জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ উক্ত শাসন-কর্ত্তাকে পদচ্যুত করতঃ কান্টেমির নামক এক ব্যক্তিকে তৎপরিবর্ত্তে নিযুক্ত করিলেন। কান্টেমির খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী হওয়াতে পিটরকে গোপনে খাদ্যদ্রব্য দিয়া সাহায্য করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অধীন কেহ সুল্‌তানের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিতে সম্মত হয় নাই। পিটর কান্টেমিরের অঙ্গীকারে আশ্বাসিত হইয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে দেখিলেন যে শাসন-কর্ত্তা তাঁহার সহায়তা করিতে কোন মতেই সক্ষম নহেন। তিনি অতিশয় বিপদে পতিত হইলেন। যেমত মাজেপার কথায় চারল্‌স বিপদে পতিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহারও সেইরূপ অবস্থা হইল। প্রায় দুই লক্ষ যবন সৈন্য চতুর্দ্দিকে ছিল, তন্নিমিত্তে রুশিয়ানেরা অনাহারে অতিশয় কষ্ট পাইতে লাগিল। তাহাদিগের শিবিরে জল বিন্দুমাত্রও ছিল না, প্রায় এক ক্রোশ দূরে প্রুথ নদী ছিল। তথায় অসংখ্য তাতর অনিবার গুলি বর্ষণ করিতেছিল। সুতরাং মহা বিপদ্ স্বীকার করিয়া ঐ জীবন ধারক দ্রব্য আনিতে হইত। এই বিপদে পতিত হইয়া সম্রাট সেনাপতিদিগকে সদুপায় করিতে আদেশ দিলেন। তাঁহারা সকলে অগ্রসর হইয়া যুদ্ধ দিতে কহিলেন। কেবল এক জন সেনাপতি মৌনী থাকাতে পিটর তাঁহার মৌনাবলম্বনের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কহিলেন মহারাজ! যখন সকলে যুদ্ধ করিবার মত প্রকাশ করিয়াছে, তখন কেবল আমার কথায় আপনি

তাহাতে বিরত হইবেন না; তথাপি নিশ্চয় বলিতেছি যগুপি মহাশয় অগ্রসর হয়েন, তাহা হইলে রাজা চারল্‌সের দুর্ভাগ্য পথের পথিক হইতে হইবে। কিন্তু পিটর এই সুপরামর্শানু-সারে কার্য্য না করিয়া যুদ্ধ করাই শ্রেয়ঃ স্থির করিলেন। ১৮ই জুন পিটর প্রুথ নদীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। ২৭শে প্রায় দুই লক্ষ তুরুক ও তাতরেরা তাঁহার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইল। যদি যবনেরা যুদ্ধ কৌশল ভাল রূপে জানিত, তাহা হইলে অতি সহজেই পিটরের সকল সৈন্য ক্ষয় করিতে পারিত। তিন দিবস তুমুল যুদ্ধ হইয়া অনেক লোক হত হয়, তন্মধ্যে অপেক্ষাকৃত অনেক তুরুক প্রাণত্যাগ করে। যবন সেনাপতি তন্নিমিত্তে সম্রাটকে পরিবেষ্টিত করিতে মনস্থ করিলেন, কারণ, তদ্দ্বারা অনাহারে পিটরকে আত্ম সমর্পণ করিতে হইত। পিটর ঘোর বিপদে পড়িলেন। রুশিয়ানেরা ত্রাহি২ ডাকিতে লাগিল। শিবিরে খাদ্য দ্রব্য ও জলের লেশ মাত্র ছিল না। আর সকল দূরে থাকুক পিটর বারুদ নাই জানিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। রুশিয়ান শিবিরে হাহাকার রব উঠিল। সম্মুখে অসংখ্য তাতর অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিতেছিল। তাহাদিগের সংখ্যাতীত শাণিত তলবারে সূর্য্যের মধ্যাহ্ন কালের জ্যোতিঃ পড়িয়া এমত উজ্জ্বল দীপ্তি নিক্ষেপ করিতেছিল যে, সে দিকে দৃষ্টি করিলে অন্ধ হইবার সম্ভাবনা। এ দিকে শত কামানে গোলাবর্ষণ করিতে করিতে যেন প্রলয় কাল আগমন করিতেছে এমত প্রকাশ করিতেছিল। রুশিয়ানেরা প্রত্যেক মুহূর্ত্তে মৃত্যুকে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। পিটর সাহসহীন হয়েন নাই, এবং তাঁহার সৈন্যেরাও এত কষ্ট সহ্য করিয়াও কিছুমাত্র অসন্তোষ প্রকাশ করে নাই।

তিনি একবার শত্রুদল ভেদ করিয়া গমন করিতে মনস্থ করিলেন, কিন্তু তাহা করিলে প্রাণেশ্বরী কাথেরাইণ ও অন্যান্য পতিপ্রাণা যুবতীরা নিষ্ঠুর যবন দিগের হস্তে পতিত হইবেন এই বিবেচনায় সে অভিলাষ ত্যাগ করিলেন। সন্ধি বিনা আর উপায় রহিল না। কিন্তু মহাবীর চারল্‌সকে পরাজিত করিয়া অবশেষে তুরুক দিগের নিকট পরাজয় স্বীকার করা পিটরের পক্ষে মৃত্যু তুল্য বোধ হইল বিশেষতঃ যবনেরা নরমের বাঘ, নত হইলে তাহাদিগের নিকট অনেক অপমান সহ্য করিতে হয়। এইরূপ নানা চিন্তায় ব্যাপৃত হইয়া আপন গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং আজ্ঞা দিলেন অদ্য রজনীযোগে কেহই যেন আমার নিকটে না আইসেন।

এই সময়ে কাথেরাইণ স্বামীর ও সৈন্যগণের বিপদ্ দর্শন করিয়া সকলকে মুক্ত করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি কখনই পিটরের কোন আজ্ঞা ভঙ্গ করেন নাই, কিন্তু এইবার এই নিয়মের বাহিরে পদার্পণ করিলেন। পিটরের পদতলে পড়িয়া কহিলেন প্রাণনাথ! বিপদ্ কালে এমত করা উচিত নহে, তুরুক দিগের সহিত সন্ধি করিয়া আমাদিগের প্রাণ বাঁচাও। পিটর বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, আর উপায় নাই, অতএব অগত্যা সম্মত হইলেন। তুরুক দিগের নিকটে যাইতে হইলে উপঢৌকন লইয়া যাইতে হয়। রাজ্ঞী আপন ও অন্যান্য নারীদিগের অলঙ্কার* লইয়া যবন সেনাপতির নিকটে এক দূত প্রেরণ করিলেন। সেনাপতির উত্তর আসিতে বিলম্ব হওয়াতে পিটর আর এক দূত প্রেরণ করিয়া

* যে যে স্ত্রীলোক দিগের অলঙ্কার লওয়া হইয়াছিল, কাথেরাইণ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া সে সকলকে মূল্য প্রদান করিয়াছিলেন।

জানাইলেন যে, যবনেরা যদি সন্ধি না করে, তাহা হইলে আমি তাহাদিগের শ্রেণী ভেদ করিয়া যাইব। তুরুক সৈন্যাধ্যক্ষ যদ্যপি ও রুশিয়ান দিগকে ঘেরিয়া ছিলেন, তথাপি তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিতে পারেন নাই। তিনি বিবেচনা করিলেন যে, পিটর কখনই শত্রুহস্তে আত্ম সমর্পণ লজ্জা স্বীকার করিবেন না। অতএব সন্ধি করাই শ্রেয়ঃ। এই সন্ধি অনুসারে পিটর আজফ প্রভৃতি যে সকল নগর অধিকার করিয়া ছিলেন সে সমুদায় ত্যাগ করিলেন। যবন সেনাপতি অধিকন্তু কহিলেন যে, যদি রাজা চারল্‌স স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাগমন করেন, তাহা হইলে কেহ তাঁহাকে পথিমধ্যে যেন আক্রমণ না করে। এইরূপে কাথেরাইণের অলৌকিক বুদ্ধি ও অনির্ব্বচনীয় কৌশল দ্বারা পিটর ধনে প্রাণে রক্ষা পাইলেন। তুরুক সেনাপতি কাণ্টমিরকে হস্তগত করিবার জন্যে পিটরকে অনুরোধ করিয়া ছিলেন। কিন্তু সম্রাট তাঁহাকে কোন মতে নির্দ্দয় বাদশাহের করাল করে সমর্পণ করিলেন না। তিনি কহিলেন আমি ইহার পরিবর্ত্তে অর্দ্ধেক রাজ্য দিতে পারি, কারণ, তাহা পুনর্ব্বার লইবার আশা আছে, কিন্তু একবার অঙ্গীকার ভঙ্গ হইলে সতমান পুনঃ প্রাপ্ত হইব না।

চারল্‌স রণদর্শন করিতে আসিতে ছিলেন, কিন্তু সন্ধি হইয়াছে শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। যবন দিগের শিবিরে গমন করিয়া রাজা সেনাপতিকে ক্রোধগদ্গদ বচনে বলিলেন তুমি কি জন্যে সন্ধি করিলে। অনায়াসে পিটরকে পিঞ্জর-বদ্ধ করিয়া সুলতানের নিকটে লইয়া যাইতে পারিতে। সেনাপতি উপহাস করিয়া কহিলেন, যদি সকল রাজারা

রাজ্যত্যাগ করতঃ বিদেশে অবস্থিতি করিবে, তবে তাহাদিগের রাজ্য কোন্ ব্যক্তির দ্বারা শাসিত হইবে?। রাজা ইহা শ্রবণে ঘৃণাসূচক ঈষৎহাস্য করতঃ এক খট্টোপরি শয়ন করিলেন। শয়ন করিবার সময়ে চারলস ইচ্ছাপূর্ব্বক পাদুকা কণ্টক দ্বারা সেনাপতির বস্ত্র ছিন্ন করিয়া দিলেন। কিন্তু তিনি ইহা হঠাৎ করিয়াছেন এই বিবেচনায় যবন সৈন্যাধ্যক্ষ তাহাতে কিছুমাত্র রোষ বা অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন না। হিংসক লোকের হিংসা তুচ্ছজ্ঞান করিলে তাহাদিগের যৎপরোনাস্তি ক্ষোভোদয় হয়। চারল্স অপমানিত হইয়া তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহণে বেণ্ডার নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। অতঃপর রাজা উন্মত্তের ন্যায় কার্য্য করেন। বাদশাহকে পুনঃ২ পুনর্য্যুদ্ধে লিপ্ত করিতে অশক্ত হইয়া তিনি রাজবাটীর স্ত্রীলোকদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন। বাদশাহ তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ তুর্কী অধিকার করিবার আদেশ দিলেন। চারল্স তাহা করিতে অস্বীকৃত হওয়াতে এক সহস্র তুরুক সৈন্য তাঁহাকে দূরীভূত করিতে যায়। তিনি কিয়ৎক্ষণ নিজ ভৃত্যগণ সমভিব্যাহারে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করেন, কিন্তু অবশেষে ধৃত ও কারারুদ্ধ হয়েন। অতঃপর রাজা ঐ দেশে যে যে কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা বর্ত্তমান গ্রন্থে লেখা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। ইহা বলাই যথেষ্ট যে প্রায় পাঁচ বৎসর বৃথা ক্ষেপণ করিয়া পরিশেষে তিনি রাজ্য প্রত্যাগমন করেন।

কাথেরাইনের সুকৌশলে ধনে প্রাণে রক্ষা পাইয়া পিটর রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার অঙ্গীকারানু-

সারে আজফ ও অন্যান্য নগর সকল তুরুকদিগকে দিলেন।

এই যুদ্ধ হইতে প্রত্যাগমনাবধি পীড়িত হওয়াতে সম্রাট কারল্সবাদে বায়ুসেবন ও উত্তম জল পান করিতে গমন করেন। ঐ স্থান হইতে তিনি পমারেনিয়া ও ষ্ট্রাল্‌-সণ্ড নগর আক্রমণ করিতে আজ্ঞা দেন। সুইডনাধিপতির জর্ম্মেণীস্থিত তাবৎ দেশ অধিকার করা তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কারলসবাদ হইতে সম্রাট ড্রেস্‌ডেন নগরে গমন করেন। তথায় তাঁহার দ্বাবিংশতি বর্ষীয় পুত্র আলে-ক্সিস্ তদীয় আগমন প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন। জর্ম্মে-ণার সম্রাট ষষ্ট চারল্‌সের ভগিনী উল্‌ফন্‌বটেলের রাজ কুমারীর সহিত আলেক্‌সিসের বিবাহের সম্বন্ধ হওয়াতে পিতা পুত্রে টরগাও নগরে গমন করিলেন। রাজকুমারী অত্যন্ত সুন্দরী ও সুশীলা ছিলেন, কিন্তু আলেক্‌সিস্ তদুপযুক্ত স্বামী ছিলেন না। তিনি সর্ব্বদা ইন্দ্রীয় সুখাস্বাদন, মদ্য পান ও কুসংসর্গে বাস করিতে ভাল বাসিতেন। পিটর দুর্বৃত্ত পুত্রের চরিত্র সংশোধন করিবার জন্যে ঐ গুণবতী নারীর সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। কিন্তু তাঁহার সে আশা পরিপূর্ণ হয় নাই,—কুকর্ম্মেলিপ্ত পুরুষেরা গুণবতী স্ত্রীকে প্রায় সুখ প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ জ্ঞান করে। পোলাণ্ড দেশীয় রাজ্ঞীর বাটীতে বিবাহ কার্য্য যথোচিত সমারোহে সমাধা হয়। এই বিবাহকালীন কাথেরাইন উপস্থিত ছিলেন না। জর্ম্মেণী দেশীয় লোকেরা অতিশয় কুলগর্ব্ব করেন। যদ্য-পিও কাথেরাইন প্রকাশ্যরূপে রাজ্ঞী বলিয়া গৃহীতা হয়েন, তথাপি তাঁহার পূর্ব্ব হীনাবস্থা স্মরণ করিয়া পাছে কেহ অপ-মানসূচক কোন কথা বলে, এই আশঙ্কায় সম্রাট তাঁহাকে

থরন নগরে রাখিয়া আইসেন। বিবাহ সমাধা হইলে পিটর প্রিয় প্রণয়িনীর সহিত সাক্ষাৎ করতঃ কনিগস্‌বর্গ, মিট, রিগা প্রভৃতি নগর সকল দর্শন করিয়া ১৭১১ খৃঃ অব্দে ২৯শে ডিসেম্বর পিটরস্‌বর্গ নগরে গমন করিলেন। নূতন রাজধানীতে আসিয়া পিটর ১৭১২ খৃঃ অব্দে ১৯ই ফেব্রুয়ারি প্রকাশ্যরূপে কাথেরাইণের পাণি পীড়ন করিলেন।

এই সকল কর্ম্মের পর পিটর রাজ্যের মঙ্গল সাধনে দৃঢ়তররূপে নিযুক্ত হইলেন। নূতন২ অর্ণবপোত, রাজ-পথ, খাল, বাণিজ্যালয়, এবং নানা প্রকার শিল্প-যন্ত্র নির্ম্মিত হইল। পূর্ব্বে পিটরস্‌বর্গে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত বাটী ছিল, তিনি এই সময়ে সুন্দর২ প্রস্তর-নির্ম্মিত অট্টালিকা প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা দিলেন। পিটরস্‌বর্গ বাস্তবিক রাজধানী হইল, কারণ, অল্পকাল মধ্যে মহাসভা ও প্রধান বিচারালয় তথায় উঠিয়া আইল। পিটর পমারেনিয়া লওয়া অত্যাবশ্যক জ্ঞান করতঃ দৃঢ়তররূপে ষ্ট্রীসলণ্ড নগরাক্রমণ করিলেন। অনেক ডেনে-মার ও সাক্সন সৈন্যেরা তাঁহার সহযোগী হইয়া অন্যান্য দেশ সকল মধ্যে প্রবেশ করিল। এই সময়ে সুইডনীয় সেনাপতি কাউণ্টষ্টীনবক ১২,০০০ সৈন্য লইয়া অবস্থিতি করিতে ছিলেন। পিটর ডেনমার্ক দেশের রাজাকে রুশি-য়ান সৈন্য দিগের আগমনের পূর্ব্বে সুইড দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়া ছিলেন। কিন্তু রাজা নিজে জয়লাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়া ষ্টীনবকের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন। উক্ত সেনাপতি অত্যল্পকাল মধ্যে রাজাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও তাঁহার সকল সৈন্য ক্ষয় করিলেন। রাজা চারল্‌স এই সময়ে বৃথা অবস্থিতি করিতে ছিলেন। যখন

তাঁহার সেনাপতি এই জয় লাভ করিলেন, তখন তিনি যদ্যপি তথায় উপস্থিত থাকিতেন তাহা হইলে বোধ হয়, পুনর্ব্বার পূর্ব্ব প্রাধান্য স্থাপিত করিতে পারিতেন। ফলতঃ তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করিলে তাঁহাকে বাতুল ব্যতিরিক্ত আর কিছুই বোধ হয় না।

ষ্টীন্‌বক জয়ী হইয়া হাম্বর্গ নগরে প্রবেশ করতঃ নগর-বাসী লোক দিগকে বিস্তর যন্ত্রণা দেন ও নগর দগ্ধ করেন। পিটর যথার্থ সামরিক নিয়মের বিপরীত কার্য্য দর্শনে অতিশয় দুঃখিত ও ক্রোধান্বিত হইলেন। এবং হতভাগ্য নগরবাসী দিগকে কয়েক সহস্র মুদ্রা প্রদান করিলেন। অনন্তর সম্রাট বহু সংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে স্থইডনীয় সেনাপতিকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিতে অগ্রসর হইলেন। ষ্টীন্‌বক সম্মুখ যুদ্ধ করিতে সাহসী না হইয়া টৈনিঙ্গেন নগরে পলায়ন করিলেন। শীতকাল উপস্থিত হওয়াতে সম্রাট সৈন্য দিগকে শিবির মধ্যে থাকিতে আজ্ঞা দিয়া পিটরসবর্গ নগরে গেলেন।

১৭১৩ খৃঃ অব্দে যদ্ধানল পুনর্ব্বার দিগ্‌দাহন করিতে লাগিল। ষ্টীন্‌বক চতুর্দ্দিকে আক্রান্ত হইয়া আর যুদ্ধ করা অনর্থক রক্তপাতমাত্র জ্ঞান করিয়া ৮০০০ সৈন্যের সহিত আত্ম সমর্পণ করিলেন। চার্লসের পমারেনিয়া দেশস্থিত প্রায় সকলস্থান শত্রুদিগের হস্তগত হইল। কেবল মন্ত্রী গোয়াটজেনের বুদ্ধি কৌশলে স্থইডন দেশ রক্ষা পাইল। স্থইডেরা বারম্বার পরাজিত হওয়াতে বহু সংখ্যক যুদ্ধতরি প্রস্তুত করিল। কিন্তু পিটর নিজে রণতরির অধ্যক্ষ এরেন সাইল্ডকে পরাজিত ও ধৃত এবং তাঁহার সকল যুদ্ধতরি নষ্ট করিয়া

হস্তগত করিলেন। এই সংবাদ শ্রবণে স্ুইডেরা আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, সকলেই ভাবিল, এইবার ষ্টক্‌হল্‌ম নগরও বা ভস্মীভূত হয়।

এই জয়লাভ করাতে পিটরের যশঃ পৃথ্বীব্যাপী হইল। অল্পকাল পূর্ব্বে রুশিয়ানেরা সমুদ্রে কিরূপে যুদ্ধ করে তাহার কিছুই জানিত না। কিন্তু পিটর পুরাতন রণবিশারদ যোদ্ধৃপতি দিগকে পরাস্ত করিয়া পৃথিবীর লোক দিগকে দেখাইলেন যে, জ্ঞানী ও চতুর লোক শাসনকর্ত্তা হইলে অতি অল্পকালের মধ্যেই সমাজ ও দেশের অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইতে পারে। যখন সুখ হয়, তখন সকল অংশে সুখী হওয়া যায়। এই সময়ে কাথেরাইণ এক কন্যা প্রসব করিলেন। পিটর চারি পাঁচ দিবস প্রজাদিগকে ভোজন ও পান করাইলেন। প্রিয়তমার স্মরণার্থ সেণ্ট কাথেরাইণ নামক এক কুলচিহ্ন স্থাপিত হইল। এই সম্মান করিবার ক্ষমতা রাজ্ঞীর ছিল। যে সকল নারীরা সুশীলতা ও পাতিব্রত্যের জন্যে বিখ্যাত, তাহাদিগের নিমিত্তেই এই পুরস্কার স্থাপিত হয়।

যে সকল স্ুইডনীয় রণতরি রুশিয়ানদিগের হস্তে পতিত হইয়াছিল। সে সমুদায় পিটরস্বর্গে আনা হয়। সম্রাট সকল নাবিক যোদ্ধাগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া রাজধানী মধ্যে প্রবেশ করেন। সকল বিদেশীয় রাজদূত ও প্রধানং কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে ধন্যবাদ করিলেন। প্রতিনিধি রাজ রমানশ্কি সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া আজ্ঞা দিলেন রণতরির সহকারী অধ্যক্ষ পিটরকে এস্থানে আনয়ন কর। পিটর সভাগৃহে প্রবেশ করিলে, তিনি কহিলেন তুমি রুশিয়াদেশের অনি-

র্বচনীয় মঙ্গল সাধন করিয়াছ, অতএব আমি সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে রণতরির অধ্যক্ষ করিতেছি। সকলেই সম্রাটের সাধুবাদ করতঃ উচ্চৈস্বরে কহিল রণতরির অধ্যক্ষ পিটর দীর্ঘ জীবী হউন। নগর মধ্যে আনন্দের সীমা রহিল না, চতু র্দ্দিকে তোপধ্বনি হইতে লাগিল। রাত্রিযোগে নানা বাজী, নৃত্য এবং গীত হইল। হঠাৎ এই কর্ম্ম দর্শনে লোকের হাস্য হয়। যে ব্যক্তি দেশাধিকারী তিনি যে কর্ম্মই করুন না কেন. সমানই মান্য থাকিবেন। কিন্তু পিটরের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলে তাঁহাকে প্রশংসাই করিতে হইবে। গুণ থাকিলে পদবৃদ্ধি হয় ইহা প্রজাদিগকে দেখান তাঁহার সম্পূর্ণ অভিপ্রেত ছিল। তিনি সকল সময়ে সেনা পতিদিগের পশ্চাতে গমন করিতেন। পলটিয়া যুদ্ধের সময়ে তিনি এক জন মেজর-জ্যেনরল মাত্র ছিলেন। এক জন আধুনিক ইতিহাসবেত্তা যথার্থরূপে কহিয়াছেন যে পূর্ব্বোক্ত কার্য্যে প্রজাদিগকে তিনি যত সভ্য করিয়াছিলেন তাহার অর্দ্ধেকাংশও উত্তম নিয়ম প্রচলিত করিয়া সাধিত করিতে সমর্থ হইতেন না।

একদা সম্রাট এক জন ওলন্দাজ বণিককে জিজ্ঞাসা করিলেন আমার নূতন রাজধানী মধ্যে কিরূপ বাণিজ্য হইতেছে। সে উত্তর করিল মহারাজ! আপনার প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীরা সকল বাণিজ্য দ্রব্য একচেটিয়া করাতে বাণিজ্যের বিলক্ষণ হ্রাস হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। ইহার তত্ত্বাবধান করাতে প্রকাশ হইল যে, মেঞ্চিকফ প্রভৃতি প্রধান২ ব্যক্তিরা এই কর্ম্মে লিপ্ত আছেন। যাহাদিগকে সম্রাট অতিশয় প্রিয় জ্ঞান করিতেন, তাহাদিগের এমত অ-

ন্যায়াচরণের কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ মেঞ্চিকফ সেনাপতি আপ্রাক্সীন্ প্রভৃতি লোকদিগকে বিচারালয়ে আনয়ন করিলেন। তাঁহারা কহিলেন মহারাজ! আমরা সর্ব্বদা বিদেশে মহাশয়ের সঙ্গে থাকি, অতএব আমরা যে এমত কার্য্য করিব, তাহা কিরূপে সম্ভবে? আমাদিগের ভৃত্যেরা এই কর্ম্ম করিয়াছে বলিয়া আমরা যথার্থরূপে দোষী হইতে পারি না। পিটর তাঁহাদিগের কথা যথার্থ জ্ঞান করিয়া ভৃত্যদিগকে বিচারালয়ে আহ্বান করিলেন। তাহাদিগের দোষ অনায়াসে সপ্রমাণ হইল। অনেকের বিষয় রাজকোষগত হইল। যাহারা দরিদ্র ছিল, তাহাদিগকে সম্রাট সাইবিরিয়া দেশে নির্ব্বাসিত করিলেন। এই কর্ম্ম করাতে নূতন রাজধানীর বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইল।

এই ঘটনার পর এক বিষয়ে সম্রাটকে অতিশয় দুঃখিত করে তাঁহার অভাগিনী পুত্রবধূ স্বামী কর্ত্তৃক ঘৃণিত ও অপমানিত হইয়া অতিশয় দুঃখিতা ছিলেন। এক বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে এক পুত্র প্রসব করিয়া রাজকুমারী অত্যন্ত পীড়াক্রান্তা হয়েন। আলেক্সিসের দুশ্চরিত্রে তিনি এমত বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, চিকিৎসক ঔষধ সেবন করিতে বারম্বার অনুরোধ করাতে কহিলেন মহাশয়! আর কি জন্যে আমার মনঃপীড়া দিতেছেন, আর এক দণ্ড বাঁচিতেও আমার ইচ্ছা নাই। পিটর এই সময়ে সসেল্‌বর্গ নগরে ছিলেন, তথায় পুত্রবধূর সাংঘাতিক পীড়ার সংবাদ শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে দেখিতে চলিলেন। পথিমধ্যে তাঁহারও পীড়া হয়, কিন্তু রাজকুমারীর দশমী দশা উপস্থিত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া এক

পাল্কী আরোহণে গমন করিলেন। সুশীলা রাজকুমারী শ্বশু-রকে সম্মুখে দেখিয়া বিনীত বচনে বলিলেন পিতঃ আমি অতিশীঘ্রই এই পাঞ্চভৌতিক ক্ষণভঙ্গুর দেহ ত্যাগ করিব; আমার পুত্রটীকে ও দাস দাসীদিগকে প্রতিপালন করিবেন। ইহা বলিয়া তাঁহার হস্তে নিজ কোমল হস্ত দিয়া জন্মের মতন বিদায় চাহিবাতে মহাবীর পিটর তার অশ্রুবারি সম্বরণ করিতে না পারিয়া শিশুবৎ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। পুত্রের দোষে অমূল্য পুত্রবধূ প্রাণ ত্যাগ করিতেছে ইহা ভাবিয়া শোক সাগরে নিমগ্ন হইয়া কহিলেন বৎস! তোমার সকল ইচ্ছাই আমি সম্পূর্ণ করিব। রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে রাজকুমারী প্রাণত্যাগ করিলেন *। পিটর শিশু পৌত্রটীর নাম পিটর রাখিলেন এবং অতিশয় যত্ন পূর্ব্বক প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। এই বালক অতঃপর দ্বিতীয় পিটর নামে রুশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

যে দিবস রাজকুমারীর মৃতদেহ সমাহিত হয় তাহার পরদিবস কাথেরাইণ এক অপূর্ব্ব পুত্র প্রসব করেন। নব-কুমারের মুখাবলোকন করিয়া সম্রাট পুত্রবধূর শোক হইতে

* কোন২ ইতিবেত্তা লিখিয়াছেন যে রাজকুমারী রুশিয়া হইতে পলাইয়া ফ্রান্সদেশে গমন করতঃ তথায় এক জন সামান্য সৈনিক পুরুষকে বিবাহ করেন। মারশল সাক্স সাহেব তাহা জানিতে পারিয়া ঐ সৈনিক পুরুষকে উচ্চপদ প্রদান করেন। ইহা অলীক, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। পিটরের পুত্রবধূ সামান্যা স্ত্রীলোক ছিলেন না। তিনি পলাইলে সম্রাট তাহা অজ্ঞাত রহিবেন ইহা নিতান্ত অসম্ভব। যাহাহউক, দুই তিন জন স্ত্রীলোক রাজকুমারীর বেশ ধারণ করিয়াছিল এবং কথিত আছে যে এক জন ইংলণ্ডে গমন করে।

মুক্ত হইলেন। রাজধানী মধ্যে মহা আনন্দোৎসব হইতে লাগিল। প্রজারা সর্ব্বদা আহার, পান, নৃত্য ও গীতে মত্ত হইল। রজনীযোগে শত২ তোপধ্বনি ও নানাপ্রকার বাজীতে নগর আলোকময় করিল। পিটর নিজ প্রধান২ কর্ম্মচারী এবং বিদেশীয় দূত দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া সমারোহপূর্ব্বক অন্নপ্রাশন কার্য্য সমাধা করিলেন।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে, পিটর প্রধান যাজকের পদ এককালে উঠাইয়া দিতে মনস্থ করেন। কিন্তু তিনি জানিতেন যে অসভ্য লোক দিগের কোন কুসংস্কার দূর করিতে হইলে তাহা এমত কৌশলে করা উচিত যেন তাহাদিগের প্রিয় বস্তুর উপর ঘৃণা জন্মে। এই সময়ে তিনি তাঁহার ভণ্ডকে প্রধান যাজকতা প্রদান করিলেন। ঐ ব্যক্তির চতুরশীতি বৎসর বয়ঃক্রম ছিল। পিটর ত্রিংশৎবর্ষীয়া একটী স্ত্রীলোকের সহিত তাহার বিবাহ দিলেন, চারিজন তোতলা সকলকে নিমন্ত্রণ করিতে গেল। তাহারা এক ঘটিকার একটী কথাও কহিতে পারিত না, অতএব তাহাদিগের নিমন্ত্রণ কিরূপ, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। চারি জন স্থূলকায় চলচ্ছক্তিহীন ব্যক্তি ভৃত্য কার্য্য করিতে লাগিল। তাহারা বাতরোগে পঙ্গু হইয়াছিল, অন্য লোকের আশ্রয় বিনা চলিতে পারিত না। কন্যার চারি জন খঞ্জ ভৃত্য ছিল; তাহারা ভৃত্য ও পুরোহিতের কর্ম্ম করে। তাহাদিগের যে জ্ঞান ছিল তাহা পূর্ব্বে তেজোময় সুরা পান করাইয়া পিটর হরণ করিয়াছিলেন। বর ও তদুপযুক্ত কন্যা, বিবাহার্থে গমন করিল। এক শতবর্ষীয় অন্ধ ও বধির এক জন পুরোহিত বিবাহের মন্ত্র পাঠ করিল। এইরূপে প্রধান যাজকের বিবাহ নির্ব্বাহ হইলে

দম্পতী বিশেষতঃ ঐ ভাগ্যবতী রমণী,—এমত স্বামী পাইলে কোন্ যুবতীর আহ্লাদ না জন্মে—মহাসুখে গৃহ গমন করিল!!! বরযাত্র ও কন্যাযাত্রেরা ভাঁড়ের নিমন্ত্রণে যেমত খাইতে হয়, সেই প্রকার আহার করিয়া শূন্যোদরে গৃহে প্রত্যাগমন করতঃ এই অভূতপূর্ব্ব কাণ্ড স্মরণে হাস্য করিতে লাগিল।

এই সময়ে রুশিয়ানেরা সম্পূর্ণরূপে সভ্য হইতে পারে নাই। তাহারা অতিশয় মদ্যপান করিত এবং ভদ্রতার লেশমাত্রও জানিত না। যে স্থানে সম্রাট নিজে থাকিতেন সে স্থানেও সকলে সুরাপানে উন্মত্ত হইত। পুত্রের জন্মোপ-লক্ষে যে যজ্ঞ হয়, তাহাতে দুইটী পিষ্ঠক প্রস্তুত হইয়াছিল। একটী পিষ্ঠক স্ত্রীলোক; আর একটী পুরুষ দিগের সম্মুখে ছিল। সকলে ভোজন করিতেছে ইতিমধ্যে পুরুষ দিগের সম্মুখস্থিত পিষ্ঠক হইতে একটী উলাঙ্গিনী খর্ব্বকায়া স্ত্রীলোক বাহির হইয়া একটী বক্তৃতা পাঠ করতঃ গমন করিল। স্ত্রীলোক দিগের পিষ্ঠক হইতেও একটী দিগম্বর বামন বাহির হইয়া তদনুরূপ কার্য্য করতঃ চলিয়া গেল। এক জন ভ্রমণকারী লিখেন যে ভোজন কালে আহূত ব্যক্তিরা আসনের নিমিত্তে মারামারী করিত। সম্রাটের একটী ভৃত্য ছিল, তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলেই সে সকলকে প্রহার করিত। আর বেলা দুই প্রহর অবধি দুই প্রহর রজনী পর্য্যন্ত কেহই গৃহের বাহির হইতে পারিত না, সুতরাং সকলেই সুরাপানে অচে-তন্য হইত।

ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে পিটর কি জন্য এই কুপ্রথা উঠাইয়া দেন নাই? তিনি সকল বিষয়ের পরিবর্ত্তন সাধন

করেন, এই বিষয়টী কি জন্যে ত্যাগ করিয়াছিলেন? তাহার কারণ এই, সম্রাট নূতন নিয়ম সকল প্রচলিত করিয়া প্রাচীণ কুলীন দিগের অপ্রিয় পাত্র হইয়া ছিলেন। তিনি দেখিলেন যে, তাহারা সুরাপানে অত্যন্ত রত, অতএব হঠাৎ ইহা রোধ করিলে তাহারা অতিশয় বিরক্ত হইবে। অসভ্য লোকেরা মাদক দ্রব্য সেবন করিতে অতিশয় ভাল বাসে। তিনি জানিতেন যে, সভ্যতার উন্নতি হইলেই দুঃস্বভাব দূর হয়; অতএব তিনি নিজ চেষ্টার উপর নির্ভর না করিয়া। কাল ও বিদ্যার উপরে নির্ভর করিয়াছিলেন। তিনি নিজে অত্যন্ত পরিমিত আহারী ছিলেন এবং সর্ব্বদা সুরাপান করিতেন না*।

প্রধান যাজকের পদ অশ্রদ্ধেয় করাতে কেহ২ বলেন যে, পিটর নাস্তিক ছিলেন। আমরা ইহা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না। তিনি যথার্থ ব্রাহ্ম-ধর্ম্মাবম্বলী ছিলেন। তাঁহার স্বলিখিত জীবন বৃত্তান্ত পাঠে ব্যক্ত হইবে যে, পরমেশ্বরের নামোচ্চারণ না করিয়া তিনি কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন না। যদি কোন যুদ্ধে জয় লাভ করিতেন, তাহা হইলে কহিতেন হে জগদীশ্বর! তোমার কৃপায় আমি জয় লাভ করিলাম। যদ্যপি পরাজিত হইতেন, তাহা হইলেও বলিতেন হে পরমেশ্বর! তুমি আমাকে শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া অপার করুণা প্রদর্শন করিয়াছ। আর ধর্ম্ম কাহাকে বলে? বক-ধার্ম্মিক হইলে যথার্থ ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র হয় না। হে ভণ্ড! তুমি পুরোহিতের পদধুলি লও, তুমি, এ

* Memoir of Peter the Great—Family Libirary

অধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক, সে সন্ধ্যা করে না, ইহা বলিয়া দলাদলী কর, কিন্তু কখনই যথার্থ ধর্ম্মলাভ করিতে পারিবে না। যে অধিক দেখায়, তাহার অল্প মাত্র গুণ আছে। যথার্থ ধার্ম্মিক ব্যক্তি গর্ব্ব করেন না। তিনি অপমানকে অপমান জ্ঞান করেন না। তাঁহার অপমান কি, যখন সেই সর্ব্বশক্তিমান তাঁহাকে সুনয়নে দেখেন, তখন ভণ্ডের নিন্দায় কি হয়। পিটর জাতি ভেদ ও শ্রেণী ভেদ না করিয়া সর্ব্বস্থানে ভজনা করিতেন। সকল ধর্ম্মই এক, সকল জাতিই বিশ্বাস করেন যে, এক সর্ব্বশক্তিমান আছেন, তাঁহার প্রধান আর কেহই নাই। সকল তাল বৃক্ষ একই রূপ, কোন২ বৃক্ষ লতা দ্বারা বেষ্টিত থাকাতে অন্যরূপ দেখায়, লতা কাটিয়া ফেল, তখন দেখিতে পাইবে যে, দুই বৃক্ষ একই রূপ; তেমনি সকল ধর্ম্মই জানিবে। পিটর খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন না বলিয়া তাঁহাকে নাস্তিক বলা যাইতে পারে না। আমাদিগের ভট্টাচার্য্য মহাশয় দিগের অমত হওয়াতে সর্ব্ববিদ্যাজ্ঞ রাজা রামমোহন রায়কে অধার্ম্মিক বলিতে পারি না।

১৭১৪ ও ১৫ খৃঃ অব্দের মধ্যে পিটরস্‌বর্গ নগর অতি প্রধান বাণিজ্য স্থান হইল। নানাস্থান হইতে নানা ব্যবসায়ী লোক তন্মধ্যে বাস করিল। সম্রাট আজ্ঞা দিলেন যে, বিদেশীয় কোন পণ্ডিত কিম্বা শিল্পকার পিটরস্‌বর্গ নগরে বিনা করে বাস করিতে পারিবে। সম্রাট এই সময়ে অতিশয় যশস্বী হইলেন। কতকগুলি তাতর জাতি তাঁহার নিকটে আশ্রয় যাচ্‌ঞা করে। পারস্যরাজ হসেন শাহ অনেক উপঢৌকনের সহিত পিটরস্বর্গে এক দূত প্রেরণ করিয়া ছিলেন।

দ্বাদশ চারল্‌স বহুকাল তুর্কী রাজ্যে বাস করিয়া পরিশেষে ১৭১৪ খৃঃ অব্দে ১৪ই নবেম্বরে ছদ্ম বেশে হঠাৎ ষ্ট্রাস্‌লণ্ড নগরে উপস্থিত হয়েন। রাজা এত দুর্ভাগ্যে পতিত হইয়াও জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই। রাজ্যে আসিয়া শত্রু দিগের সহিত সন্ধি করা উচিত ছিল। প্রুশীয়া রুশিয়া, পোলাণ্ড, এবং ডেনমার্ক দেশের ভূপতি দিগের সহিত যুদ্ধ করা কখনই তাঁহার সাধ্য ছিল না। তথাপি অহং-কার পরবশ হইয়া তিনি সন্ধি করিলেন না। অনতিবিলম্বে ২৫,০০০ সৈন্য সংগৃহীত হইল। যদ্যপিও প্রজারা অতিশয় কষ্টে কাল যাপন করিতেছিল, তথাপি আহ্লাদ পূর্ব্বক রাজার আজ্ঞানুসারে অধিক কর দিতে স্বীকৃত হইল। চার-ল্‌স নিজ সুখার্থে কিছুই ব্যয় করিতেন না। সামান্য সৈন্যের ন্যায় কষ্ট সহ্য করিতেন। আর বহুকাল বিদেশে অনেক কষ্ট সহ্য করাতে সকলেই, অধিক কথা দূরে থাকুক, তাঁহার শত্রুরাও তদীয় মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিত।

১৭১৭ খৃঃ অব্দে প্রুশীয়ান, ডেনেমার, ও সাক্সন সৈন্যেরা ষ্ট্রাস্‌লণ্ড নগর ভষ্মীভুত করিল। রাজা চারল্‌স এক ক্ষুদ্র নৌকারোহণে পলায়ন করেন পিটর বল্‌টীক সমুদ্র তটস্থিত সকল দেশে যথা নিয়মে স্বীয় রাজ্য ভুক্ত করিলেন।

সুইডনাধিপতি সম্পূর্ণরূপে খর্ব্ব হওয়াতে পিটর পুনর্ব্বার দেশ ভ্রমণে গমন করিলেন।

এই বার কাথেরাইণ তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করেন। তিনি মেকলনবর্গ, হাম্বর্গ, ষ্ট্রাসলণ্ড প্রভৃতি নগর সকল দর্শন করিয়া ৪৫ খান যুদ্ধ তরির সহিত কোপেন হেগেন নগরে উপস্থিত হইলেন। সম্রাট উক্ত নগরে প্রায় তিন মাস অবস্থিতি

অবস্থিতি কালীন পিটর ইংরেজ, ডেনেমার ও ওলন্দাজ দিগের রণ-তরির অধ্যক্ষ হইয়া স্বুইড দিগকে পরাভূত করিয়াছিলেন। তিনি কহিয়াছেন, যখন আমি সহযোগী জাতিদিগের প্রধান তরির অধ্যক্ষ পতাকা উড্ডীয়মান করিলাম, তখন যেরূপ আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম এমত আমার জীবনের মধ্যে আর কখনই করি নাই।

হাম্বর্গ নগরে কাথেরাইণকে রাখিয়া পিটর লুবেক নগর দর্শন করতঃ হাবেলবর্গ নগরে প্রুশীয়া দেশের রাজার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তথা হইতে আসিবার সময়ে তিনি এক পান্থ-নিবাসে এক খানি রুটি ও কয়েকটী ডিম আহার করিয়া রজনী যাপন করেন। প্রাতঃকালে তাঁহার ভৃত্য পান্থ-নিবাস রক্ষককে বলিল আমাদিগের খাদ্য সামগ্রীর জন্যে কত দিতে হইবে। সে উত্তর করিল, এক শত ডুকাট মুদ্রা। ভৃত্য আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, এক শত মুদ্রা! নিবাস-রক্ষক বলিল, আমি যদি রুশিয়ার সম্রাট হইতাম, তাহা হইলে এক সহস্র মুদ্রা দিতাম। ভৃত্য ক্রোধান্বিত হইয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, ডিম কি এ স্থানে এমত দুর্লভ? ঐ ব্যক্তি হাস্য করতঃ কহিল ভ্রাতঃ, ডিম দুর্লভ নহে, কিন্তু সম্রাট পাওয়া অত্যন্ত দুর্লভ। পিটর তাহার রসিকতা দর্শনে তদ্দণ্ডে এক শত মুদ্রা প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন।

ডিসেম্বর মাসে সম্রাট আমষ্টারডম নগরে উপস্থিত হইলেন। ওলন্দাজেরা তাঁহাকে দেখিয়া কত সন্তুষ্ট হইল তাহা বলা যায় না। তাহারা গর্ব্ব করিত আমারাই পিটরকে অর্ণবপোত নির্ম্মাণ বিদ্যা শিক্ষা করাইয়াছি। বস্তুতঃ তাহারা তাঁহাকে তাহাদিগের মধ্যে এক জন জ্ঞান করিত।

সকল প্রধান২ লোকেরা তাঁহাকে মহা সমাদরে নগর মধ্যে আনয়ন করিল। বিশেষতঃ সূত্রধর ও অন্যান্য সামান্য লোকেরা অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিল। এক জন ওলন্দাজ তাঁহার প্রশংসা-সূচক একটী রক্তৃতা পাঠ করাতে পিটর কহিলেন, মহাশয়কে আমি ধন্যবাদ দিতেছি, কিন্তু সূত্রধর দিগের নিকটে ওলন্দাজী ভাষা শিক্ষা করাতে আমি আপনার সকল কথা বুঝিতে পারিলাম না। তিনি বৃথা আড়ম্বর ভাল বাসিতেন না। সচরাচর নৃপতি দিগকে মহারাজ সম্বোধন করিতে হয়, কিন্তু তিনি তাহাতে বিরক্ত হইতেন। একদা কতকগুলি বণিক ও সূত্রধর দিগের সহিত ভোজন কালে এক জন তাঁহাকে মহারাজ বলাতে কহিলেন, ভাই! বৃথা কথা ত্যাগ করিয়া এস আমরা সামান্য সূত্রধরের ন্যায় কথোপকথন করি। কাথেরাইণ গর্ভবতী হওয়াতে লুবেক নগরে ছিলেন, কিন্তু সম্রাট তাঁহাকে দেখিতে অতি-শয় উৎসুক হওয়াতে হলাণ্ডে আগমন করেন। পথিমধ্যে তিনি এক পুত্র প্রসব করেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ রাজকুমার এক দিবস মাত্র আলোক দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার স্বর্গধামে প্রস্থান করেন।

পিটরের আগমন বার্ত্তা শ্রবণে হলাণ্ডের তাবৎ লোক মহা আনন্দিত হইল। তাঁহার যৌবনাবস্থার সহযোগী কর্ম্মকারেরা "পিটর বাস সুখে থাকা" বলিয়া মহা কোলাহল করিতে লাগিল। সম্রাট ঊনবিংশতি বৎসরের পর হলাণ্ডে প্রত্যাগমন করেন, তথাপি তাঁহার স্বভাবের কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় সাধারণ লোক দিগের সহিত বন্ধুর ন্যায় আলাপ করিতেন, তাহারাও

তাঁহাকে সম্রাটের ন্যায় জ্ঞান করে নাই। পূর্ব্বে তিনি লোক সমাজে দণ্ডায়মান হইতে লজ্জিত হইতেন, কিন্তু এখন সেই স্বভাবটী গিয়াছিল।

পিটর পূর্ব্বে যে ক্ষুদ্র কুটিরে বাস করিয়া ছিলেন, তাহা পুনর্ব্বার দর্শন করিয়া অত্যন্ত হর্ষিত হইলেন। যত বস্তু আছে, তন্মধ্যে যৌবন কালের কোন বিষয় স্মরণে কিম্বা দর্শনে যেরূপ আনন্দের উদয় হয়, এমত আর কিছুতেই হয় না। বয়োবৃদ্ধি হইলে কেবল সাংসারিক বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে হয়। যৌবন কালে যেরূপ মনের, শরীরের এবং বুদ্ধির ভাব থাকে, সে ভাব মনুষ্যাবস্থা প্রাপ্ত হইলে এক কালেই দূর হয়। সাংসারিক বিষয়ে মত্ত কোন্ ব্যক্তি মধ্যাহ্ন কালে কয়েকটী সহচর লইয়া উচ্চ বৃক্ষোপরি বসিয়া থাকা সুখ জ্ঞান করিবে? তখন কোন আমোদ করা বৃথা সময় নষ্ট বোধ হয়, আমোদ প্রায় ভাল লাগে না, চিন্তা প্রায় থাকে। কিন্তু যৌবনাবস্থা কি মোহন কাল! তখন কোন ভাবনাই থাকে না, অত্যন্ত দারিদ্রাবস্থাতে কালযাপন করিলেও কিছুতেই চিত্ত দুঃখিত হয় না। আশু ভাল হইবে, এই আশায় মনকে সর্ব্বদাই সুখী রাখে। অভিলষণীয় সকল বস্তু লাভ করিলেও মনুষ্যাবস্থায় তাদৃশ সুখ হয় না। আলেক্জণ্ডার রোদন করিয়া ছিলেন যে, এমত আর দেশ নাই যে তিনি তাহা জয় করেন। পূর্ণ-বয়স্ক মনুষ্যের মনের গতিও তাদৃশ। তখন বোধ হয় আহা! এমত আর সুখ দেখিতেছি না যে, তাহা আস্বাদন করিয়া কাল হরণ করি। এই নিমিত্তে প্রায় বৃদ্ধ ব্যক্তি দিগের পক্ষে জীবন বোঝাবৎ-জ্ঞান হয়। যুবা ব্যক্তিরা ভবিষ্যতে সুখাস্বাদন করিব, এই

আশায়ে উৎসাহিত থাকে। এক জন প্রাচীণ পণ্ডিত যথা-র্থই কহিয়াছেন যে, “আশা পরিপূর্ণ হইবার পূর্ব্বে যেমত আহ্লাদ জন্মে, অভিলষিত বস্তু ভোগে তাহার অর্দ্ধেকাংশও হয় না”। যৌবনাবস্থাতে যে স্থানে ক্রীড়া বা উপবেশন করা যায়, পরিশেষে তাহা দর্শনে কতই আহ্লাদ জন্মে। সে স্থান পবিত্র জ্ঞান হয়, কোন দেবালয়েও আমরা এমত সরস চিত্তে প্রবেশ করি না। যে গৃহে পিটর ভজনা করিতেন তন্মধ্যে প্রায় অর্দ্ধঘটিকা নির্জ্জনে বসিয়া ঈশরোপাসনা করি-লেন। তিনি পূর্ব্বে যে যে বস্তু প্রিয় জ্ঞান করিতেন সে সমুদায় ওলেন্দাজেরা তাঁহাকে দেখাইলেন। তাঁহার স্বহস্ত নির্ম্মিত এক খানি ক্ষুদ্র নৌকা দেখাইবাতে সম্রাট তৎক্ষণাৎ তাহা পিটরসন্বর্গে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে ইহা সুইডেরা হস্তগত করে। অদ্যাপিও ষ্টক্হলম্ নগরের অস্ত্রা-গারে ঐ নৌকা খানি আছে। সম্রাট পূর্ব্বে কিষ্ট নামা এক জন কর্ম্মকারের দোকানে কার্য্য করেন। এই সময়ে তাহাকে পুনর্ব্বার দর্শন করিতে গেলেন। ঐ ব্যক্তি অদ্যাপিও সেই ব্যবসা করিত, এবং অতিশয় দরিদ্র ছিল। পিটর তাহাকে যথেষ্ট অর্থ প্রদান করিলেন। কথিত আছে যে, কিষ্টের দোকানে প্রবেশ কালে পিটরের সহচর দুর্গন্ধ সহ্য করিতে না পারিয়া বাহিরে আইলেন। সম্রাট তদ্দর্শনে তাঁহাকে পুনর্ব্বার দোকান মধ্যে আনয়ন করিলেন এবং নিজে কর্ম্ম কারের কার্য্য করিয়া তাঁহাকে জাঁতা টানিতে কহিলেন।

হলাণ্ড হইতে পিটর ফ্রান্স দেশে গমন করিলেন। কাথেরাইন তাঁহার সঙ্গে যান নাই। যে ভয়ে সম্রাট রাজ্ঞীকে জার্ম্মেণীতে লইয়া যান নাই, এখন তাঁহার সে আশঙ্কা ছিল

না, যত জাতি আছে তন্মধ্যে ফরাশীজেরা অতিশয় গুণগ্রাহী, তাহারা সাহসী ও গুণবান লোককে যাদৃশ আদর করে, এমত আর কোন জাতিই করে না। তাহাদিগের প্রধান২ ব্যবস্থাপক ও সেনাপতিগণ সামান্য বংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াকেবল গুণ দ্বারা চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। অধিক কথা দূরে থাকুক, গুণ থাকিলে তাহাদিগের রাজা হওয়াও কঠিন নহে। ইহা নেপোলিয়নের জীবন বৃত্তান্ত পাঠে ব্যক্ত হইবে। বরং ইংলণ্ডে যাইতে পিটর এই ভয় করিতে পারিতেন। ইংরেজেরা অতিশয় বংশ গৌরব করে। গুণ দ্বারা তাহাদিগের নিকটে অতি অল্প লোকে উচ্চ পদ প্রাপ্ত হয়। গুণ থাকুক বা না থাকুক অধিক কাল কর্ম্ম করিলেই প্রধান পদ পাওয়া যাইতে পারে। সামান্য সৈনিক পুরুষ কখনই সেনাপতি হইতে পারে না, অধিক কথা দূরে থাকুক, ইংরেজ সেনাপতি সামান্য যোদ্ধার বীরত্বের বিষয়ও নিজ পত্রে লিখেন না। যাহার গুণ থাকে সেই উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ইংরেজেরা পৃথিবীর মধ্যে স্বাধীন জাতি হইয়া এই দোষটির দূরীকরণ করিতে চেষ্টা করেন নাই। কাথেরাইণ নিজ সদ্গুণ দ্বারা পিটরের চিত্ত হরণ করিয়া সিংহাসনে উপবিষ্টা হয়েন। প্রুথ নদী অবধি ফিনলাণ্ড উপসাগর পর্য্যন্ত সকল, রণে, জলে, স্থলে তিনি স্বামীর পার্শ্ব ত্যাগ করেন নাই। তিনি স্ত্রীজাতি দুর্লভ সাহস প্রদর্শন করিয়া পিটরকে এবং রুশিয়া রাজ্যকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এমত রমণী ফরাশীস্‌দিগের প্রিয়পাত্র ব্যতিরেকে কখনই অশ্রদ্ধা বা উপহাসের পাত্র হইতে পারিবেন না। ফরাশীসেরা অতিশয় [illegible] এবং সভ্য, কাথেরাইণ পাছে নিজ সরল স্বভাব সুলভ

সভ্যতার বিপরীত কোন কার্য্য বা বাক্য প্রয়োগ করেন, এবং অন্য লোক কর্ত্তৃক অপমানিত হয়েন, এই ভয়ে সম্রাট তাঁহাকে হলাণ্ড রাজ্যে রাখিয়া আইলেন।

পিটরের আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ফ্রান্সাধিপতি তাঁহাকে রাজধানী মধ্যে আনয়নার্থে অনেক অশ্বারোহী এবং রথ প্রেরণ করিলেন। কিন্তু বৃথা আড়ম্বর ভাল না বাসাতে সম্রাট সৈন্যদিগের পূর্ব্বেই পারিসে গমন করেন। রাজা তাঁহাকে নিজ বাটীতে রাখিবার মানস করেন। কিন্তু তথায় থাকিলে শিষ্টালাপে বৃথা কাল হরণ করিতে হইবে, এবং অভিলষিত শিল্প বিদ্যা শিক্ষা এবং আশ্চর্য্য২ বস্তু দর্শন করা হইবে না, এই জন্যে তিনি নগরের প্রান্তভাগে এক বাটীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রাজার ভৃত্যেরা তাঁহার নিকটে আসাতে তিনি কহিলেন বন্ধুগণ! আমি যুদ্ধ ব্যবসায়ী, আমার অধিক লোকের প্রয়োজন নাই, সামান্য রুটী ও সুরা হইলেই আমার পরিতোষ হইবে। অতএব এই তুচ্ছ বিষয়ের জন্যে তোমাদিগকে কষ্ট দিতে চাহি না।

পারিস নগরস্থ তাবৎ লোক সম্রাটকে অত্যন্ত সম্মান পূর্ব্বক গ্রহণ করিল। তিনি যে স্থানে গমন করিতেন, সেই স্থানেই আপন এবং পট্ট মহিষীর প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাই-তেন। শিল্পকারদিগের দোকানে তিনি যাহা ভাল বলি-তেন তাহাই তাহারা তাঁহাকে প্রদান করিত এবং কহিত আমাদিগের রাজার আজ্ঞা এই যে, মহারাজ যাহা চাহেন তাহাই প্রাপ্ত হইবেন। সম্রাট সকল স্থান দর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। সুবিখ্যাত রাজ-মন্ত্রী কার্ডিনাল রিচিলিউয়ের একটী উত্তম কবর আছে। ঐ মহাত্মার বুদ্ধি

কৌশলে ফরাশীসেরা অনেক সুখভোগ করে। পিটর্ তাঁহার প্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিয়া কহিলেন, হে মহাত্মন্! আমি তোমাকে অর্দ্ধ রাজ্য প্রদান করিতাম, যদ্যপি আমাকে তুমি অবশিষ্টার্দ্ধভাগ শাসন করিতে শিখাইতে, এইরূপে ফ্রান্সদেশের তাবৎ আশ্চর্য্য দ্রব্য, বিদ্যালয়, মহাসভা প্রভৃতি দর্শন করিয়া পিটর হলাণ্ডে প্রত্যাগমন করিলেন। হলাণ্ড দেশ হইতে পিটর প্রুশীয়া যাত্রা করেন। তাঁহার এই রীতি ছিল যে, যে স্থানে তিনি গমন করিতেন তথায় যে যে আশ্চর্য্য বস্তু থাকিত তাহা দর্শন করিতেন। কোন নগরে বা গ্রামে প্রবেশ করিলে তাঁহার প্রথম প্রশ্ন ছিল, এখানে কোন আশ্চর্য্য দ্রব্য আছে কি না? যদি থাকিত, তাহা হইলে কহিতেন, আমি উহা দেখিতে চাহি। তিনি সুবিখ্যাত লুথর সাহেবের কবর ও পাঠ গৃহ দর্শন করেন। পরমেশ্বর পুরোহিতদিগের কি বুদ্ধিই দিয়াছেন! যদ্যপি মানবদিগের মধ্যে এক শ্রেণী বুদ্ধিহীন সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহা হইলে যাজক মহাশয়দিগকে সেই শ্রেণীভুক্তই করিতে হইবে। বিদ্বান-মূর্খ আর কোন শ্রেণী মধ্যে দেখা যায় না। লুথরের গৃহের ভিত্তির উপর এক ফোটা মসির দাগ ছিল, কতকগুলি পুরোহিত সম্রাটকে কহিলেন যে, একদা লুথর লিখিতে ছিলেন এমত সময়ে শয়তান আসিয়া তাঁহাকে মহা বিরক্ত করাতে তাহার মস্তকে মস্যাধার ফেলিয়া মারিয়াছিলেন। কিন্তু দৈবাৎ সেই মস্যাধার ভিত্তিতে লাগিল। আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কিছুতেই এই চিহ্ন দূর করিতে পারি নাই। সম্রাট হাস্য করিয়া

তথায় আপন নাম লিখিয়া প্রস্থান করিলেন*। রাজ্ঞী ও পারিষদ্দিগকে পশ্চাতে রাখিয়া সম্রাট ডাকযোগে বারলিন নগরে গমন করেন এবং রাত্রি হওয়াতে নিজ দূতের বাটীতে রহিলেন। প্রুশীয়াধিপতি ফ্রেডারিক পর দিবস সম্রাটের কুশল জানিবার জন্যে এক দূত প্রেরণ করিলেন। পিটর বলিয়া পাঠাইলেন আমি অল্প দিন মাত্র এ স্থানে থাকিব, যদ্যপি রাজার অবসর থাকে, তাহা হইলে কল্য দুই প্রহর বেলার সময়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব। রাজা পর দিবস ছয় খান উত্তম শকট প্রেরণ করেন, কিন্তু পিটর নিজ স্বভাব-সিদ্ধ আড়ম্বরের প্রতি ঘৃণা প্রযুক্ত বাটীর পশ্চাৎ দ্বার দিয়া পদব্রজে রাজ বাটীতে গমন করিয়াছিলেন। ফ্রেডারিক আশ্চর্য্যান্বিত হওয়াতে তিনি কহিলেন আমি আড়ম্বর ভাল বাসি না। আমি পদব্রজে যাইতে ইচ্ছা করি এবং প্রত্যহ ইহাপেক্ষা পাঁচ গুণ পথ পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া থাকি। দুই দিবস পরে কাথেরাইণ বারলিনে উপস্থিত হয়েন। ফ্রেডারিক পিটরের ন্যায় আড়ম্বর-প্রিয় ছিলেন না। ভল্টেয়র সাহেব কহেন, যদি দ্বাদশ চারলস এই সময়ে বারলিনে থাকিতেন তাহা হইলে চারি জনা মুকুটধারি আড়ম্বর-অপ্রিয় ব্যক্তি একত্র হইতেন। কিন্তু প্রুশীয়ান রাজ্ঞি অতিশয় সভ্য ও আমোদ-প্রিয় হওয়াতে মনবজ নামক বাটীতে মহা সমারোহ পূর্ব্বক পিটর ও তাঁহার মহীষিকে আহার

* যে যে ব্যক্তি ঐ গৃহে যাইত তাহারা স্বীয়২ নাম লিখিয়া আসিত। পিটর ইহা দেখিয়া আপন নাম লিখেন। অদ্যাপিও তাঁহার হস্তাক্ষর দেখা যায়।—Memoir of Peter the Great—Family Library.

† কাথেরাইণও স্বামির ন্যায় আড়ম্বর ভালবাসিতেন না।

পান করান। এক জন প্রুশীয়ান কামিনী পিটরের নিন্দা-সূচক অনেক বিষয় লিখিয়াছেন। তিনি কহেন সম্রাট আগমন করিলে রাজ্ঞি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছুক হয়েন নাই। কাথেরাইণকে দেখিলে বোধ হয় যেন পুত্ত-লিকা ব্যবসায়ির দোকান হইতে বস্ত্র পরিধান করিয়া আসি-লেন। উক্ত রমনী লিখেন রাজ্ঞির মুখ দেখিলেই বোধ হইবে যে, তিনি নীচ বংশোদ্ভবা। একদা ভোজন কালে পিটর অপস্মার রোগাক্রান্ত হওয়াতে প্রুশীয়ার রাজ্ঞি আসন হইতে উঠিয়া যাইতে উদ্যত হয়েন, কিন্তু সম্রাট কহিলেন সুন্দরী ভয় নাই আমি কোন হানি করিব না; আর একবার সম্রাট রাজ্ঞির হস্ত বল পূর্ব্বক ধারণ করাতে তিনি সম্রাটকে কহিলেন, মহাশয় অধিক সভ্য হইবেন। ইত্যাদি নানা বিষয় লিখিত আছে। যখন পিটর প্রুশীয়া দেশে গমন করেন তখন ঐ রমনী অষ্টম বর্ষীয়া মাত্র ছিলেন, তিনি জন-শ্রুতিতে যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন তাহার অনুবর্ত্তিনী হইয়া এই বিষয় লিখেন। কোন গ্রন্থকার পিটরের দেশ ভ্রমণে তাঁহাকে বিদ্রূপ করেন নাই। কিন্তু এই কামিনী সভ্যতা ও নিজ জাতীয় সরল স্বভাব ত্যাগ করিয়া এমত উপহাস-সূচক বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। তাঁহার বিবেচনা করা উচিত ছিল, যে, যে রমনী পুত্তলিকার বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন তিনিই প্রুথ নদির নিকটে সম্রাটকে সসৈন্যে উদ্ধার করেন, এবং যে অসভ্য পুরুষ রাজ্ঞির হস্ত ধারণ করত পীড়া দিয়াছিলেন, তিনিই রুশিয়া রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধিকারী। যে রাজ্য এক্ষণে পৃথিবীর মধ্যে ধনে ও বলে প্রধান হইয়াছে, এবং যে রা-জ্যের অধীনে পৃথিবীর অর্দ্ধাংশ আছে।

পিটর প্রুশীয়া দেশের আশ্চর্য্য২ বস্তু, বিদ্যালয় প্রভৃতি দর্শন করিয়া স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন। পিটরের দেশ ভ্রমণ পাঠে সকলেরি জ্ঞানোদয় হইতে পারে। যে ব্যক্তি মহা বিস্তীর্ণ রাজ্যাধিকারী তিনি নিজ চিত্তোৎকর্ষ ও প্রজাদিগকে সভ্য করিতে অতিশয় কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। রাজাদিগের ইহাপেক্ষা আর কি অধিক প্রশংসার বিষয় আছে? কেবল স্বচ্ছন্দে প্রজাদিগের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লইলে রাজত্ব হয় না। তাহাদিগকে সভ্য ও বিদ্বান করা রাজাদিগের প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম, যে দেশ শাসন করিতে হইবে সেই দেশস্থ লোকদিগকে প্রধান২ পদ দেওয়া উচিত, নচেৎ কখনই সে শাসন-প্রণালী প্রজাদিগের পক্ষে সুখকর হয় না। এই কর্ম্ম করিতে হইলে তাহাদিগকে বিদ্বান ও সভ্য করা উচিত, নচেৎ ঐ দেশ শাসন করাই বৃথা। ইতিবেত্তারা চিরকাল উচ্চৈস্বরে কহিতেছেন যে, প্রজারা সভ্য না হইলে সে রাজ্যের কখনই কল্যান নাই।

আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে, পিটরের জ্যেষ্ঠ পুত্র আলেক্সিস অতিশয় দুশ্চরিত্রান্বিত ছিলেন। তাঁহার কুব্যবহারে গুণবতি উলফনবটেলের রাজকুমারী প্রাণত্যাগ করেন। তিনি পিটরের নূতন নিয়ম সকল অধর্ম্ম-মূল বলিয়া জানিতেন। এবং প্রাচীন-রীতি-প্রিয় অজ্ঞ পুরোহিতদিগের পরামর্শানুসারে কার্য্য করিতেন। তাঁহার মাতা ইউডোক্সিয়া নিজ দুশ্চরিত্রের নিমিত্তে, স্বামী কর্ত্তৃক বর্জ্জিতা হইয়া পুত্রকে সর্ব্বদা কহিতেন বাপু! তুমি রাজ্য প্রাপ্ত হইলেই তোমার পিতার নূতন নিয়ম সকল উঠাইয়া আমাকে

কারাগার হইতে মুক্ত করিবে। এই রূপে কুপরামর্শ পরবশঃ ও ইউক্রোসাইণ নাম্নী এক কুলটা স্ত্রীলোকের কুহকে পতিত হইয়া রাজকুমার পিতার অতিশয় অপ্রিয় পাত্র হইয়াছিলেন।

পিটর পুত্রের কুপ্রবৃত্তি দেখিয়া অতিমাত্র দুঃখিত হইলেন এবং তাঁহার চরিত্র সংশোধন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি বিবেচনা করিলেন আমার পরিশ্রমে রুশিয়া দেশ সভ্য হইয়াছে; কিন্তু অদ্যাপিও অনেক লোক নূতন নিয়মের প্রতি ঘোর শত্রুতা প্রদর্শন করে। আমার মৃত্যুর পর যদ্যপি উপযুক্ত রাজা না হয় তাহা হইলে আমার এত পরিশ্রম বৃথা হইবে। আলেক্সিসের স্ত্রীর মৃত্যুর অত্যল্প দিবস পূর্ব্বে সম্রাট অনেক পরামর্শ দিয়া এক পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি রাজপুত্রকে কহেন "তোমার অত্যাচারে আমি অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি; কিন্তু এক্ষণে তোমাকে পরামর্শ দিতেছি যে, আশু চরিত্র সংশোধন কর, তাহা হইলে আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইব। যদ্যপি তোমার স্বভাবের কোন পরিবর্ত্তন না হয় তাহা হইলে যেমন অপ্রয়োজনীয় কোন বৃক্ষ শাখা ছেদন করা যায়, সেইরূপ তোমাকে রাজ্য দিব না। তুমি বিবেচনা করিওনা যে, আমি বৃথা ভয় দেখাইতেছি, আর তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া বিবেচনা করিও না যে, আমি তোমাকে রাজ্য না দিতে অক্ষম। আমি স্বদেশের মঙ্গল সাধন করিবার জন্য নিজ জীবন পর্য্যন্ত তুচ্ছজ্ঞান করিয়াছি; অতএব আমার পুত্র যদি আমার অভিপ্রায়ানুসারে কার্য্য না করে, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে কখনই রাজ্য প্রদান করিব না। বরং এক জন অপর গুণ-

বান্ ব্যক্তিকে তাহা দিব, তথাপি অক্ষম পুত্রকে দিব না"।

হতভাগ্য আলেক্সিসের কিছুতেই চৈতন্যোদয় হইল না। এমত মহাত্মা পিতার প্রত্যুত্তর লিখিলেন, "মহাশয় আমি রাজত্ব চাহি না, এবং পরমেশ্বরকে সাক্ষি করিয়া কহিতেছি যে, কখন রাজত্ব লইবার চেষ্টা করিব না"। পিটর পুত্রের দুর্ম্মতি দূর করিবার জন্যে পুনর্ব্বার আর এক পত্র লিখিলেন। তিনি কহিলেন, আমি তোমার পত্র পাঠ করিয়া দেখিলাম যে, তুমি কেবল রাজত্বের কথাই কহ, যেন আমি তোমার সম্মতির প্রতীক্ষা করিতেছি। তুমি কয়েক বৎসরাবধি তোমার দুশ্চরিত্রের জন্যে আমাকে যে দুঃখ দিয়াছ তাহার কিছুই লিখ নাই। পিতার ভর্ৎসনায় তোমার চৈতন্যোদয় হইল না। আমি আর এক বার তোমাকে লিখিতেছি, কিন্তু আর লিখিব না। যদ্যপিও তুমি নিজ প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিবার চেষ্টা পাও, তথাপি লম্বমান শ্মশ্রুযুক্ত পুরোহিতেরা আপনাদিগের অভিলাষ পরিপূর্ণ করিবার জন্যে তোমার মনে অন্য ভাবের উদয় করিবে— তুমি প্রতিজ্ঞা পালন করিতে পারিবে না, ঐ ব্যক্তিরা তোমার ভরসা করে। যে ব্যক্তি তোমার জন্ম দাতা তাহার নিকট তুমি যে আদতে বাধ্য আছ তাহা প্রকাশ কর নাই। তুমি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া কখন আমার পরিশ্রম কালে সাহায্য করিয়াছ? আমি যাহা আমার প্রজাদিগের হিতার্থে করিয়াছি, সে সমুদায় তুমি কি ভ্রমমূল ও ঘৃণাজনক বোধ কর নাই? ইহা কি সত্য নহে যে, যদ্যপি তুমি আমার মৃত্যুর পর সিংহাসন প্রাপ্ত হও তাহা হইলে তুমি মৎকৃত সকল বিষয় নষ্ট করিবে? চরিত্র সংশোধন কর এবং আমার অবর্ত্তমানে

নৃপতি হইবার উপযুক্ত হও, নচেৎ বৈরাগ্য অবলম্বন কর। আমি ইচ্ছা করি যে, তুমি হয় নিজে আমার নিকটে আসিয়া নচেৎ পত্র দ্বারা এই পত্রের প্রত্যুত্তর প্রদান করিবে, নচেৎ আমি "তোমাকে দণ্ডার্হ ব্যক্তির ন্যায় ব্যবহার করিব"।

রাজকুমার অজ্ঞান কূপে এমত নিমগ্ন হইয়া ছিলেন যে, কিছুতেই সৎপরামর্শে কর্ণপাত করিলেন না। পিটরের পত্রের উত্তর লিখিলেন "মহাশয়ের ১৯শে দিবসের পত্র গত কল্য প্রাতঃকালে প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি পীড়া প্রযুক্ত অধিক লিখিতে পারি না। আমি বৈরাগ্য অবলম্বন করিব, এবং প্রার্থনা করি মহাশয় অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক আমার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবেন"।

এই সকল বিষয় সম্রাটের দ্বিতীয় দেশ ভ্রমন যাত্রার পূর্ব্বে ঘটে। দেশ ভ্রমণ কালে তিনি পুত্রকে দর্শন করিতে গমন করেন। আলেক্সিস পীড়ার ছল করিয়া সয্যাগত ছিলেন। পিটর তাঁহার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করাতে রাজকুমার বারম্বার কহিলেন, আমি বৈরাগ্য অবলম্বন করিব, পিটর পিতার উপযুক্ত পরামর্শ দিয়া কহিলেন, বিবেচনা না করিয়া কোন কার্য্য হঠাৎ করিও না, আমি বিবেচনার নিমিত্তে তোমাকে ছয় মাসের সময় দিতেছি। আলেক্সিস এই সকল কথা বায়ুর ন্যায় জ্ঞান করিয়া সেই রজনী দুশ্চরিত্র সহচরগণকে লইয়া মদ্যপানে যাপন করিলেন।

দুই মাস গত হইল, তথাপি সম্রাট পুত্রের পূর্ব্ব দোষের নিমিত্তে অনুতাপ-সূচক পত্র প্রাপ্ত হইলেন না। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, তাঁহার পরামর্শানুসারে আলেক্সিস চরিত্র সংশোধন করিয়াছেন। কিন্তু মনক্ষেত্রে কুসংস্কার রূপ কণ্টক

বৃক্ষ বদ্ধমূল হইলে কাহার সাধ্য তাহা নষ্ট করে। পিটর কোপেনহেগেন নগর হইতে রাজকুমারকে লিখিলেন "আমার পরলোক গমনের পর যদ্যপি তুমি রাজ্য প্রাপ্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা রাখ, তাহা হইলে শীঘ্র এই স্থানে আসিবে"। আলেক্সিস এই পত্র প্রাপ্ত হইয়া ঘোর চিন্তায় মগ্ন হইলেন। যদি কোপেনহেগেনে গমন করেন তাহা হইলে প্রিয় সহচর গণের নিকটে চিরকালের জন্যে বিদায় হইতে হয়। যদ্যপি দেশে থাকেন তাহা হইলেও নিস্তার নাই। এই সময়ে পুরোহিত ও দুশ্চরিত্র সহচরগণ ব্যতীত আর কে আশ্রয় দেয়? তাহারা সকলে কহিল তুমি বিয়েনা নগরে পলায়ন কর, নচেৎ তোমাকে বন্ধুগণ হইতে দূরে লইয়া সম্রাট বধ করিবেন। রাজকুমার ডেনমার্ক গমনের ছলে মেঞ্চিকফের নিকট হইতে বিপুল অর্থ লইয়া জার্ম্মেণির রাজধানীতে প্রস্থান করিলেন। সম্রাট ষষ্টম চারল্স তাঁহাকে আশ্রয় দিতে অস্বীকৃত হওয়াতে রাজকুমার নেপ্‌লস্ নগরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

পিটর এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া কাউণ্টটলষ্টই ও কাপ্তেন রুমাঞ্জফকে আলেক্সিসের নিকটে প্রেরণ করিলেন। তিনি লিখিলেন "রুমাঞ্জফ ও টলষ্টই তোমাকে আমার অভিপ্রায় জানাইবেন। যদ্যপি তুমি আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমণ কর তাহা হইলে তোমাকে যে, ক্ষমা করিব এমত নহে বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাল বাসিব। কিন্তু যদ্যপি তুমি আমার আজ্ঞা পালন না কর, তাহা হইলে আমি অতিশয় বিরক্ত হইব এবং জানিবে যে, আমি তোমার পিতা ও রাজা, মনে করিলে তুমি যথায় তথায় থাক শাস্তি

দিতে পারিব”। টলষ্টই অতিশয় ধূর্ত্ত লোক ছিলেন। তিনি রাজকুমারের উপপত্নী ইউফ্রোসাইনকে উৎকোচ প্রদান করিয়া ও রাজকুমারকে ভয় মৈত্রতা দেখাইয়া ১৭১৮ খৃঃ অব্দে ১৩ই ফেব্রুয়ারি মস্কাউ নগরে আনয়ন করিলেন।

যে দিবস আলেক্সিস রাজধানীতে প্রত্যাগমন করেন, সেই দিবস তাঁহার সহিত সম্রাটের সাক্ষাৎ হয়। সকলে ইহাতে বোধ করিল যে, পিতা পুত্রে মিলন হইল। কিন্তু পরদিবস পিটর সৈন্য দিগকে সুসজ্জ হইতে ও প্রধানং যাজক ও মন্ত্রীদিগকে রাজবাটীতে আসিতে আজ্ঞা দিলেন। আলেক্সিস কারারুদ্ধ ব্যক্তির ন্যায় আনীত হইলেন। রাজকুমার পিতার নিকটে ভুমিষ্ঠ হইয়া এবং তাঁহার হস্তে এক খানি পত্র দিয়া স্বীকার করিলেন যে, তিনি নানা দোষ করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে প্রাণ রক্ষা পাইলে রাজ্য ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন। পিটর পুত্রকে উঠিতে আজ্ঞা দিয়া তাঁহার দোষ উল্লেখ করত এক বক্তৃতা পাঠ করিলেন। প্রথমতঃ আলেক্সিসের সমস্ত দোষ, জার্ম্মেণিতে পলায়নের বিষয় বলিয়া কহিলেন, “এইরূপে আমার পুত্র প্রত্যাগমন করিয়াছে। এবং যদ্যপিও সে মৃত্যুর উপযুক্ত বটে তথাপি পিতৃস্নেহ পরবশঃ হইয়া তাহাকে ক্ষমা করিতেছি। কিন্তু তাহার অনুপযুক্ততা ও দুঃস্বভাবের জন্যে তাহাকে যথার্থ রূপে রাজ্যোত্তরাধিকারী করিতে পারি না; কারণ ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, সে নিজ দুশ্চরিত্র দ্বারা আমাদিগের সকল গৌরব নষ্ট করিবে এবং আমি যে২ দেশ সকল স্বীয় বাহু বলে জয় করিয়াছি, সে সমুদায়ই হারাইবে। এই প্রকার ব্যক্তিকে রাজ্য প্রদান করিলে আমার প্রজারা পূর্ব্বা-

পেক্ষা অধিক দুর্দ্দশায় পতিত হইবে। এই নিমিত্তে যে নিয়মে আমার রাজ্য মধ্যে সকল পিতারা তাঁহাদিগের পুত্রকে তৎ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী না করিতে সক্ষম হয়েন,—সেই পিতৃ ক্ষমতানুসারে এবং আমার রাজ্যের মঙ্গলার্থ আমি যে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছি তদানুসারে কহিতেছি যে, আমি আমার উক্ত পুত্র আলেক্সিসকে আমার মৃত্যুর পর রাজ্য-ভোগ করিবার সত্ব হইতে বঞ্চিত করিলাম। আমি তন্নি-মিত্তে ঘোষণা করিতেছি যে, আমার বংশ মধ্যে বয়ঃপ্রাপ্ত আর কেহ সিংহাসনোপযুক্ত না থাকাতে আমার দ্বিতীয় পুত্র পিটারকে রাজ্যেশ্বর করিলাম। যদ্যপি আমার পূর্ব্বোক্ত পুত্র আলেক্সিস সিংহাসনের উপরে দাওয়া করে, কিম্বা তাহা পুনর্ব্বার হস্তগত করিবার কোন চেষ্টা করে, তাহা হইলে আমার অভিশাপ তাহার শিরোপরি পতিত হইবে"। এই বক্তৃতা পাঠ করিয়া পিটর সকল প্রজাদিগকে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে ভাবি সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিতে আজ্ঞা দিলেন।

পিটরের বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে আলেক্সিস সিংহাসন ত্যাগ-সূচক এক পত্র পাঠ করিলেন। যথা—"আমি,—নিম্ন লিখিত ব্যক্তি—পবিত্র পুরোহিত দিগের সম্মুখে কহি-তেছি যে, আমার পাপ ও অনুপযুক্ততার জন্যে আমাকে সিংহাসনচ্যুত করা উচিত কর্ম্ম হইয়াছে। আমি পবিত্র আত্মা, যিশুখৃষ্ট, ও সর্ব্ব শক্তিমান পরমেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া কহিতেছি যে, আমার পিতা যে আজ্ঞা দিয়াছেন, আমি তদ-নুরূপ কার্য্য করিব। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি আর কখনই রাজ্য লইতে চেষ্টা করিব না, কখনই তাহার

উপরে দাওয়া রাখিব না, এবং কেহ তাহা আমাকে দিতে চাহিলেও লইব না। আমি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পিটরকে ভবিষ্যৎ নৃপতি বলিয়া স্বীকার করত পবিত্র ক্রুশ চুম্বন করিতেছি*"। আলেক্সিসের এই পত্র লইয়া সম্রাট ধর্ম্মালয়ে গমন করত তথায় ইহা পাঠ করিলেন। সকল যাজকের এই পত্রের নিম্নভাগে স্বীয়২ নাম স্বাক্ষরিত করিলেন। ভল্টেয়র সাহেব কহেন কোন রাজকুমার এমত নিয়মানুসারে পিতৃ রাজ্য ভোগে বঞ্চিত হয়েন নাই। উক্ত ইতিহাসবেত্তা পিটরকে ইহাতে প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু আমরা পুত্রকে রাজ্যচ্যুত করা ন্যায়, অন্যায় বিবেচনা করি না, তাঁহার অঙ্গীকার ভঙ্গ দর্শনে অতিশয় দুঃখিত হইতেছি। পণ্ডিতেরা সর্ব্বকালে উচ্চৈস্বরে কহিতেছেন যে, বিবেচনা না করিয়া অঙ্গীকার করিবে না। পিটর নেপল্‌সে পুত্রকে লিখিয়া পাঠান "আমি তোমাকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাল বাসিব"। তাঁহার সে অঙ্গীকার কোথায় রহিল? আর ইহা সকলেই স্বীকার করিতে হইবে যে, আলেক্সিস অত্যন্ত ক্ষীণবুদ্ধি ছিলেন। ভয় দেখাইবাতে সহজে রাজ্য-ত্যাগ-সূচক পত্র লিখিয়া দেন, কিন্তু ইহা অবশ্য কহিতে হইবে যে, পিটর তাঁহাকে বলপূর্ব্বক পৈত্রিক রাজ্য ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাও বলা উচিত যে, পিটর অত্যন্ত কঠিন ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পিতা হইয়া পুত্রকে গুরু দণ্ড না

---

* আমাদিগের মধ্যে যেমত গঙ্গাজল, তুলসী পত্র কিম্বা শালগ্রাম স্পর্শ করিয়া শপথ করা রীতি, তেমনি খৃষ্টীয়ান দিগের মধ্যে ধর্ম্ম পুস্তক বায়বেল, এবং ক্রুশ চুম্বন করা প্রথা আছে। ক্রুশ—যিশুখৃষ্টকে ক্রুশে বধ করাতে খৃষ্টীয়ানরা এক এক ক্রুশ রাখিয়া থাকে।

দেওয়া, কিম্বা ১৮০০০০০০ প্রজার মঙ্গল চেষ্টা করা শ্রেয় তাহা তাঁহাকে স্থির করিতে হইয়াছিল। তিনি অসংখ্য লোকের কষ্ট অপেক্ষা এক জনকে দুঃখ দেওয়া শ্রেয় বিবেচনা করিলেন। অতএব এ বিষয়ে তাঁহাকে দোষিই বা কিরূপে বলা যায়। ভল্‌টেয়র সাহেব কহেন যে, পিটর কেবল আলেক্সিসের দুশ্চরিত্র, কুচক্রী সহচরদিগকে ধৃত করণাশয়ে এই কার্য্য করেন, রাজকুমারকে ইহা দ্বারা রাজ্যাধিকারী হওনের উপযুক্ত করাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। পাঠকবর্গ এ বিষয় বিবেচনা করিবেন।

পর দিবস পিটর কতকগুলি প্রশ্ন পাঠাইয়া আলেক্সিসকে তদুত্তর পত্র দ্বারা দিতে কহিলেন। জার্ম্মেণির সম্রাটের দূত তাঁহার ভূপতিকে লিখিয়াছিলেন যে, মেকলস্বর্গস্থিত রুশিয়ান সৈন্যেরা বিদ্রোহি হইয়া কহিয়াছিল, আমরা আলেক্সিসকে রাজ্য দিয়া কাথেরাইণ ও তাঁহার পুত্রকে কারারুদ্ধ করিব। সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন "বেয়ারের পত্র দ্বারা তুমি যখন ঐ বিদ্রোহ ঘটনা শ্রবণ কর, তখন তুমি আহ্লাদিত হইয়াছিলে। আমি বিবেচনা করি যে তুমি তাহাদিগের সাপক্ষ আমি জীবিত থাকিতেই হইবার বাসনা কর। ইহা সত্য কি না"? আলেক্সিস উত্তর করিলেন "যদ্যপি তাহারা আমাকে আহ্বান করিত, তাহা হইলে বোধ হয় আমি তাহাদিগের পক্ষ হইতাম"। এইরূপ এত প্রশ্ন করা হয় যে, পরিশেষে আলেক্সিস অনেক মিথ্যা দোষও স্বীকার করিলেন। তাঁহার ব্যবহারে প্রকাশ পাইল যে, তিনি সম্রাটের ক্ষমতা তুচ্ছ করিতেছেন। তিনি একবার যাহা বলিয়াছিলেন তাহার বিপরীত পর দণ্ডেই কহেন। ইহাতে পিটর

অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া পুত্রকে প্রকাশ্য বিচারালয়ে আ-নিতে মনস্থ করিলেন। তদনুসারে তাবৎ মন্ত্রী ও পুরহিত-গণকে একত্রিত করিয়া নিম্ন লিখিত বক্তৃতা পাঠ করিলেন। "যদ্যপিও তাবৎ নৈস্বর্গিক ও সামাজিক, বিশেষতঃ রুশিয়ান নিয়মানুসারে সকল পিতারা তাঁহাদিগের পুত্রদিগকে পিতৃ সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন এবং আমিও এই নিয়মানুসারে অন্য লোকের সম্মতি বিনা নিজ পুত্রকে দণ্ড দিতে পারি, তথাপি স্বভাবতঃ মনুষ্যেরা অন্য লোকের বিষয়ের মত নিজ২ বিষয় বুঝিতে পারে না; কারণ অতিশয় বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা আপনাদিগের পীড়ার সময়ে অন্য লোকের সাহায্য লইয়া থাকেন। অতএব ভ্রম প্রযুক্ত আমি পাছে কোন অন্যায় কর্ম্ম করি, এই নিমিত্তে মহাশয়দিগকে প্রতিকার করিতে অনুরোধ করিতেছি। যদ্যপি নিজ রোগ না জানিয়া আপনার ক্ষমতার উপর নির্ভর করত চিকিৎসা করি, তাহা হইলে চিরমৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। কারণ আমি পরমেশ্বরের নিয়মানুসারে কর্ম্ম করিতে শপথ করিয়াছি এবং আমার পুত্রকে কহিয়াছি যে, যদ্যপি সে সত্য কথা কহে তাহা হইলে তাহাকে ক্ষমা করিব।

"যদ্যপিও আমার পুত্র অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছে, তথাপি আমি নিজ অঙ্গীকারের বিপরীতে কোন মতেই কর্ম্ম করিতে পারি না। অতএব মহাশয়দিগকে অনুরোধ করিতেছি যে, আপনারা অত্যন্ত মনযোগ পূর্ব্বক বিবেচনা করিবেন যে, তাহাকে শাস্তি দেওয়া উচিত কি না? মহাশয়েরা কখনই পক্ষপাত করিবেন না এবং ভয় করিবেন না যে, মুক্ত কণ্ঠে নিজ২ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া আমার পুত্রের প্রতি লঘু দণ্ড-

বিধান করিলে আমি বিরক্ত হইব। আমি পরমেশ্বরের নামোচ্চারণ করিয়া কহিতেছি যে, মহাশয়দিগের ভয় করিবার কোন কারণ নাই। মহাশয়দিগের নৃপতির পুত্রের বিচার করিতে হইবে বলিয়া কোন মতে অসুখী হইবেন না। পদ বিবেচনা না করিয়া যেন যথার্থ বিচার করেন, দেখিবেন যেন মহাশয়দিগের ও আমার আত্মার ধ্বংশ না হয়। পরিশেষে মহাশয়েরা সাবধান হইবেন, যে, ভীষণ দিবসে পরমেশ্বরের নিকটে আমাদিগের বিচার হইবে, সেই দিবস যেন আমাদিগের আত্মা অশ্মদাদির বিরুদ্ধে অভিযোগ না করে এবং যেন দেশের অমঙ্গল না হয়"।

পুরহিতেরা প্রথমে স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তাঁহারা কহিলেন, "এই বিষয়ে বিবেচনা করিবার আমাদিগের কোন ক্ষমতা নাই। আমরা সম্রাটকে অসীম ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি, তাঁহার যাদৃক অভিরুচি তদনুরূপ কার্য্য করিতে পারেন"। তাঁহারা আদি পুস্তক হইতে অনেক দৃষ্টান্ত দিয়া কহিলেন, "যে ব্যক্তি পিতা মাতার অমঙ্গল চেষ্টা করে তাহার ধর্ম্ম পুস্তকের মতে প্রাণ দণ্ড করা উচিত। কিন্তু অন্যান্য দৃষ্টান্ত যথা,—ডেবিড নিজ বিদ্রোহি পুত্র আবসলেমকে ক্ষমা করিয়াছিলেন, দেখাইয়া কহিলেন সম্রাটের অন্তঃকরণ ঈশ্বর হস্তে আছে। ঈশ্বর যেমত আজ্ঞা দেন, তিনি তদনুসারে কার্য্য করিতে পারেন"। যাহাহউক পুরোহিতদিগের প্রশংসার বিষয়, তাঁহারা সকলেই ক্ষমা করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু রাজকুমারের দোষের নূতনং প্রমাণ বাহির হওয়াতে ৫ই জুলাই প্রায় ১৪০ জন ব্যবস্থাপক ও মন্ত্রী একতা অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার প্রাণ দণ্ড করিবার

আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু কিরূপে তাঁহাকে বধ করা হইবে তাহা তাঁহারা কিছুই স্থির করেন নাই। তাঁহারা আজ্ঞা পত্রের নিম্নভাগে লিখিলেন "আমরা যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছি তাহা আমাদিগের পরম কারুণিক সম্রাটের বিচারার্থে রাখিলাম"। ইহাতে বোধ হইতেছে যে, তাঁহারাও শেষ দণ্ড না দিতে অনুরোধ করেন এবং পিটরও তাহা প্রদান করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না।

সকল যথার্থ মহৎ আশয় ব্যক্তিদিগের স্বীকার করিতে হইবে যে, পিটর এই আজ্ঞা দিয়া অতি মাহাত্মের কার্য্য করিয়াছিলেন। যে নৃপতি প্রজাদিগের সুখ স্বীয় তনয়ের জীবনাপেক্ষা অধিক ভালবাসেন তাঁহাকে মহাত্মা ব্যতিরেকে আর কি বলা যাইতে পারে? অনেকানেক ইতিহাসবেত্তারা কহেন যে, কাথেরাইন স্বীয় পুত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিবার জন্যে সম্রাটকে এই কর্ম্ম করিতে অনুরোধ করেন। ইতিহাসে আনুমানিক বিষয় লিখা যাইতে পারে না, কাথেরাইণের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নাই। পিটর নিজে কহিযাছেন যে, রাজ্ঞি আলেক্সিসকে ক্ষমা করিতেই অনুরোধ করেন। তিনি কাথেরাইণের গর্ভে পুত্র জন্মিবার পূর্ব্বেই আলেক্সিসকে পরিত্যক্ত করিতে মনস্থ করেন। তিনি যখন প্রুথ নদির তটে তুরুকদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন, তখন মহাসভাকে লিখিয়াছিলেন "যদ্যপি আমি এস্থানে প্রাণত্যাগ করি, তাহা হইলে তোমাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি উপযুক্ত হইবে তাহাকে রাজ্য দিবে"। ইহাতে কি প্রকাশ পায়, অতএব কাথেরাইণ ইহার কিছুই জানিতেন না তাহা সকল অপক্ষপাতি লোককে স্বীকার করিতে হইবে।

আলেক্সিস্ প্রাণদণ্ড হইবার দুই দিবস পরে অপস্মার রোগে প্রাণত্যাগ করেন। ৭ই জুলাই দিবস প্রাতঃকালে সম্রাট শ্রবণ করিলেন যে, তাঁহার পুত্রের সাংঘাতিক্ পীড়া হইয়াছে। পিটর তজ্জন্য প্রধান২ সভাসদ্দিগকে সঙ্গে লইয়া রাজকুমারকে দেখিতে গেলেন। সায়ংকালে তিনি পুনর্ব্বার শ্রবণ করিলেন যে, পীড়ার অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহা শুনিয়া পুনর্ব্বার গমন করিতেছেন, ইতিমধ্যে সংবাদ আসিল যে রাজকুমার দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। এই বৃত্তান্ত অনেক ইতিবেত্তারা সত্য কহিয়া থাকেন। পিটর ইউরোপস্থ তাবৎ রাজাদিগের নিকটে পুত্রের বিচার ও মৃত্যুর বিষয় লিখিলেন।

যদ্যপিও পিটর পুত্রের মৃত্যুর বিষয় গোপন রাখেন নাই; যদ্যপিও অনেক লোকে রাজকুমারকে মৃত্যু কালিন দেখিয়াছিলেন, তথাপি লোক-সমাজে রাজকুমারের হঠাৎ মৃত্যু উপলক্ষে নানা গল্প উঠিতে লাগিল। সকলেই জানিত যে, আলেক্সিস্ কাথেরাইণের ঘোরতর শত্রু ছিলেন, অতএব বিবেচনা করিতে লাগিল যে, তিনি স্বাভাবিক রোগে প্রাণত্যাগ করেন নাই। লাম্বার্টী নামা এক জন গ্রন্থকার কহেন যে, কাথেরাইণ নিজ পুত্রের সৌভাগ্যোন্নতি করিতে এমত ইচ্ছুক ছিলেন যে, যত দিন পর্য্যন্ত পিটর আলেক্সিসের প্রাণদণ্ড না করেন, তত দিবস তিনি স্থির হয়েন নাই। পিটর স্বহস্তে পুত্রের মস্তক চ্ছেদন করিয়া পরিশেষে তাহা শরীরের উপর এমত সুন্দর করিয়া রাখেন, যে, কেহ তাহা জানিতে পারে নাই। কিন্তু কাথেরাইণের পুত্রের কাল হওয়াতে সম্রাট অতিশয় দুঃখিত হইয়া রাজ্ঞির

মস্তক মুণ্ডন করিয়া কারারুদ্ধ করিতে মনস্থ করেন। বিশে- ষতঃ মেঙ্গিকফের সহিত কাথেরাইণের কুপ্রণয় থাকাতে সম্রাট তাঁহার এক পুস্তকে লিখিয়াছিলেন যে, কাথেরাইণকে সমুচিত শাস্তি দিবেন। এক জন ভৃত্য তাহা জানিতে পারিয়া রাজ্ঞিকে তাহা দেখায়। কাথেরাইণ মেঙ্কিকফের পরামর্শানুসারে সম্রাটকে বিষ পান করাইয়া বধ করিলেন। এই বৃত্তান্ত নিতান্ত অলীক তাহার আর সন্দেহ নাই। কাথেরাইণের পুত্রের কাল হইবার বহু দিবস পরে সম্রাট পারস্য দেশে গমন করেন তাহার পরে কাথেরইণ রাজ্যাভিষিক্তা হয়েন। অতএব লাম্বার্টি যাহা লিখিয়াছেন তাহা বিশ্বাস যোগ্য নহে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, অনেক প্রধান২ ইতিহাসবেত্তারা এই গল্প বিশ্বাস করিয়াছেন। কক্স নামক এক জন কহেন যে, এক জন স্ত্রীলোক হত আলেক্সিসের মস্তক তাঁহার শরীরের উপরে বসাইয়া দেয়। এতদ্ব্যতিত অন্যান্য বিষয় লিখিত আছে, সে সমুদায় লিখিবার প্রয়োজন নাই। ইহা বলা যথেষ্ট যে, কেহ২ কহেন মারশল উইড বিষ পান করাইয়া আলেক্সিসকে বধ করেন। ইতিহাসবেত্তারা ইহা উপলক্ষে নানা তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন, কিন্তু কেহই পিটরের বিপক্ষে কোন বিশেষ প্রমাণ দর্শাইতে পারেন নাই। তিনি যখন প্রকাশ্যরূপে পুত্রকে বিচারালয়ে আনিয়াছিলেন তখন তাঁহার প্রকাশ্যরূপে বধ করিবার কি আপত্তি ছিল। তাহাতে কোন্ ব্যক্তি তাঁহাকে দোষী কহিতে পারিত? হদ্দ এই হইত যে, সকলে তাঁহাকে পিতৃ-স্নেহহীন কহিত। রোম দেশীয় ব্রুটস স্বদেশের হিতার্থে পুত্রের প্রাণদণ্ড করিবার আজ্ঞা দেওয়াতে মহাত্মা বলিয়া পরিগণীত হইয়াছেন। তবে আমরা কি

জন্যে পিটরকেও সেই প্রশংসা প্রদান না করি? তাহা করা দূরে থাকুক অনেক গ্রন্থকারেরা তাঁহার ধর্ম্মের উপর সন্দেহ করিয়া তাঁহাকে পুত্র-হত্যাকারী বলিয়াছেন। আমরা কখনই এই মতানুসারে চলিতে পারি না। অপক্ষপাত অবলম্বন করিয়া কহিতে হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, আলেক্সিস্ স্বাভাবিক রোগে প্রাণত্যাগ করেন।

দ্বাদশ চারল্‌স নানা প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াও যুদ্ধ শেষ করিতে স্বীকৃত হয়েন নাই। কিন্তু উভয় দলেই যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইয়াছিল। পিটরের রাজ্য অত্যন্ত বিস্তীর্ণ হওয়াতে তিনি সন্ধি করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। চারল্‌সের মন্ত্রি গোয়ার্টজ এবং স্পানিস কোষাধ্যক্ষ আল্‌বেরনাই পিটরের সাহায্যে ইংলণ্ডেশ্বর প্রথম জর্জ্জকে রাজ্য হইতে বহিস্কৃত করিতে মনস্থ করেন। পিটর অত্যন্ত সাবধান হইয়া এই বিষয় বিবেচনা করত আলাণ্ড দ্বীপে দুই জন দূতকে সুইডদিগের সহিত সন্ধি করিতে প্রেরণ করিলেন। যখন দূতেরা তর্ক বিতর্ক করিতে ছিলেন, তখন পিটর মারশল এরেনসাইল্‌ডকে স্বদেশে প্রত্যাগমণ করিতে অনুমতি প্রদান করেন। রাজাও স্কার ওগাল উইনকে রুশিয়ায় প্রত্যাগমণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। ইহা দ্বারা উভয় নৃপতির মধ্যে সদ্ভাবের সঞ্চার হইল। গোয়ার্টজ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, চারল্‌স সহযোগি সৈন্য দিগের অধ্যক্ষ হইয়া ইংলণ্ডে গমন করত জর্জ্জকে দূরীভুত করিবেন। যদি এই অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য হইত তাহা হইলে পুনর্ব্বার ইউরোপ মধ্যে প্রবল যুদ্ধানল ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সকল দেশকে পতঙ্গের ন্যায় নষ্ট করিত। ইংরেজেরা

সামান্য জাতি নহে যে, সহজে কেহ তাহাদিগকে পরাজিত করে। ইহা তাহাদিগের সৌভাগ্য কহিতে হইবে যে, অদ্যাপিও কোন জাতি তাহাদিগকে কোন যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারে নাই। যে নেপলিয়ন সমস্ত ইউরোপিয় রাজ্য জয় করিয়াছিলেন তিনি ইংরেজ দিগের দ্বারাই পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হয়েন। যাহা হউক গোয়ার্টজের মতে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে অনেক দেশের বহুতর ক্ষতি হইত। কিন্তু হঠাৎ এক বিষয়ে এই প্রস্তাব ভঙ্গ হইল। চারল্‌স ২৫০০০ সৈন্য লইয়া নরওয়ে দেশের ফ্রেডারিকসাল নামক এক দুর্গ আক্রমণ করেন। একদা রজনীযোগে রাজা যেমত সৈন্য দিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া আক্রমণ দর্শন করিতে ছিলেন, এমত সময়ে একটা কামানের গোলা মস্তকে লাগাতে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন। তৎক্ষণাৎ আলাণ্ড নগরস্থ দূত-সভাভঙ্গ ও যুদ্ধারম্ভ হইল। পিটরের রণ-তরি-অধ্যক্ষ আপ্রেকসিন কতিপয় দিবসের মধ্যে অনেক সুইডনীয় যুদ্ধ-তরি ও গ্রাম নষ্ট করিলেন। সুইডনে সকলে হাহতোস্মি করিতে লাগিল। ইহাতে ফ্রান্স দেশের প্রতিনিধি রাজ মধ্যস্থ হইয়া ১৭২১ খৃঃ অব্দে উভয় রাজ্যের মধ্যে সন্ধি করিয়া দিলেন। ইহা দ্বারা পিটর ফিনলাণ্ড ব্যতিরেকে আর সকল জয়লব্ধ দেশ স্বাধীনস্থ করিলেন।

এই সময়ে পিটর অতুল যশঃস্বী হইলেন। তিনি রাজধানী মধ্যে প্রবেশ করিলে সকল লোকে মহা আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। যে পুরোহিতেরা পূর্ব্বে তাঁহার শত্রু ছিলেন তাঁহারাও এক্ষণে তাঁহার শুভানুধ্যায়ী হইলেন। যে সকল সুইডরা সাইবিরিয়া দেশে নির্ব্বাসিত ছিল, তাহারা

স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে অনুমতি পাইল। কিন্তু তন্মধ্যে অনেকে রুশিয়ায় বাস করিল। সম্রাট সকল শত্রু দমন ও রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করিয়া সর্ব্বশক্তিমান্‌কে ধন্যবাদ করা শ্রেয়ঃ ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম জ্ঞান করত মহা সমারোহে পাত্র মিত্রগণ সমভিব্যাহারে দেবালয়ে গমন করিলেন। যেন সকলই আহ্লাদিত হয় এই জন্যে পিটর সকল কারারুদ্ধ ব্যক্তি-দিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিলেন।

রুশিয়ার মহাসভা যাজক মণ্ডলির সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, সম্রাট নিজ বুদ্ধি ও বাহুবলে রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি ও মঙ্গল করিয়াছেন। অতএব আমাদিগের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিমিত্তে প্রার্থনা করা উচিত, যেন তিনি 'মহাত্মা' ও 'প্রজাদিগের পিতা' এই দুই উপাধি গ্রহণ করেন। পিটর তাঁহাদিগের আবেদন পত্র পাইয়া ঐ উপাধি দ্বয় লইতে স্বীকৃত হইলেন। মহাসভা ও যাজক মণ্ডলি একত্রিত হইলে প্রধান যাজক প্লেসকাউ দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন "যে সম্রাটের কৌশলে আমাদিগের ঈদৃশী সৌভাগ্যোন্নতি হইয়াছে। তিনি যেরূপ প্রজাদিগের উপকার করিয়াছেন এমত কোন নৃপতি কোন কালে করেন নাই। অতএব আমাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম যে, তাঁহার পরিশ্রমের ফল স্বরূপ আমাদিগের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি"। তৎপরে কোষাধ্যক্ষ কাউণ্ট গলক্‌-কিন কহিলেন, "মহারাজ! আপনি নিজ বীরত্ব দ্বারা মহাত্মা উপাধি লাভ করিয়াছেন। তাহা কাহারও প্রদত্ত নহে। কিন্তু আমাদিগের যে অনির্ব্বচনীয় উপকার করিয়াছেন তজ্জন্য 'প্রজাদিগের পিতা' এই উপাধি লইতে অনুরোধ করিতেছি"। বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে সকলে উচ্চৈস্বরে কহিয়া

উঠিলেন প্রজাদিগের পিতা মহাত্মা সম্রাট পিটর দীর্ঘজীবি হউন। অনন্তর সভাভঙ্গ হওয়াতে চারিদিগে তোপধ্বনি হইতে লাগিল। সম্রাট কাথেরাইণকে সঙ্গে লইয়া দেবালয়ে ঈশ্বরোপাসনা করিতে গমন করিলেন। নগরস্থ তাবৎ লোকে তিন চারি দিবস রাজবাটীতে আহার পান ও নৃত্য গীতি করিল।

বহু কাল পরে যুদ্ধ হইতে মুক্ত হইয়া পিটর রাজ্যের মঙ্গল সাধন করিতে নিযুক্ত হইলেন। শান্তি রক্ষার নিমিত্তে নূতন২ থানা, খাস, রাজপথ প্রভৃতি প্রস্তুত হইল। প্রজাদিগকে সভ্য ও বিদ্বান করিবার জন্যে পিটর সাহিত্য এবং বিজ্ঞান বিদ্যালয় ও চিত্র শালিকা প্রস্তুত করিলেন। রুশিয়ানেরা বিদেশে ভ্রমণ ও বাণিজ্যার্থে গমন করিতে অনুমতি পাইল। এইরূপে বিদেশীয় লোকদিগের প্রশংসাপাত্র, শত্রুদিগের ভয় এবং প্রজাদিগের পিতা হইয়া পিটর মহা সুখে রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন।

রুশিয়া রাজ্যে প্রধান২ লোকেরাও অন্যায়রূপে ধনোপার্জ্জন করিবার সুযোগ পাইলে তাহাতে প্রায় বিমুখ হইতেন না। অদ্যাপিও প্রধান সেনাপতিরা সামান্য সৈন্যদিগের সর্ব্বস্ব হরণ করেন। সাইবিরিয়া দেশের শাসনকর্ত্তা রাজকুমার গাগ্রেণ পিটরের চীনদেশ যাত্রি বণিক্‌দিগের সর্ব্বস্ব দস্যুর ন্যায় লুঠিয়া বিপুল অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পরম্পরায় এই কথা সম্রাটের কর্ণগোচর হওয়াতে তিনি শাসন কর্ত্তাকে ধৃত ও কারারুদ্ধ করিলেন। এমত সম্ভ্রান্ত লোককে এমত দোষে সামান্য লোকের ন্যায় শাস্তি দেওয়া অতিশয় কঠিন বিচার জ্ঞান করত সম্রাট গাগ্রেণের কারা-

গরে গমন করিয়া কহিলেন তুমি যদি সমুদায় দোষ মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার কর তাহা হইলে আমি তোমাকে ক্ষমা করিব। গাগ্রেণ তাহাতে সম্মত হইয়া এক পত্রে আপনার দোষের বিবরণ লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিলেন। পর দিবস বিচারালয়ে আনিত হইলে সম্রাট সেই পত্রখানি বিচারপতিদিগকে দেখাইলেন। বিচারালয়ে গাগ্রেণ কহিলেন সম্রাট ভয় প্রদর্শন করাতে আমি এইরূপ লিখিয়াছি, বস্তুতঃ আমি দোষী নহি। ইহা শ্রবণ করিয়া সকলে পিটরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল। তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল। বহ্বায়াসলব্ধ যশঃ যাইবার উপক্রম দেখিয়া পিটর মলিন্ হইলেন। ফলতঃ ভূপতি হইয়া কোন প্রজাকে অন্যায়রূপে নষ্ট করিবার চেষ্টা অপেক্ষা আর কি অধিক নিন্দনীয় কার্য্য আছে? যবন রাজেরা কি জন্যে সকল জাতির অপ্রিয়? কেবল অন্যায় করিয়া গুণবান ব্যক্তিদিগকে ধ্বংশ করাতেই তাঁহাদিগের এই অপযশঃ হইয়াছে। তখন অতিশয় কুপিত হইয়া সম্রাট কহিলেন দুষ্ট তুই ক্ষমার পাত্র নহিস্। ইহা বলিয়া সাক্ষিগণকে আহ্বান করাতে তাহারা সকলেই কহিল গাগ্রেণ যথার্থই দস্যুবৃত্তি করিয়া ধন সঞ্চয় করিয়াছেন। গাগ্রেণ পিটরের পদতলে পড়িয়া কহিলেন প্রভো আমি জীবিত থাকিবার উপযুক্ত নহি। সেই দিবসেই মহা সভার বাটির সম্মুখে শাসনকর্ত্তার ফাঁশী হইল।

এই সকল কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও পিটর প্রজাদিগকে সভ্য করিতে ত্রুটি করেন নাই। চিত্র ও গৃহনির্ম্মাণ বিদ্যা এবং সাহিত্য বিজ্ঞান-শাস্ত্র সকল তাহাদিগকে শিক্ষা করিবার জন্যে যুবক রুশিয়ানেরা জার্ম্মেণি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি

দেশে প্রেরিত হইল। তাহাদিগকে সদামোদে রত করিবার জন্যে সম্রাট ইটালি হইতে নাটক্-অভিনয়কারিদিগকে পিটরস্বর্গ নগরে নাট্যশালা স্থাপিত করিতে আহ্বান করিলেন। কিন্তু এই আমোদ অতিশয় সভ্য জাতিদিগের প্রিয় হওয়াতে রুশিয়ানদিগের ভাল লাগিল না। তাহারা সুরাপান ও অন্যান্য সামাজিক নিয়ম বহির্ভূত আমোদে মত্ত থাকিতে ভাল বাসিত। পিটর স্ত্রী ও পুরুষদিগকে প্রকাশ্যরূপে একত্রে ভোজন ও উপবেশন করাইতে চেষ্টা করেন। তিনি সকল পান্থ-নিবাস-রক্ষকদিগকে ক্রীড়া কারি স্ত্রী এবং পুরুষ দিগকে স্থান দিতে আজ্ঞা দেন। কিন্তু তাঁহার অভিলাসের বিপরীত ফল উৎপত্তি হইল। তাহারা সর্ব্বদা মদ্যপান করিয়া অত্যন্ত কুৎসিত কার্য্য করিত। সভ্য ও বিদ্যাবতী না হইলে স্ত্রীলোক দিগকে পুরুষদিগের সহিত প্রকাশ্য রূপে উপবেশন বা ক্রীড়া করিতে দেওয়া উচিত নহে। রুশিয়ান স্ত্রীলোকেরা অদ্যাপিও নানা দুরাচারে রত। এক জন ইতিহাসবেত্তা লিখিয়াছেন যে, মদেমত্ত হওয়া তাহাদিগের পক্ষে নিন্দাজনক নহে। তিনি কহেন রুশীয়ার সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকদিগের দৃষ্টান্তে অন্য জাতীয় স্ত্রীলোকেরা নানা কদর্য্য ব্যবহার শিক্ষা করিয়াছে*।

গ্রীক ও রোমিয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এই প্রথা আছে, অনেক স্ত্রী ও পুরুষ বিবাহ না করিয়া ধর্ম্মালয়ে বাস করে। ধর্ম্মানুসারে সর্ব্বসাধারণের তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতে হয়। রুশীয়া রাজ্যে যেমত প্রসস্ত তাদৃশ মনুষ্য না থাকাতে পিটর আজ্ঞা দিলেন যে, পঞ্চাশ বৎসর বয়ক্রম না হইলে

---

* Bell's History of Russia, vol. II. p. 268.

কেহ বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে পারিবে না। কেহ২ ইহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করাতে তিনি কহিলেন "আমি রাজ্য শাসন ও যুদ্ধ বিষয় সংক্রান্ত অনেক নিয়ম সৃষ্টি করিয়াছি এবং পূর্ব্ব প্রণালির অনেক পরিবর্ত্তন করিয়াছি, যদি ধর্ম্ম সংক্রান্ত কোন নূতন প্রণালির সৃষ্টি না করি তাঁহা হইলে ঈশ্বর সমীপে দোষী হইব"। এক্ষণে রুশিয়া দেশের অতিশয় শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। দিন২ সভ্যতার সূর্য্য নিজ দীপ্তি দ্বারা অজ্ঞান তিমির দূর করিতেছিল। পিটর সকল কুপ্রথার মূলচ্ছেদন করত অসীম যশস্বী হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

আলোক্সসকে সিংহাসন হইতে পরিত্যক্ত করিয়া সম্রাট কাথেরাইণের গর্ভজাত রাজকুমার পিটরকে উত্তরাধিকারী করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় যুবরাজ বাল্যকালাবধি ক্ষীণ শরীর হওয়াতে শীঘ্রই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া অকালে কাল ভবনে আতীথ্য স্বীকাব করিলেন। পিটর অতিশয় শোকার্ত্ত হইয়া মন্ত্রীদিগকে আহ্বান করত কহিলেন "আমার পরলোক গমনের পরে কোন্ ব্যক্তি মদীয় সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া লক্ষ২ প্রজাদিগের সুখ বৃদ্ধি করিবেন তাহা সকলে স্থির কর। আমার শেষ কাল উপস্থিত। দিন দিন দুর্ব্বল হইতেছি। শারিরীক ও মানসীক বলের হ্রাস হইতেছে। আমি বাল্যকালাবধি অনিবার পরিশ্রম সহকারে যে সকল নিয়ম রীতি এবং নীতি প্রচলিত করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছি সে সমুদায় বজায় রাখে এমত লোক সিংহাসন প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত"। তাঁহার আজ্ঞানুসারে রাজধানির সকল লোকে রাজ বাটীতে একত্রিত হইল। সকলে আগমন করিলে সেনা-

পতি ক্রুস তাহাদিগকে কহিলেন সম্রাটের আজ্ঞা হইয়াছে যে, তাঁহার পরলোক গমনের পর কাথেরাইণ রুশিয়া রাজ্যেশ্বরী হইবেন. অতএব তোমরা সকলে সপথ কর যে, রাজ্ঞিকে তোমাদিগের অধিশ্বরী বলিয়া স্বীকার করিবে। সকলেই নিজ২ নাম স্বাক্ষর করিল। এইরূপে কৃষকবালা সম্রাট পত্নী হইয়া তদীয় সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। ইতিবৃত্তে এতাদৃশ দৃষ্টান্ত আর দেখা যায় না। লেপলিয়নের সহধর্ম্মিনী যুশোফাইণ কেবল একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। কিন্তু এই দুই অসাধারণ রমণীদিগের মধ্যে প্রভেদ এই এক জন স্বামির সিংহাসনে উপবেশন করেন, অন্য জন তাহাতে বঞ্চিত হইয়া স্বপত্নির ক্ষমতা স্বীকার করত স্বামী কর্ত্তৃক বর্জ্জিতা হয়েন।

সেনাপতি ক্রুস কহেন "এই আজ্ঞা শ্রবণে সকল লোকে দুঃখিত হইল, কারণ তাহারা সম্রাটের পৌত্র যুবক পিটরকে যথার্থ রাজ্যাধিকারী বলিয়া জানিত, বিশেষতঃ রাজবংশের মধ্যে তিনি কেবল একমাত্র পুরুষ ছিলেন। এই কর্ম্ম (অর্থাৎ কাথেরাইণকে রাজ্যেশ্বরী করিবার সপথ লওয়া) আমার প্রাতঃকালাবধি সায়ংকাল পর্য্যন্ত করিতে হইয়াছিল। আমি রুশিয়ায় যে যে কর্ম্ম করিয়াছিলাম তন্মধ্যে এই কর্ম্ম অতিশয় দুঃখের সহিত করিতে হইয়াছিল। কারণ আমি জানিতাম যে, রাজকুমার অত্যন্ত চতুর ও বুদ্ধিমান, বিশেষতঃ আমি তাঁহাকে যুদ্ধ ও দুর্গ নির্ম্মাণ বিদ্যা শিক্ষা করাইয়াছিলাম। অতএব তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কাথেরাইণকে অধিঃশ্বরী করিবার সপথ লওয়া আমার পক্ষে অনির্ব্বচনীয় দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে"? ক্রুস সাহেব ছাত্রের প্রতি স্নেহ প্রযুক্ত ভাল মন্দ বিবেচনা না করিয়া পিটরকে দোষি

করিয়াছেন। সম্রাট কাথেরাইণকে উত্তরাধিকারিণী করিয়া অসীম বুদ্ধি ও অসাধারণ দূরদর্শিতা প্রকাশ করিয়াছেন। যুবরাজ আলেক্সিসের পুত্র ছিলেন। তিনি রাজ্যেশ্বর হইলে তদীয় পিতৃ-বন্ধুরা তাঁহাকে তাহাদিগের পরামর্শাধীন করিত। সাধারণ লোকদিগের—বিশেষতঃ আলেক্সিসের বন্ধু-দিগের এই সংস্কার ছিল যে, কাথেরাইণ উক্ত হতভাগ্যের দুর্দ্দশা ও মৃত্যুর কারণ। বাল্যকালে মনুষ্যের মন কর্দ্দমের ন্যায় থাকে, যাহাতে অনায়াসে কোন চিহ্ন দেওয়া যায়, কিন্তু তাহা উঠানও তাদৃশ সহজ ব্যাপার। যুবরাজ পিটর বুদ্ধিমান ছিলেন বটে, কিন্তু কুপরামর্শে অতিশয় বহুদর্শী বুদ্ধিমানেরও ভ্রম হয়, কারণ 'দশ চক্রে ভগবান ভূত'। তিনি এমত শৈশবাবস্থায় রাজ্যেশ্বর হইলে তাঁহার পিতৃ-বন্ধুরা কা-থেরাইণ এবং তাঁহার কন্যাদিগকে, হয় বধ না হয় সাইবিরিয়া দেশে নির্ব্বাসিত করিত এবং সম্রাট বহ্বায়াসে যে সকল নূতন নিয়ম, রীতি এবং নীতি প্রচলিত করিয়াছিলেন সে সমুদায় লোপ পাইত। এই সকল কারণ বশতঃ পিটর কাথেরাইণকে রাজ্য দেওয়াই শ্রেয় বিবেচনা করিলেন। তাঁ-হার আর পুত্র কিম্বা পৌত্র ছিল না, অতএব রাজ্ঞির মৃত্যু হইলে যুবরাজেরই রাজ্যেশ্বর হইবার সম্ভাবনা ছিল এবং কাল সহকারে তিনি তাহা হইয়াও ছিলেন। মনুষ্যের যথার্থ চরিত্র জীবন কালে বা মৃত্যুর অল্প দিন পরে জানা যায় না। সকলেই স্বার্থানুসারে আত্ম মত প্রকাশ করে। সুবি-খ্যাত পিট্ সাহেব রুশিয়াধিপতি পালকে মহাত্মা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, বস্তুতঃ ভূপতি বুদ্ধিহীণ ও নিষ্ঠুর ছিলেন। তাহার অনুরোধ পরতন্ত্র হইয়া পাল নেপালিয়নের শত্রু পক্ষ

অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়াই পিট সাহেব উক্ত নৃপতির শিরোপরি এত প্রশংসা বারী বর্ষণ করিয়াছেন। অতএব ক্রুস সাহেবের মতে আমরা কখনই ঐক্য হইতে পারি না। পিটর জানিতেন যে, অসাধারণ ধীসম্পন্ন বালক রাজা হই-লেও সে রাজ্যের মঙ্গল কখনই হয় না। মন্ত্রিরা প্রধান ক্ষমতা লাভার্থে সর্ব্বদা কলহ করেন, এবং সচরাচর গৃহ যুদ্ধ হয়। ইংলণ্ডেশ্বর ষষ্টম এড্ওয়ার্ড এবং ফ্রান্সাধিপতি চতু-র্দ্দশ লুএর বাল্য কালে উক্ত দেশদ্বয়ের কিরূপ অবস্থা ছিল তাহা অবগত হইলে এই মতের যথার্থতা প্রমাণ হইবে। বালক রাজা হওয়াতেই মহাবল পরাক্রান্ত মহারাষ্ট্রদিগের ক্ষমতার হ্রাস হইয়াছে। যদ্যপি মহারাজা দ্বলিপ সিংহ বালক না হইতেন তাহা হইলে সিংহ তুল্য রণজীত সিংহের রাজ্য কাহার সাধ্য কে লইতে পারিত। অতএব ইহা সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে যে, কাথেরাইণকে রাজ্য দিয়া পিটর অপার বুদ্ধি প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণ এবং আজফ সমুদ্র-তটস্থিত সমস্ত স্থান তুরুক এবং তাতরদিগের অধিকারে থাকাতে পিটরের ডন নদী-স্থিত যুদ্ধ-তরি সকল প্রায় অকর্ম্মণ্য হইয়া উঠিল। সম্রাট আজফ নগর লইয়া কৃষ্ণ সমুদ্রে যাইবার পথ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রুথনদির তটে যে সন্ধি হয়, তদ্দারা উক্ত নগর তাতরদিগকে পুনঃ প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিজীবি ব্যক্তি কখনই হতাশ হইতে পারেন না। তিনি কাস্পিয়ান সমুদ্রে বাণিজ্য করিতে মনস্থ করি-লেন। এই সমুদ্রে গমন করিবার বিলক্ষণ সুযোগ হইল।

পারস্য দেশের ভূপতি হসিন শাহ দুর্ব্বল হওয়াতে আফগান স্থানের রাজা মামুদ পারস্য দেশ জয় করত বৃদ্ধ নৃপতিকে কারারুদ্ধ করেন। মামুদ অত্যন্ত প্রজাপীড়ন কারি হওয়াতে অনেক পারসী সম্ভ্রান্ত লোক এবং রাজা হসিন পিটরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। পিটর তদ্দণ্ডে ৩০,০০০ সৈন্য লইয়া পারস্য যাত্রা করিলেন। আরটক নগরে তাতর রাজ আউকা খাঁ ও তদীয় মহিষী সম্রাট ও কাথেরাইনের সহিত সাক্ষাৎ করত যথেষ্ট সম্মান প্রাপ্ত হয়েন। পিটর খাঁকে ১০,০০০ সহযোগি সৈন্য দিতে বলাতে আউকা কহিলেন মহারাজ অনায়াসে দশ সহস্র লোক লইতে পারেন। কিন্তু আমি বোধ করি পাঁচ সহস্র হইলে হইবে। পিটর তাহাতে সম্মত হওয়াতে তদ্দণ্ডে ৫০০০ তাতর সুসজ্জন হইয়া রুশিয়ান শিবিরে উপনীত হইল। পথিমধ্যে রুশিয়ান সৈন্যেরা দেশবাসীদিগের উপরে দৌরাত্ম্য করাতে বিশেষতঃ পিটর বিনাদোষে ডাগেস্থানের রাজার ফাঁশি দেওয়াতে অনেক অস্ত্রধারি মনুষ্য সর্ব্বদা সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিল, যদ্যপি কেহ শিবিরের বহির্গত হইত তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ পর্ব্বতীয়দিগের দ্বারা হত হইত। সুতরাং খাদ্যাভাবে সৈন্যেরা অতিশয় কষ্ট পাইতে লাগিল।

টরক নগরে অনেক ভদ্রবংশীয়া যুবতিরা কাথেরাইনকে দর্শন করিতে আইসেন। রাজ্ঞি সকলকে যথেষ্ট সমাদর ও উপঢৌকন প্রদান পূর্ব্বক বিদায় করিলেন। ডারবেণ্ট নগরে গমন করিলে তত্রস্থ প্রধান২ লোকেরা স্বেচ্ছা পূর্ব্বক ঐ নগর রুশিয়ান দিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ঐ স্থানে অনেক সম্ভ্রান্ত পারসীরা সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল,

মহারাজ যদ্যপি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে দুর্বৃত্ত মামুদের হস্ত হইতে মুক্ত করেন তাহা হইলে আমরা মহারাজের প্রজা হইব। পিটর মনেং ভাবিলেন পারস্য রাজ্য আমারই হইল। এই আশায় উল্লাসিত হইয়া সসৈন্যে অগ্রসর হই-তেছেন এমত সময়ে তুরকী হইতে এক দূত আসিয়া নিবে-দন করিল, মহারাজ এই সকল দেশ আমাদিগের সুলতান জয় করিয়াছেন, অতএব মহাশয়ের সৈন্যদিগকে প্রত্যাগমন করিবার আজ্ঞা দিলে ভাল হয়। পিটর বিবেচনা করিলেন যদ্যপি অগ্রসর হই তাহা হইলে বলবান তুরুকদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। এক শত্রুর রাজ্যে অন্য শত্রুর সহিত যুদ্ধ করা অতিশয় কঠিন। এই সকল বিবেচনা করিয়া তিনি সৈন্যদিগকে প্রত্যাগমণ করিতে আজ্ঞা দিলেন।

এই যুদ্ধে পিটরের কোন বিশেষ উপকার হয় নাই। ককেসস পর্ব্বত নিকটস্থ কয়েক খানি গ্রাম মাত্র তাঁহার অধীনস্থ হইয়াছিল। কিন্তু এই গুলিও সুবিখ্যাত নাদির-শাহ রুশিয়ান দিগের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়াছিলেন।

সম্রাট রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলে মহা আনন্দোৎ-সব হইল। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তিনি যখন কোন যুদ্ধ বা দেশ ভ্রমণ করিয়া প্রত্যাগমণ করিতেন তখনই তাঁহার কোন লোকের প্রতি গুরুতর দণ্ড বিধান করিতে হইত। তাঁহার প্রিয় কোষাধ্যক্ষ ব্যারন সাফিরফ অন্যায় করিয়া অনেক ধন সঞ্চয় এবং সম্রাটের অজ্ঞাতসারে নিজ কুটম্বদিগকে প্রধানং পদ দিয়াছিলেন। পিটর অত্যন্ত কুপিত হইয়া কোষাধ্যক্ষের প্রাণ বধ করিতে আজ্ঞা প্রদান

করেন, কিন্তু কাথেরাইণের অনুবোধ পরতন্ত্র হইয়া তাঁহাকে সাইবিরিয়া দেশে দূর করিয়া দিলেন।

১৭২৩ খৃঃ অব্দে মার্চ্চ মাসে পিটর কাথেরাইণ ও সভাসদগণ সমভিব্যাহারে পিটরস্বর্গ নগরে গমন করিলেন। নূতন রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ যুদ্ধ-তরি সকল দর্শন করিতে গেলেন। ডেনমার্ক দেশের রাজা তাঁহাকে 'সম্রাট' বলিয়া স্বীকার না করাতে তিনি কয়েক খান যুদ্ধ-তরি লইয়া উক্ত দেশ আক্রমণ করেন, কিন্তু অতিশীঘ্র সন্ধি হওয়াতে ৮ই আগষ্ট রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। এক কথা আছে মহৎ মনুষ্যের নিকটে কিছুই তুচ্ছ নহে। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে, এক খানি ক্ষুদ্র তরি দর্শন করিয়া তাঁহার অর্ণবপোত নির্ম্মাণ ও প্রজাদিগকে বাণিজ্যানুরক্ত করিতে লিপ্সা জন্মে। ঐ ক্ষুদ্র নৌকা খানিকে রুশিয়ান যুদ্ধ-তরির মূল কহিতে হইবে। পিটর ঐ নৌকা খানিকে সুসজ্জ করত 'ক্ষুদ্র পিতামহ' নামে তাহা উৎস্বর্গ করিলেন। এক দিবস সকল যুদ্ধ-তরি ফিনলাণ্ড উপসাগরে স্থিতি করিয়া তিনি তাহার কর্ণধার ও মেঙ্কিকফ ও তিন জন রণ-তরি অধ্যক্ষ বাহকের কার্য্য করিলেন। নৌকার মধ্যে ক্ষুদ্রহ রৌপ্য নির্ম্মিত কামান ছিল। যে জাহাজের নিকটে পিটর গমন করিলেন সেই জাহাজ হইতে তোপধ্বনি হইতে লাগিল। পিটর ঐ নৌকা খানি অস্ত্রাগারে রাখিতে আজ্ঞা দিলেন। উহা অদ্যাপিও পিটরস্বর্গ নগরে আছে।

এই সকল কার্য্য যদ্যপি অন্য কোন নৃপতি কর্ত্তৃক হইত তাহা হইলে আমরা তৎপ্রতি হাস্য করিতাম। কিন্তু পিটরের জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করিলে ব্যক্ত হইবে যে, তিনি অন-

র্থক কোন কার্য্য করিতেন না। বাতুলকে প্রধান যাজক ক-রাতে পুরহিতদিগের ক্ষমতা হ্রাস হইল এবং প্রজারাও জ্ঞান শিক্ষা করিল। নিজে প্রথমতঃ সামান্য সৈন্য হওয়াতে সকল লোকের যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করিবার ঔৎসুক্য জন্মিল। তাঁহার কৌশল অনুসারে কার্য্য করাতে এক্ষণে রুশিয়ার ভূপতিরা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ব প্রধান হইয়াছেন।

পৃথিবীর সকল জাতির সহিত পিটরের বন্ধুতা ও রাজ্যের অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধি হওয়াতে সম্রাট প্রিয় প্রণয়িণী নারীকুল তিলক কাথেরাইণকে প্রকাশ্যরূপে রাজ্যাভিষিক্তা করিতে মনস্থ করিলেন। আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে সকল লোকে তাঁহাকে ভাবি অধিঃশ্বরী বলিয়া স্বীকার করে। এই সময়ে পিটর নিজ জীবন কালে কাথেরাইণের শিরোপরি রাজ মুকুট দিতে মনস্থ করিলেন। ইহা বলা অনাবশ্যক যে, কাথেরাইণ নিজ গুণ দ্বারা সকল লোকের চিত্ত হরণ করিয়াছিলেন। কি রণে—কি বনে—কি সমুদ্রে—কি পর্ব্বতে সকল সময়ে তিনি পিটরের নিকটে থাকিতেন। এমত স্ত্রী রত্নকে তদীয় গুণোপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করা সকল সৎস্বামির কর্ত্তব্য।

পিটর এক ঘোষণা পত্র দ্বারা প্রকাশ করিলেন। অনেক রাজারা আপনাপন সহধর্ম্মিণীদিগকে রাজ্যোত্তরাধিকারিণী করিয়াছেন। তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আমার সহিত সকল স্থানে গমন করত নিজবুদ্ধি দ্বারা আমাকে অনেক বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন। তিনি স্ত্রীজাতি সুলভ-ভয়-পরতন্ত্রা নহেন। বিশেষতঃ প্রুথ নদির নিকট যখন আমি ২২০০০ মাত্র সৈন্য সমভিব্যাহারে দুই লক্ষ তুরুক সৈন্য দ্বারা বেষ্টিত ছিলাম,

তখন কেবল তাঁহারি বুদ্ধি কৌশলে রক্ষা পাইয়াছি। এই সময়ে তিনি যেরূপ স্ত্রীজাতি দুর্লভ সাহস প্রদর্শন করেন তাহা আমার রাজ্যের সকল লোক ও সৈন্যেরা অবগত আছে। এই জন্যে পরমেশ্বর আমাকে যে ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন, তদনুসারে আমি আমার স্ত্রীকে রাজমুকুট প্রদান করিয়া আমাদিগের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়াছি। অতিশয় সমারোহ পূর্ব্বক অভিষেক কার্য্য নির্ব্বাহ হইল। প্রধান২ রাজদূতেরা ও নগরস্থ তাবৎ লোক ঐ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। নবগোরডের প্রধান উপাচার্য্য অগ্রসর হইয়া রাজ্ঞিকে কহিলেন "মাতঃ আমাদিগের ধর্ম্মানুসারে ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া তৎপ্রতি ভক্তি এবং তাঁহার পবিত্র ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস প্রদর্শন কর"। তাহা করিয়া কাথেরাইণ হাঁটু পাতিয়া বসিলেন। উপাচার্য্য আশীর্ব্বাদ করত কহিলেন "হে পরমেশ্বর! তোমার পবিত্র স্বর্গীয় বাসস্থান হইতে আমাদিগের ধর্ম্মপরায়ণা রাজ্ঞি কাথেরাইণকে তোমার প্রজাদিগের ঈশ্বরী হইবার উপযুক্ত কর। তাঁহাকে অতুল ক্ষমতা দাও; তাঁহাকে অমূল্য মুকুট দ্বারা শোভিতা কর। হে ঈশ্বর তাঁহার জীবন দীর্ঘ হউক। তুমি তাঁহাকে পবিত্রাত্মা দ্বারা রক্ষা কর। সকল মিথ্যা ধর্ম্মানুরক্ত জাতিরা যেন তাঁহার অধীনস্থ হয়। তাঁহার অন্তঃকরণ যেন নিয়ত তোমাতেই থাকে এবং তোমাকে ভয় করে। তিনি যেন প্রজাদিগের প্রতি যথার্থ বিচার, শোকার্ত্ত দিগের শোক এবং দরিদ্রদিগের দরিদ্রতা দূর করেন। হে জগদীশ্বর! পরিশেষে যেন তিনি তোমার স্বর্গীয় রাজ্যে স্থান প্রাপ্ত হয়েন"।

পিটর নিজে রাজ্ঞিকে অভিষেক বস্ত্র পরিধান করাইলেন এবং রাজমুকুট তাঁহার মস্তকোপরি দিলেন। অভিষেক সমাপ্ত হইলে সম্রাট প্রায় সপ্তাহ প্রজাদিগকে আহার এবং পান করাইলেন।

এই বৎসর পিটরের জ্যেষ্ঠা কন্যা এনের সহিত হলষ্টীনের ডীউকের বিবাহ হয়। রাজকুমারী অতিশয় রূপবতী ও গুণবতী ছিলেন। কাউণ্ট আপ্রাক্সীন নামক এক জন সম্ভ্রান্ত রুশিয়ান তাঁহাকে বিবাহ করিতে চেষ্টা পান, কিন্তু এন তাহাতে সম্মতা হয়েন নাই। প্রেমান্ধ আপ্রাক্সীন এক দিবস রাজকুমারীকে নির্জ্জনে দেখিয়া তাঁহার পদতলে পড়িলেন এবং নিজ খড়্গ হস্তে লইয়া কহিলেন প্রিয়ে য...পি তুমি নিতান্ত এদীনের প্রতি প্রসন্ন চক্ষে দৃষ্টি না কর, তাহা হইলে এই খড়্গ দ্বারা আমার প্রাণ লও। এন কুপিত হইয়া কহিলেন কোথায় তোমার খড়্গ দাও, তুমি দেখিবে যে তোমার ভুপতির কন্যার এমত সাহস আছে, যে যে ব্যক্তি তাঁহাকে অপমানিত করে তাহাকে তিনি বধ করিতে পারেন। আপ্রাক্সীন ভয়ে পলায়ন করিলেন। যথোচিত সমারোহে এনের বিবাহ হয়।

কিছু কালাবধি প্রস্রাব করিবার সময়ে পিটরের অত্যন্ত কষ্ট হইত। কিন্তু কিছু দিন তিনি ইহা কাহার সাক্ষাতে বলেন নাই। পরিশেষে অতিশয় ক্লেশ পাইয়া নিজ চিকিৎসককে তাহা জানাইলেন। চিকিৎসক তাঁহাকে গৃহ-বহির্গত হইতে নিষেধ করিলেন। প্রায় চারি মাস সম্রাট এই অবস্থায় থাকেন। তৎপরে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া জলপথে ভ্রমণ করিবার মানস প্রকাশ করেন। তাঁহার চিকিৎসকেরা তাহা

করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের প্রতিবন্ধকতা না শুনিয়া তিনি প্রায় দুই মাস সমুদ্রে থাকেন। ইতিমধ্যে সময়ে২ পীড়া হইত। এক দিন জলপথে ভ্রমণ করিতেছেন এমত সময়ে দেখিলেন এক খানি সৈন্যপূর্ণ নৌকা পর্ব্বতে লাগিয়া মারা যায়। তাহাদিগের বিপদ দর্শনে মনোমধ্যে দয়ার সঞ্চার হওয়াতে, পিটর নিজে জল মধ্যে পড়িয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন। সেই রজনীতে তাঁহার জ্বর হইল। দিন২ পীড়ার বৃদ্ধি হওয়াতে তিনি পিটরস্বর্গে গমন করিলেন। সম্রাট যন্ত্রনায় মধ্যে২ অজ্ঞান হইতেন। পরিশেষে ১৭২৫ খৃঃ অব্দে ২৮সে ডিসেম্বর পিটর খৃষ্টীয় ধর্ম্মানুসারে ঈশ্বরের নামোচ্চারণ করিয়া এই অনিত্য ও অকিঞ্চিৎকর পৃথিবী এবং ক্ষণভঙ্গুর দেহ ত্যাগ করত স্বর্গধামে গমন কারলেন।

যে দিবস পিটরের মৃত্যু হয়, সেই দিবস কাথেরাইণ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কোন২ ব্যক্তি রাজ্ঞির নির্ম্মল চিরিত্র মলিন করিবার জন্যে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার ভ্রষ্টাচারে কুপিত হইয়া সম্রাট তাঁহাকে বধ করিতে মনস্থ করেন। ইহাতে কাথেরাইণ বিষ পান করাইয়া পিটরকে নষ্ট করেন। ইত্যাকার গল্প কোন মতেই বিশ্বাস যোগ্য হইতে পারে না। কাথেরাইণের চরিত্র পূর্ব্বে বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে, অতএব এস্থলে আর কিছু লেখা বাহুল্য মাত্র।

পিটরের জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করিলেই তাঁহার চরিত্র জানা যাইতে পারে। অত্যন্ত অসভ্য দেশে জন্মাইয়া এবং অনেক মন্দ রিপুপরবশ হইয়াও যে ব্যক্তি রাজ্যের এমত শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তাঁহাকে অবশ্যই মহাত্মা বলিতে হইবে।

তিনি নিজ চেষ্টায় স্বভাবের পরিবর্ত্তন করিয়া ছিলেন। তাঁহার দেশ ভ্রমণ সূত্রধারের কার্য্য, যুদ্ধ বিগ্রহাদি দর্শন করিলে মনোমধ্যে আশ্চর্য্যের উদয় হয়। তিনি অতিশয় সুন্দর পুরুষ ছিলেন। পূর্ব্বে অতিশয় সুরাপান করিতেন, কিন্তু বয়োবৃদ্ধি হইলে ঐ পাপ ত্যাগ করেন। তাঁহার সর্ব্বদাই ক্রোধোদয় হইত, কাথেরাইণও কোন২ সময়ে তাঁহার ক্রোধ হইতে মুক্ত হইতে পারিতেন না। একদা ক্রোধভরে সম্রাট এক খানি সুন্দর দর্পণ ভগ্ন করিয়া কহিলেন দেখ আমি এক আঘাতে এই দর্পণ ভগ্ন করিলাম। কাথেরাইণ অবিচল চিত্তে কহিলেন সত্য আপনি উহা ভগ্ন করিলেন, কিন্তু উহাতে কি আপনার গৃহের কোন শোভা হইল? অগ্নিতে জলবৎ তৎক্ষণাৎ পিটরের ক্রোধ শান্তি হইল। সম্রাট অতিশয় গুণগ্রাহী ছিলেন এবিষয়ে অধিক লেখা বাহুল্য; ইহা বলিলে যথেষ্ট হইতে পারে যে, তাঁহার ন্যায় কোন ভূপতি কোন দেশের সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়েন নাই। আমাদিগের আকবর শাহ ব্যতিত তাঁহার সমতুল্য ব্যক্তি আর দৃষ্টি হইতেছে না। যদি কোন রাজা যথার্থ প্রজাদিগের পিতার উপাধি প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হয়েন, সে ব্যক্তি পিটরকেই কহিতে হইবে। এমত ভুপতিই চিরজিবী হইবার উপযুক্ত, এমত ভুপতিই প্রার্থনীয় যত দিন রুশিয়ার নাম থাকিবে, তত দিন জীবিত থাকিবেন। তাঁহার কীর্ত্তি চিরকাল জগতে প্রশংসার বস্তুর স্বরূপ থাকিবে।

পিটরের মৃত দেহ সমাহিত হইলে কবরস্থিত প্রস্তরের উপর নিম্নলিখিত অন্ত্যেষ্টিক লেখন দেওয়া হয়:—

অমর মহাত্মা পিটরের নশ্বরশীল দেহাংশ এই স্থানে

সমাহিত আছে। তিনি রুশিয়ার অধিপতি ছিলেন একথা বলা বাহুল্য—কেন না তাদৃশ লোক রুশিয়াধিপতিত্ব রূপ উপাধি ধারণ করাতে তাঁহার কিছুই গৌরব বৃদ্ধি হয় নাই। বরং তিনি ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া এই উপাধিরই অধিক গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে।

প্রাচীণ কাল নিস্তব্ধ থাকুন এবং শিজার এবং আলেকজণ্ডারকে দেখাইয়া যেন অধিক গর্ব্ব করেন না। যে সেনাপতিরা বীর দ্বারা বেষ্টিত ছিলেন, যাঁহাদিগের সৈন্যেরা সেনাপতি অপেক্ষা সাহসহীন ও অনাবধান হওয়া লজ্জা বোধ করিত, এমত যোদ্ধাপতিদিগের জয়ী হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

কিন্তু যে মহাত্মা এই স্থানে বিশ্রাম করিতেছেন তাঁহার প্রজারা প্রথমতঃ অভদ্র অথচ নিষ্কর্ম্মা, রণ-ভীরু, অ-গৌরব লিপ্সু, এবং বিপদে অধৈর্য্যশীল ছিল। ফলতঃ নরাকার ধারণ করিয়াও পশু হইতে অধিক বুদ্ধি বিশিষ্ট ছিল না। এবম্ভুত অবস্থাশীল প্রজাদিগকে পাইয়াও তিনি তাহাদিগকে স্বাভাবিক অসভ্যাবাস্থা হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। এবং লোকদিগের মন উজ্বল করিবার নিমিত্তে নূতন সূর্য্যের স্বরূপ উদিত হইয়া অজ্ঞ প্রজাদিগের কুল ক্রমাগত অজ্ঞান তামসির উচ্ছেদ করিয়া তাঁহার অসাধারণ মানসিক শক্তি বলে তাহাদিগকে রণ-বিশারদ করিয়া পরিশেষে জার্ম্মেনি জয়কারিদিগকে পরাভূত করিতে শিখাইয়া ছিলেন।

অন্যান্য রাজপুরুষেরা বিজয়ী সৈন্যদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়াছেন, কিন্তু এই বীর বিজয়ী সৈন্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। হে বাক্‌দেবি! এতাদৃশ বীরপুরুষ দর্শনে তোমায় লজ্জিত

হইতে হয়, কারণ তাঁহাতে তোমার প্রদত্ত কিছুই নাই। হে প্রকৃতি! তোমারই আনন্দিত হওয়া উচিত। তোমা হইতেই এই আশ্চর্য্য পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে।

সম্পূর্ণ